Year 10 | Issue 31
29 SEP. - 05 OCT. 2023

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৩১
১৪ আশ্বি ১৪৩০
১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক
WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

ইউরোপ-আমেরিকায় বৈধভাবে বিনিয়োগে কড়াকড়ি

দুবাইয়ে ঝুঁকছেন ব্যবসায়ীরা

- বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ হাজার
- ১১ হাজার বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি দুবাই চেম্বারের সদস্য হওয়ার তথ্যই বলছে, দেশটিতে অর্থ পাচার বাড়ছে-টিআইবিট

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর: সাম্প্রতিককালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ বেড়েছে। চলতি বছরের ছয় মাসে বাংলাদেশি নতুন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৪৪টি নিবন্ধন নিয়েছে। দুবাই চেম্বার অব কমার্সের পরিসংখ্যান সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংগঠনটি চলতি মাসে নিজেদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশ করে। মাসের শুরুতে চেম্বার জানায়, সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী-দুবাই চেম্বারে সব মিলিয়ে সদস্য হিসাবে নিবন্ধিত বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৯৭৫টিতে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, দুবাই চেম্বার এমন সময়ে নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা প্রকাশ করলো যখন বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির আড়ালে ও হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে টাকা রেখে দেয়ার অভিযোগ জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে। নির্বাচনকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেটি আরও বাড়ে। এ ছাড়া ইদানীং দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে দুবাইয়ে ব্যবসার কথা প্রায়ই আলোচিত হচ্ছে। তাদের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপে বিনিয়োগে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। কমপ্লায়েন্স পূরণ করতে হয়। এতে করে ঝামেলা এড়াতে দুবাইয়ে ঝুঁকছেন ব্যবসায়ীরা।

সূত্রমতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ পাঠাতে পারে না।

এখন পর্যন্ত খুব কমসংখ্যক দেশি প্রতিষ্ঠান বিদেশে বিনিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন পেয়েছে। গত জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ১৭ প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে বিনিয়োগের অনুমতি দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রায় ৪০.১৫ মিলিয়ন ডলার। তবে দুবাই চেম্বার বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের পরিমাণ প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে বিনিয়োগের অনুমতি নিয়ে কেউ ইউএইতে ব্যবসা করছে না,

পৃষ্ঠা ১৮

যুক্তরাজ্যে সিগারেট নিষিদ্ধ হতে পারে

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর: যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ হতে পারে সিগারেট। আর এই পদক্ষেপ নিতে পারেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক নিজেই। মূলত পরবর্তী প্রজন্মকে সিগারেট থেকে দূরে রাখতে এমন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন তিনি। ব্রিটিশ মিডিয়ার রিপোর্টের বরাত দিয়ে গত শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

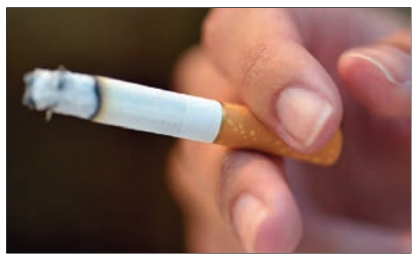

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মকে সিগারেট থেকে দূরে রাখতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করছেন বলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান শুক্রবার সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, গত বছর নিউজিল্যান্ডের ঘোষিত

পৃষ্ঠা ১৮

বিএনপি সভাপতিকে প্রধানমন্ত্রীর চায়ের দাওয়াত অতঃপর ...

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে যুক্তরাজ্য

বিএনপির সভাপতি এম এ মালিককে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। তবে বিএনপির এই নেতা জানিয়েছেন, দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দিলে

পৃষ্ঠা ১৮

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:
ria Money Transfer
ria Any Bank Payout · সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited · পুবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED · AB Bank · Trust Bank · bKash
020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

অভিজ্ঞতা না থাকলে অনুমতি পাবে না বিদেশি পর্যবেক্ষক

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণ শুল্কমুক্তভাবে আনার সুযোগ সৃষ্টি করে বিদেশি পর্যবেক্ষক নীতিমালা সংশোধনের পর তা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। নীতিমালা অনুযায়ী,কেবলমাত্র অভিজ্ঞরাই পাবেন ভোট পর্যবেক্ষণের সুযোগ। গতকাল এই নীতিমালা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। বিদেশি পর্যবেক্ষক বা নীতিমালায় পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে, নির্বাচনী প্রতিবেদন ভোটের দিন থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ই-মেইল বা ডাকযোগে পাঠাবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনে ভোটের আগে, ভোটের দিন ও ভোটের পরের পরিস্থিতির প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। নির্বাচনী অনিয়মের ওপর প্রতিবেদন হতে হবে। পর্যবেক্ষণ হতে হবে পক্ষপাতহীন, ফলপ্রসূ ও সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন।

গণমাধ্যমকর্মীদের যোগ্যতা, করণীয়, ভিসা প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে নীতিমালায়।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষক সংস্থার নির্বাচনী কাজ, সুশাসন, গণতন্ত্র, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধন নিতে হবে এবং তার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশের নির্বাচনী আইন মেনে চলতে হবে। নির্বাচনী অপরাধ কিংবা জাল-জালিয়াতি বা অসততাজনিত কোনো অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পর্যবেক্ষক হওয়ার অযোগ্য হবেন।

ভোটগণনার সময় থাকার জন্য প্রতিটি সংস্থা থেকে একজন মনোনয়ন দেয়া যাবে। বিদেশি গণমাধ্যমকেও পর্যবেক্ষকদের সব নিয়ম মেনে চলতে হবে। বিদেশি গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়ার জন্য এবং সমপ্রচার করার জন্য আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন একটি মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করবে তথ্য ও সমপ্রচার মন্ত্রণালয়। পর্যবেক্ষকদের সহায়তার জন্য এয়ারপোর্ট হেল্প ডেস্ক থাকবে। মিডিয়া সেন্টারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন থেকে তাদের পর্যবেক্ষক কার্ড, গাড়ির স্টিকার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয়া হবে। বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করলে, পক্ষপাতমূলক আচরণ করলে, পর্যবেক্ষক বা বিদেশি গণমাধ্যমকর্মীর কার্ড বাতিল করা যাবে। এ ছাড়া রিটার্নিং কর্মকর্তাও সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক বা গণমাধ্যমকর্মীকে ভোটকেন্দ্র বা পুরো আসন থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

ভোটে 'সীমিত পর্যায়ে' মোটরসাইকেল ব্যবহার করা যাবে: এদিকে নানা আলোচনা-সমালোচনার পর নির্বাচনী কাজে 'সীমিত পর্যায়ে' মোটরসাইকেল ব্যবহারে সাংবাদিকদের অনুমোদন দিলো নির্বাচন কমিশন। এক্ষেত্রে মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। গতকাল আগের নীতিমালায় সংশোধন এনে এমন নির্দেশনা জারি করে সংস্থাটি। নীতিমালায় বলা হয়েছে, সাংবাদিকদের যাতায়াতের জন্য যৌক্তিক সংখ্যক গাড়ির স্টিকার দেয়া হবে। প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় প্রশাসন (রিটার্নিং অফিসার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার সমন্বিতভাবে) প্রকৃত সাংবাদিকদেরকে ভোটকেন্দ্রে গমনাগমনকরত: সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে সীমিত পর্যায়ে মোটরসাইকেল ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপত্র প্রেস আইডির কপি, এনআইডি'র কপি এবং যে মোটরসাইকেল ব্যবহার করা হবে সেই মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে। রিটার্নিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই বাছাই শেষে মোটরসাইকেল ব্যবহারের অনুমতি দেবেন।

নির্বাচন হতে হবে, না হলে সাংবিধানিক শূন্যতা : ইসি

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : 'সংবিধান অনুযায়ী আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জানুয়ারির ২৯ তারিখের মধ্যে হতে হবে। যেভাবেই হোক না কেন নির্বাচন (সংসদ নির্বাচন) হতে হবে। কারণ, তা না হলে একটি সাংবিধানিক বিরতি (শূন্যতা) তৈরি হবে। সেই বিরতি তৈরি হলে দেশে একটা অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সেটি তো নির্বাচন কমিশন হতে দিতে পারে না।' গতকাল নির্বাচন ভবনে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর এসব কথা বলেন।

ইসি আলমগীর বলেন, আমরা তো একটি শপথ করেছি, না কি? আমরা কিন্তু সরকারি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নয়। আমরা কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী শপথ নিয়েছি এবং সংবিধানের দোহাই দিয়ে শপথ নিয়েছি। সেই শপথ তো আমাদের পূরণ করতে হবে। বিদেশি পর্যবেক্ষকের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মো. আলমগীর বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি সংস্থা। পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে। ইউরোপে অনেক দেশ আছে, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় অনেক দেশ আছে, সার্কভুক্ত দেশ আছে। এসব দেশ থেকে পর্যবেক্ষক আসতে পারেন। এই নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বলেছে পূর্ণাঙ্গ না, ছোট পরিসরে আসতে পারে। পরবর্তী সময়ে হয়তো তারা মনেও করতে পারে, বড় পরিসরে আসবে। এটি তো চূড়ান্ত কোনো কথা নয়। মো. আলমগীর বলেন, শিগগির আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের ওপর যে দায়িত্ব জাতীয় নির্বাচন করার জন্য, সে অনুযায়ী প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। প্রস্তুতি কিন্তু আগে থেকে নিতে হয়। যেমন ভোটার তালিকা করতে হবে, ভোটকেন্দ্র করতে হবে। যারা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ব্যালট পেপার কেনার জন্য কাগজ প্রকিউরমেন্ট করতে হবে। নির্বাচন করার জন্য বাক্স লাগবে, সেগুলো কিনতে হবে,

কালি লাগবে। সুঁই, সুতা নানা ধরনের জিনিস লাগবে। এখন নির্বাচন ডিসেম্বরে না কি জানুয়ারিতে হবে সেটি পরের বিষয়। নির্বাচন যখনই করেন।

আপনাকে প্রস্তুতি তো আগে থেকেই রাখতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী ভোটের পথে- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংকট আছে। নির্বাচন চায় না এমনটা তো কোনো দল বলছে না। আমাদের নিবন্ধিত যে রাজনৈতিক দল আছে, নির্বাচন চায় না কোনো দলই এটি বলেনি। আমরা কেন নির্বাচনের প্রস্তুতি নেব না।

নির্বাচনে পরিবেশ নিয়ে ইসি আলমগীর বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে হয়তো অনেকে কথা বলছেন। পরিবেশ যাতে সুন্দর করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। পরিবেশের সবটা সুন্দর করার দায়িত্ব তো আমাদের নয়। পরিবেশ সুন্দর করা আমাদের যেটুকু দায়িত্ব সেটুকু আমরা করে যাচ্ছি।

তিন সপ্তাহ বা তার বেশীদিন ধরে কাশি হচ্ছে?

NHS

আপনার জিপির প্র্যাক্টিসের সাথে যোগাযোগ করবেন

আপনার যদি তিন সপ্তাহ বা তার বেশীদিন ধরে কাশি হতে থাকে সেটাকে উপেক্ষা করবেন না। সম্ভবতঃ এটা গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু এটা ক্যান্সারের একটা উপসর্গ হতে পারে।

আপনাকে দেখার জন্য আপনার এন্এইচ্এস এখানে রয়েছে।

nhs.uk/cancersymptoms

Clear on cancer Help us help you

Sayyada Mawji, GP

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

লন্ডনে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা নেই

খালেদ মাসুদ রনি : বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী ও সুনামগঞ্জ-৩ আসনের এমপি এম এ মান্নান বলেছেন, আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আওয়ামীলীগ এ দেশকে এবং দেশের মানুষকে যা দিয়েছে আর কেউ দিতে পারবেনা। পৃষ্ঠা ১৮

যুক্তরাজ্যে অর্থনৈতিক মন্দা

বন্ধ হয়ে গেছে আরও ২০০০ ক্ষুদ্র ব্যবসা

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর: দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে সংকটে পড়েছেন যুক্তরাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। চলতি বছরের প্রথমার্ধেই ২ হাজারেরও বেশি দোকানের ঝাপ বন্ধ হয়ে গেছে। সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদন পৃষ্ঠা ১৮

যুক্তরাজ্যে দীর্ঘমেয়াদী মূল্যস্ফীতির প্রভাব

সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে মৃত্যুহার চার গুণ বাড়ছে

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর: মূল্যস্ফীতির প্রভাবে কমছে যুক্তরাজ্যের মানুষের গড় আয়ু। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ধনী-গরীবের মধ্যে স্বাস্থ্যগত বৈষম্য বাড়ছে। দেশটিতে স্বচ্ছল পরিবারের তুলনায় সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে মৃত্যুহার চার গুণ বেশি। গত সোমবার বিএমজে পাবলিক হেলথ সাময়িকিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী মূল্যস্ফীতির কারণে ৭৫ বছরের কম বয়সী মানুষের মৃত্যুর হার প্রায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে যাবে। সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হবে। কারণ তাদের আয়ের বেশিরভাগ অংশ জ্বালানি খাতে ব্যয় করতে হচ্ছে। বর্তমানে জ্বালানির মূল্য আকাশছোঁয়া।

স্কটল্যান্ডে গত এক বছরের মূল্যস্ফীতির

প্রভাব বিশ্লেষণ করেন গবেষকেরা। সরকারি সহায়তাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিবারের খরচ কমানোর সুযোগ নিয়েও গবেষণা করেন তাঁরা। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য যুক্তরাজ্যের জীবনযাত্রার মান এবং বৈষম্যের সম্ভাব্য ভবিষ্যত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো ধরনের পদক্ষেপ না নিলে মূল্যস্ফীতির কারণে কম বঞ্চিত পৃষ্ঠা ২৩

IFIC MT UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন

IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

শুনেছি আমাকেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে - মশিউর রহমান রাঙ্গা

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়ার কারণে বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচার বিভাগের সদস্যসহ বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে কারা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছেন তা নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ করেনি। ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ নিয়ে নানা গুঞ্জন, গুজব বাতাসে ভাসছে। নানা জনের নাম আসছে আলোচনায়। সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের রাজনীতিবিদরাও নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে বলা হয়েছে। জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টির এমপি ও দলটির সাবেক মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়েছেন, এমন তথ্য পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

গতকাল তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি অখুশি না। আমি শুনেছি আমাকেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। আমার আমেরিকার ১০ বছরের ভিসা আছে। আমার এখন যাওয়ার কোনো ইচ্ছাও নেই, সুযোগও নাই। সামনে নির্বাচন।

গত পাঁচ বছরেও আমেরিকা যাইনি।

ভিসা নীতি নিয়ে তিনি বলেন, এটা আমেরিকার নিজস্ব ব্যাপার। তাদের দেশে কারা যাবে, না যাবে এটা তাদের নীতিমালা। আমরা যদি মনে করি চায়না থেকে লোক আসলে আমাদের জন্য ক্ষতিকর, এটা আমরা করতেই পারি। এখানে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো কিছু করার নাই। আন্তর্জাতিক কেউ তো কারও দায়িত্ব নেবে না। বাংলাদেশ থেকে কেউ যেয়ে যদি ক্ষতি করে তাহলে দায়িত্ব কে

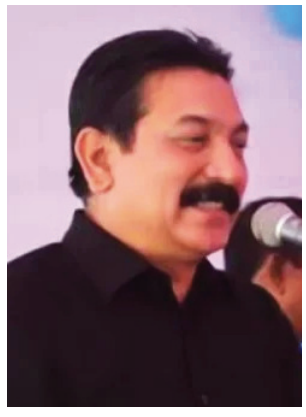

নেবে। যখন তারা দেখবে এই লোকটা হার্মফুল কিনা, এই লোকটা কোনো ক্ষতি করবে কিনা। সেই কারণে ভিসা নীতি করতেই পারে। এটা তাদের জন্যও ভালো। বাইরে থেকে যারা যাবে তাদের জন্যও ভালো। যারা তাদের দেশে যাবে তাদের জন্যও সতর্ক বার্তা আমেরিকায় কীভাবে চলাফেরা করতে হয়। আমি এটাকে খারাপ কিছু বলছি না।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটাতে প্রভাব পড়ার কোনো সুযোগই নাই। নির্বাচন নির্বাচনের মতো সময়মতো হয়ে যাবে। এখানে প্রভাব পড়ার কোনো উপায় নাই, কারণ নাই। এটাকে তারা পুঁজি করে যদি কিছু করে তখন কিছু ভুল ভ্রান্তি হবে তখন তাদের এই নীতিমালাটা পথভ্রষ্ট হবে। এখন তারা যদি নির্বাচন নিয়ে কিছু করে তাহলে আমার কাছে মনে হয় না ঠিক হবে তাদের জন্য।

তিনি বলেন, আমি শুনেছি আমাকেও একটা দিয়েছে। কয়েক জায়গায় দেখেছি। পত্রিকাও বিষয়টা জানতে চাচ্ছে। বাট আই অ্যাম নট আনহ্যাপি। আমি অসন্তুষ্ট নই। এটা তাদের ব্যাপার তারা করতেই পারে। আমার আমেরিকা যাওয়ার ১০ বছরের ভিসা আছে। আমার এখন যাওয়ার সুযোগও নাই। আমার সামনে নির্বাচন। আমি যাইও না বোধ হয় ৫ বছর। আমার ভিসা দেয়া আছে আগেরই। আমি চাইলেই না বোঝা যাবে আমাকে ভিসা দেবে কিনা। আমি চাইবো না তাদের কাছে। আমি যখন একবার জানতে পেরেছি আমার সম্বন্ধে তারা বলেছে, পত্রিকায় আসছে। দু'একটা মানুষজনও আমাকে বলেছে। বাট আই অ্যাম নট ইন্টারেস্ট টু গো টু আমেরিকা।

জাপার আর কারা আছেন?

রাঙ্গা নিজেই নিজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের তথ্য প্রকাশ করলেও দলের আর কারা এই নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন এ নিয়ে কৌতূহল দেখা দিয়েছে নেতাকর্মীদের মাঝে। অন্তত তিন জন নেতার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে দলের ভেতরে। তাদের মধ্যে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় একজন শীর্ষ নেতা, দলের দুই জন সিনিয়র নেতার নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ভিসা নীতি অবশ্যই একটা লজ্জার বিষয়। তবে এটা নিয়ে অতি শঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। আমি মনে করি না এর মাধ্যমে ব্যাপক পট পরিবর্তন হবে। তবে আমি মনে করি এর মাধ্যমে আমাদের সতর্ক হতে হবে কথাবার্তা এবং ব্যবহারে।

তিনি বলেন, এটার তো কোনো তালিকা নাই। তবে জাতীয় পার্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ দল। সেখানে নাম থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না। তবে জাতীয় পার্টির কেউ তো মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা নয়। সাধারণত এগুলো সরকারি দলের থেকে হয়ে থাকে।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে দলের মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু বলেন, বৃহত্তর গণতান্ত্রিক স্বার্থে আমি মনে করি আমেরিকার উদ্দেশ্য মহৎ। তারা বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায়।

অক্টোবরে টানা কর্মসূচি দিয়ে তফসিলের আগেই সরকারকে চাপে ফেলতে চায় বিএনপি

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : তফসিল ঘোষণার আগেই সরকারের ওপর চাপ তৈরি করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে একটি ফয়সালায় পৌঁছাতে চায় বিএনপি। নভেম্বরের শুরুতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে, তার আগেই অক্টোবর মাসে টানা কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে সে চাপ তৈরি করাই এখন দলটির লক্ষ্য। তবে অক্টোবরের কর্মসূচি এখনো ঠিক হয়নি। এ সপ্তাহের মধ্যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে।

এরই মধ্যে সরকারি দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগের দিনগুলোকে হিসাবে নিয়ে ৩৬ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে বিএনপিকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কার্যত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া এই আলটিমেটামে কঠোর কর্মসূচির নামে বিএনপি যাতে কোনো 'সংঘাত' বা 'সহিংস' কর্মসূচিতে না যায়, সে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'ওরা (আওয়ামী লীগের নেতা) হুমকি দেবে, এটাই ওদের স্বভাব। এসব হুমকিতে কিছু যায় আসে না। এগুলো অন্তঃসারশূন্য।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, অক্টোবরের কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সরকারি দলের দিক থেকে বাধা-হামলার ঘটনা আরও বাড়তে পারে। একই সঙ্গে বরাবরের মতো বিএনপির দেখাদেখি আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ অক্টোবর মাসজুড়ে পা । কর্মসূচি দিয়ে মাঠে থাকতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি দলের আলটিমেটামের হুমকি মাথায় রেখেই বিএনপি চূড়ান্ত ধাপের কর্মসূচি ঠিক করতে পারে।

এদিকে সরকারবিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার করতে এবার শ্রমিকশ্রেণিকে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি। এরই অংশ হিসেবে আগামী শনিবার ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চ প্রাঙ্গণে 'শ্রমিক-কর্মচারী কনভেনশন' করছে দলটি। 'ভোটাধিকার, গণতন্ত্র, বাঁচার মতো মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হোন' স্লোগানে এ সম্মেলন হবে। আয়োজকেরা বলছেন, এই সম্মেলন থেকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, লুটপাট, সর্বত্র দলীয়করণ, জাতীয় বেতন স্কেল, মজুরি কমিশন, সব ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, পাট, চিনিসহ বন্ধ মিল-কারখানা চালুর দাবিসহ সরকারের পদত্যাগের এক দফা আন্দোলনে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

BARRISTER AHMED A MALIK

ARE YOU WORRIED ABOUT YOUR COURT CASE? LOOK NO FURTHER

Barrister Malik is an expert Court advocate, who will advise and represent you vigorously to achieve the best result in your complex legal matters.
He has over 30 years of experience, is very friendly, reliable and will give you the most appropriate and professional advice at affordable fee.

He and his colleagues are ready to help you in all types of cases, particularly in the following areas:

CIVIL LITIGATION (all types)
PROPERTY, FAMILY/CHILDREN
BUSINESS DISPUTES
IMMIGRATION (any difficult case)

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক ও তাঁর সহকর্মীরা সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার সবধরনের আইনী উপদেশ, বিশেষ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কোর্ট কেইসে (যেকোনো কোর্ট) সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের ফি অত্যন্ত রিজোনেবল।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS
Direct Access Barristers
Tel: 020 7247 8458 Mob: 0771 347 1905
E: info@westminsterchambers.co.uk

City:
5 Chancery Lane,
London
WC2A 1LG

Whitechapel:
First floor,
214 Whitechapel Road
London E1 1BJ

Leytonstone:
Church Lane Chambers, 11-12 Church Lane,
London E11 1HG (near Leytonstone station)

www.westminsterchambers.com

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
W 30-35

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে চায়

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশে এরই মধ্যে প্রয়োগ করা ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আবারো তার অবস্থান পরিষ্কার করেছে। বলেছে, এর মধ্যদিয়ে তারা বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে কোনো পক্ষ নিচ্ছে না। তারা শুধু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে এটা নিশ্চিত করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে একথাই জানিয়েছেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তার কাছে সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী জানতে চান- গত সপ্তাহে আপনি জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে যারা বাধাগ্রস্ত করবে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া শুরু করছে। এ সিদ্ধান্তের জবাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যদি বাইরে থেকে নির্বাচন বানচালের কোনো চেষ্টা করা হয়, তাহলে যারা এমন পদক্ষেপ নেবে বাংলাদেশও তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেবে। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে বলতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তার পর তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের আগে কোনো নিষেধাজ্ঞা দিবে না। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

এ প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমরা আগেও যেমনটি বলেছি, এখনো তেমনই বলছি- মে মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন যখন এই ভিসা নীতি ঘোষণা করেছেন, তখন থেকেই আমরা বলছি- বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারও পক্ষ নেবে না। তবে নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিতে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র।

আমি বলবো, শুক্রবার আমরা যখন নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছি, এর মধ্যে আছেন আইন প্রয়োগকারী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা।

অন্য এক প্রশ্নে ম্যাথিউ মিলারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল তাদের দলীয় চেয়ারপারসন, যেহেতু তিনি মারাত্মক অসুস্থ, তাই তাকে মুক্তি দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠাতে ৪৮ ঘণ্টার আ মেটাম দিয়েছে। বর্তমানে তিনি গৃহবন্দি এবং হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তিনি ৭৮ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে মুক্তি দেয়ার বিষয়ে আপনাদের অবস্থান কি?

এ প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো মন্তব্য নেই।

রোডমার্চে বিএনপি নেতারা

সরকারের পতন ছাড়া ঘরে ফিরবো না

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : রাস্তার দুইপাশে জনতার দীর্ঘ সারি। কেউ বিএনপি কর্মী আবার কেউবা উৎসুক সাধারণ মানুষ। অনেকের চোখে উচ্ছ্বাস। কারও মুখে স্লোগান। কারও হাতে ব্যানার, কারও হাতে ফেস্টুন। তাদের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলছে সরকার পতনের একদফা দাবিতে বিএনপি'র ৫ম রোডমার্চ। সকালে ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে রোডমার্চ শেষ হয় খুলনার শিববাড়ি মোড়ে। মাগুরা, যশোর হয়ে দীর্ঘ ১৬০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই সড়কে ৬টি স্থানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব পথসভায় বক্তব্য দেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

এ ছাড়াও বিএনপি কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন। বক্তব্যে তারা বলেন, বর্তমান সরকারকে 'বিদায়' করে বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে। তারা মনে করেন যে, আন্দোলন শুরু হয়েছে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারলে সরকারের পতন হবে।

ঝিনাইদহে উদ্বোধনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মির্জা আব্বাস বলেন, রোডমার্চে আজ আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল ঈদের আগে চাঁদ রাত পালন করছি। আজ সারা দেশের মানুষ উদ্দীপ্ত, উদ্বেলিত-উচ্ছ্বসিত, আবেগতাড়িত, মনোবেদনায় অস্থির। একদিকে বিজয়ের আনন্দ করছে, আরেক দিকে বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার পক্ষে বার বার আবেদন করা হলেও সরকার বিদেশে চিকিৎসা নিতে সুযোগ দিচ্ছে না। আমি কয়েকদিন আগে ম্যাডামকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। আমি তখন ম্যাডামকে বলে এসেছি- সারা দেশবাসী আপনাকে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। মানুষ আপনার জন্য দোয়া করছে। বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয়ই আপনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। ইতিমধ্যে সারা দেশে সেটা শুরু হয়ে গেছে। আমরা শেখ হাসিনা সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাবো।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতির খুব খারাপ অবস্থা। বাংলাদেশে এখন ডলারের রিজার্ভ নাই বলেই চলে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের খেলাপিঋণ ছিল ২১ হাজার কোটি টাকা। আজকে বাংলাদেশে খেলাপিঋণের পরিমাণ ১০৯ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা কে খেলো, এই টাকা গেল কোথায়?

আপনার টাকা, আমার টাকা, জনগণের ট্যাক্সের টাকা। এই টাকা কোথায় গেল জনগণ জানতে চায়?

এর আগে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল নিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী রোডমার্চে যোগ দেন। পথে পথে মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গাসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী রোডমার্চের বহরে যোগ দেন। একপর্যায়ে রোডমার্চের বহর কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে রাস্তার দুই ধারে নারী-পুরুষ ও দলীয় নেতাকর্মীরা দাঁড়িয়ে রোডমার্চের বহরকে স্বাগত জানান। অনেক স্থানে নারীরা ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে রোডমার্চের বহরকে সিক্ত করেন। এ সময় দলের সিনিয়র নেতারা হাত নেড়ে তাদের অভিবাদন জানান।

এদিকে ঝিনাইদহে উদ্বোধনী সমাবেশে একটি শিশুকন্যা খালেদা জিয়া সেজে লোহার খাঁচায় বন্দি হয়ে সবার নজর কাড়েন। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি'র সভাপতি এম এ মজিদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী সমাবেশে বিএনপি নেতা বরকত উল্লাহ বুলু, শামসুজ্জামান দুদু, এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, সৈয়দ মেহেদী হাসান রুমী, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, রকিবুল ইসলাম বকুল, সোহরাব উদ্দিন, জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, যুবদল নেতা সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা এসএম জিলানী, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ছাত্রদল নেতা রাশেদ ইকবাল খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, সরকারের পদত্যাগ দাবিতে রংপুর থেকে দিনাজপুর, বগুড়া থেকে রাজশাহী, ভৈরব থেকে সিলেট ও বরিশাল থেকে পিরোজপুর পর্যন্ত চারটি রোডমার্চ করেছে বিএনপি। এ ছাড়া রাজধানীতে একাধিক সমাবেশ করেছে তারা। আগামী ১লা অক্টোবর ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ, ৩রা অক্টোবর ফরিদপুর বিভাগে এবং ৫ই অক্টোবর কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

৩০ অক্টোবরের মধ্যে সরকারের পতন

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : সরকার পতনের একদফা দাবিতে মঙ্গলবার তৃতীয়বারের মতো রোডমার্চ করল বিএনপি। টানা কর্মসূচির অংশ হিসাবে এদিন ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে রোডমার্চ শুরু করে দলটি। মাগুরা ও যশোর হয়ে দীর্ঘ ১৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে খুলনা গিয়ে তা শেষ হয়। এতে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। রোডমার্চ শুরুর আগে এক সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, 'দেশ স্বাধীন করেছি গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। কোনো রাজা-রানির রাজত্ব করার জন্য নয়। দেশে আজ কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করা হয়েছে। দেশ আজ হীরক রাজার দেশে পরিণত হয়েছে। এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না। এখন দড়ি ধরে টান মারার সময় এসে গেছে।' ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউ ল্লা বুলু বলেন, 'সরকারের নির্দেশে ৪০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মী কারাবরণ করছে, খুন-গুম করা হয়েছে, কিন্তু রাজপথ ছাড়িনি। সরকার পতন ছাড়া আমরা রাজপথ ছাড়ব না। আওয়ামী লীগ কখনো মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেনি। তারা লুটপাটের রাজনীতি করেছে। ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সরকারের পতন হবে। দেশের মানুষ বিজয় মিছিল করবে।'

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে খুলনা অভিমুখে রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে মির্জা আব্বাস আরও বলেন, 'আপনারা উদ্দীপ্ত হন, সম্মিলিত হন। আমরা দড়ি ধরে টান মারব। এই হীরক রাজা আর থাকবে না।' বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'উনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ম্যাডাম কিছু বলবেন? উনি মাথা নাড়লেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। তার চাহনিতে অব্যক্ত ভাষা। তিনি হয়তো এটাই বলতে চেয়েছিলেন, তোমরা আমার জন্য কী করছ? আমি কি দেশের গণতন্ত্র, দেশের মানুষ ও রাষ্ট্রের জন্য কিছুই করিনি?'

ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, জালিম সরকারকে যতক্ষণ বিদায় না করতে পারব ততক্ষণ রাজপথ ছাড়ব না। আরেক ভাইস চেয়ারম্যান

অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সরকারের পতন হবে। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনার সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন-বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দীন, তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, বিএনপি নেতা আমিরুজ্জামন খান শিমুলসহ ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলার নেতারা।

পরে ঝিনাইদহ থেকে বাস, মাইক্রোবাস, পিকআপ, মোটরসাইকেলের বিশাল বহর নিয়ে খুলনা অভিমুখে রোডমার্চ শুরু হয়। পথিমধ্যে মাগুরা ও যশোরে কয়েকটি সমাবেশ করে। রাত ৯টার দিকে খুলনায় পৌঁছায় রোডমার্চ বহর। কর্মসূচি চলাকালে কখনো হাত নেড়ে, কখনো গাড়ি থামিয়ে রাস্তার দুপাশে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় মির্জা আব্বাসকে। রোডমার্চে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ নেতাকর্মীদের হাতে ছিল জাতীয় কিংবা দলীয় পতাকা।

মাগুরা প্রতিনিধি জানান, মির্জা আব্বাসের নেতৃত্বে ঝিনাইদহ থেকে রোডমার্চটি মাগুরায় প্রবেশ করে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে। মাগুরার প্রবেশমুখে আলমখালি এলাকায় জেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা রোডমার্চে অংশ নেওয়া নেতাদের স্বাগত জানান। পরে পথে মাগুরা সদর উপজেলার শেখপাড়া এবং শালিখা উপজেলার আড়পাড়া বাজার এলাকায় জেলা বিএনপি সভাপতি আলি আহমেদের সভাপতিত্বে পৃথক পথসভায় বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নেতারা।

যশোর ব্যুরো জানায়, মাগুরা হয়ে বিকালে যশোর শহরের মুড়লী মোড়ে পথসভা হয়। এতে মির্জা আব্বাস বলেন, 'বারবার শান্তিপূর্ণভাবে দাবিগুলো তুলে ধরেছি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে দেশের মানুষ ভোট দিতে পারেনি। আওয়ামী লীগ জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। শুধু বিএনপি নয়, দেশের সব রাজনৈতিক দল বলেছে, এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয়।'

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'সরকারের সময় শেষ। পালানোর সময় পাবে না। ভালোয় ভালোয় দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিন। তা না হলে জেলখানা ভেঙে বাংলার মানুষ বাংলার নেত্রীকে মুক্ত করবে।'

পথসভায় বক্তব্য দেন-বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, জেলা বিএনপির সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, মিজানুর রহমান খানসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

যশোর মুড়লী মোড়ে সমাবেশ শুরুর পর উপস্থিত নেতাকর্মীদের নজর কাড়ে খালেদা জিয়ার প্রতীকী কারাগার। এর ভেতর থেকে একটি শিশু খালেদা জিয়া সেজে সবাইকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। একটি পিকআপের উপরে প্রতীকী কারাগারের বাইরে নেতাকর্মীরা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন। এ সময় উৎসুক নেতাকর্মীদের তার সঙ্গে সেলফি ও ছবি তুলতে দেখা যায়।

খুলনা ব্যুরো জানায়, মঙ্গলবার খুলনায় রোডমার্চের পর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা আব্বাস বলেছেন, আগামী সংসদ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। নির্বাচন করতে হলে সঠিক নিরাপদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে। জনগণ ভোটাধিকার ফেরত চায়। স্যাংশনের পর আওয়ামী লীগের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে ৫ অক্টোবর ফেরত আসার কথা। এত তাড়াতাড়ি কেন ফেরত এলেন। এখনো সময় আছে জনগণের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চান, দেশের মানুষ ক্ষমা করে দেবে। ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়েছেন আমাদের মহাসচিব। এ সময়ের মধ্যে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ না পাঠালে ভয়াবহ অবস্থা হবে।

মির্জা আব্বাস বলেন, সজীব ওয়াজেদ জয়ের যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে তা তার নয়, ওই সম্পত্তি আমাদের। সে এমন কিছু করে না যে এত সম্পদ তৈরি করতে পারবে। এ সরকারের পতন হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ সরকার পারে শুধু মানুষ হত্যা করতে, কিছু লোককে গ্রেফতার করতে। আদালতে শুধু বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে মামলা। অন্য কোনো মামলা নেই। সারা বছর বিএনপি নেতাকর্মীদের আদালতে হাজিরা দিতে হয়। তিনি বলেন, এ সরকারের আমলে ১ লাখ ৯ হাজার বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। ৮ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে হারিয়ে গেছে। ব্যাংকে সোনা রাখলে সেটা তামা হয়ে যায়। সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে রোডমার্চ শেষে খুলনায় বিএনপির সমাবেশ শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টা ৪২ মিনিটে। নগরীর শিববাড়ী মোড়ে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতারা যোগদান করেন রাত ৯টায়। এদিন দুপুর থেকে সমাবেশস্থলে জড়ো হতে শুরু করেন নেতাকর্মীরা। বিকাল ৩টার দিকে শুরু হয় জাসাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরপর স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন। কেন্দ্রীয় নেতারা মঞ্চে উঠলে শুরু হয় সমাবেশের মূল পর্ব।

যেসব দেশের গণমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : যুক্তরাষ্ট্র গত বছর তিন দেশের গণমাধ্যমকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ব্ল্যাকমেইল, বল প্রয়োগ, প্রোপাগান্ডা ছড়ানো ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশসহ তাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হতে হবে– এমন কথা বলে ক্ষমতাসীন, বিরোধী দল আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরও দেওয়া হচ্ছে ভিসা নিষেধাজ্ঞা।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছিলেন, গণমাধ্যমের ওপরও আসতে পারে এই খড়গ। তবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পরে জানিয়েছে যে, গণমাধ্যম নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

যাই হোক, মুক্ত মতপ্রকাশের যুগে গণমাধ্যমে আদৌ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায় কিনা, এ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ঠিক কোন অভিযোগে কিংবা কোন মতপ্রকাশ করলে তা পড়বে নিষেধাজ্ঞার আওতায় তা নিয়েও চলছে আলোচনা।

গণমাধ্যমের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার নজির রয়েছে। ২০২২ সালে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিংয়ের (আইআরআইবি) ৬ কর্মকর্তা আর সাংবাদিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ওয়াশিংটন।

অভিযোগ, মাহসা আমিনির মৃত্যু ঘিরে বিক্ষোভে নিহতদের পরিবারকে হয়রানি এবং মৃত্যুর কারণ লুকানোর চেষ্টা করেছিল ওই গণমাধ্যম। জব্দ করা হয় ওই ৬ কর্মকর্তার বিদেশে থাকা সম্পদ। নিষিদ্ধ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ, বিনিয়োগ কিংবা ব্যবসা।

সরকারের পক্ষে প্রোপাগান্ডার অভিযোগ তুলে সেই বছর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় ইরানের সংবাদমাধ্যম ফার্স ও তাসনিম নিউজ এজেন্সিকেও।

২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মস্কোর শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় বাইডেন সরকার। যার মধ্যে ছিল ক্রেমলিনভিত্তিক গণমাধ্যম চ্যানেল ওয়ান, রাশিয়া ওয়ান ও এনটিভি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম লেখানো বাড়ছেই

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের চলতি মেয়াদে নতুন করে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য প্রায় ১১ হাজার জনের নাম সুপারিশ করেছে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)। এই তালিকায় আছেন মেয়র, সংসদ সদস্য, সচিব ও তাঁদের ঘনিষ্ঠজন।

স্বাধীনতার ৫২ বছরেও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভুল তালিকা তৈরি হয়নি। সব সরকারের আমলেই এই তালিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তালিকায় এখনো সব প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার নাম যেমন ওঠেনি, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে যাননি, এমন অনেক লোকের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির আইনগত কর্তৃত্ব জামুকার। বর্তমান সরকারের গত পাঁচ বছরে (২০১৯ থেকে ২০২৩) জামুকার বৈঠকের কার্যপত্র পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এই সময়ে নতুন করে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য ১০ হাজার ৮৯১ জনের নাম সুপারিশ করেছে জামুকা। গেজেটভুক্তির জন্য অনেকের নামে সুপারিশ করেছেন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা। সুপারিশকারীদের মধ্যে জামুকার সদস্যরাও রয়েছেন। একই সময়ে ২ হাজার ১৯০ জনের নামের গেজেট বাতিল হয়েছে।

তালিকায় আছেন মেয়র, সংসদ সদস্য

গত বছরের ১১ এপ্রিল জামুকার সভায় বরিশাল সিটি করপোরেশনের বর্তমান মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়। সভার কার্যপত্রে বলা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টরে তিনি অংশ নিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে মিন্টো রোডের বাসায় ঘাতকেরা হত্যাকাণ্ড চালানোর পর ভাঙচুর ও জিনিসপত্র লুটপাট করে। এতে তাঁর মুক্তিযোদ্ধা সনদ হারিয়ে যায়।

গাইবান্ধা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন চৌধুরী বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়ে বলেন, তাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ২০২২ সালের ২ ডিসেম্বর শুনানি হয়। এতে তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণিত হন। কিন্তু ডিজিআই নম্বর না থাকায় ২৭ জানুয়ারি জামুকার সভায় তাঁর আবেদন উপস্থাপন করা হয়নি। ডিজিআই নম্বর হলো অনলাইনে বা সরাসরি জামুকার মহাপরিচালক বরাবর বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন। পরে ২৭ এপ্রিলের সভায় তাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এত দিন পর কেন গেজেটভুক্ত হলেন–এমন প্রশ্নের জবাবে মনোয়ার হোসেন বলেন, ‘দেরিতে হলে দোষের কী? আমি ভাতা নিতে যুদ্ধ করিনি।’

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিমকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির সুপারিশ করেছে জামুকা। তাঁর আবেদনটি গত বছরের ১৯ জুলাই জামুকার বৈঠকে ওঠে। এর আগে যাচাই-বাছাই ও সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও গেজেটভুক্ত না করায় তিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর কাছে একটি আবেদন করেন। মন্ত্রী বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় জামুকার বৈঠকে উপস্থাপন করা যায় বলে মত দেন।

ওই বৈঠকে তাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়। ওই বছরের ২৪ অক্টোবর জামুকার সভায় ইহসানুল করিমের আবেদনের বিষয়ে কিছু অসামঞ্জস্য তুলে ধরা হয়। এরপর গত ১৭ জানুয়ারি জামুকার বৈঠকে আবেদনের বিষয়টি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

যদিও পরে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে ইহসানুল করিমকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির সুপারিশ করে জামুকা। বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে ইহসানুল করিম এ নিয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি।

মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের সুপারিশ

গত বছরের ১৯ জুলাই জামুকার সভায় পটুয়াখালীর বাউফলের হেমায়েত উদ্দিনকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির সুপারিশ করেন জামুকার সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি শাজাহান খান। আবেদনের ওপর তিনি লিখেছেন, ‘আবেদনকারী মাদারীপুর জেলায় খলিল বাহিনীর ক্যাম্পে থেকে যুদ্ধ করেছেন।’

জানতে চাইলে শাজাহান খান বলেন, ‘হেমায়েত আমার পরিচিত, তাই সুপারিশ করেছি।’ একই বৈঠকে সাবেক মন্ত্রী ও দিনাজপুরের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার জহুরুল হক ও রফিকুল হকের নাম গেজেটভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। এ বিষয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধা বলেই হয়তো সুপারিশ করেছি। এখন ঠিক মনে পড়ছে না।’

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও চাঁদপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম কক্সবাজারের মহেশখালীর গাজী আবদুস সাত্তারকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়ন দিতে সুপারিশ করেন। গত বছরের ২৪ অক্টোবরের সভায় উত্থাপিত আবেদনে দেখা যায়, উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করেছে। পরে আবেদনটি আপিল কমিটির মাধ্যমে নিষপত্তি সিদ্ধান্ত হয়।

ঢাকা-১৬ আসনের সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্? বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার লুৎফুর রহমানকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত করতে সুপারিশ করেন। এতে তিনি লিখেছেন, লুৎফুর রহমান গেজেটভুক্ত না হওয়ায় সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

دوبيت
DUBAYT
Dubai
Property Show
BUY A PROPERTY IN DUBAI
+971521042068
LONDON
NOVOTEL HOTEL EXCEL
ROYAL VICTORIA DOCK, E16 1AA
8TH OF OCT | 9AM-7PM
BIRMINGHAM
PARK REGIS HOTEL
160 BROAD STREET B15 1DT
14TH-15TH OF OCT | 9AM-7PM
www.dubayt.com

নির্বাচনকে সামনে রেখে সক্রিয় হচ্ছে ইসলামী দলগুলো

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় নির্বাচনের বাকি মাত্র কয়েক মাস। এরইমধ্যে নানা ইস্যুতে মাঠে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলো। পিছিয়ে নেই ইসলামী দলগুলোও। অধিকাংশ দলের চাওয়া নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন। এ দাবিতে কর্মসূচিও পালন করছেন দলগুলোর নেতারা। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে আন্দোলনের প্রস্তুতিও রয়েছে তাদের। তফসিল ঘোষণার আগেই আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন নিশ্চিত করতে চান তারা। সে লক্ষ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রমে জোর দিচ্ছে কয়েকটি দল। ইসলামী দলগুলোর নেতারা বলছেন, আগামীর নির্বাচন হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য। সেখানে সবগুলো দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

দলীয় সরকারের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। এ জন্য নির্বাচনের আগেই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। একটি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করতে হবে। এ জন্য আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকারবিরোধী আন্দোলনে রয়েছে। ইতিমধ্যে ঢাকাসহ সারা দেশে বেশ কয়েকটি বড় কর্মসূচিও পালন করেছে। দলটির চাওয়া জামায়াতের আমীরসহ নেতাকর্মীদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠা। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনেকটাই কৌশলে এগোচ্ছে দলটি। দলটির শীর্ষ একাধিক নেতা বলেন, তফসিল ঘোষণার আগেই কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার পরিকল্পনা রয়েছে জামায়াতের। এর আগে সভা-সমাবেশের মধ্যদিয়ে সাংগঠনিক শক্তির সক্ষমতা যাচাই করছেন তারা। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে চূড়ান্ত আন্দোলনে নামবেন। দাবি নিশ্চিতে সরকার বিরোধী দলগুলোর সঙ্গেও ঐক্যের পরিকল্পনা রয়েছে দলটির। এদিকে সংসদ ভেঙে দিয়ে জাতীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে সারা দেশে কর্মসূচি পালন করছে ইসলামী

আন্দোলন বাংলাদেশ। টানা ২ মাস ধরে কর্মসূচি পালন করছে দলটি। আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় সমাবেশ করার কথা রয়েছে ইসলামী আন্দোলনের। ঢাকার এই সমাবেশ শেষে আরও কঠোর কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতারা।

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মাওলানা এম এ মতিন বলেন, আগামী নির্বাচন নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে জোর দিচ্ছি। তবে ২০১৪ সালের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমরা নির্বাচনে যাবো না। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টও আন্দোলন করছে। বিএনপি যেভাবে সরকারবিরোধী আন্দোলনে সেটাকেও সাপোর্ট করছি না, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডকেও সমর্থন করবো না। এই মুহূর্তে দরকার একটা অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। তার জন্য রাজনীতিক দলগুলোকে সংঘাতময় পরিস্থিতি পরিহার করতে হবে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে একসঙ্গে বসতে হবে। একটা সংলাপের প্রয়োজন। যাতে সবগুলো দল একসঙ্গে বসে একটা দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনী ফর্মুলা বের করা খুবই জরুরি।

বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মহাসচিব কাজী আবুল খায়ের বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। দলীয় সরকারের অধীনেও কোনো দিন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। বিগত কয়েকটি নির্বাচনের সেই নজির স্পষ্ট। আমরা ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করেছি। '১৮ সালের নির্বাচন থেকে বলে আসছি যে, এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না। তখন শেখ হাসিনা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি কথা রাখেননি। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ৬০টি সংসদীয় আসনে নির্বাচন করে। ভোটের মাঠে নেতাকর্মী ও এজেন্টদের মেরে বের করে দেয়া হয়। সুতরাং আমরা এবার নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ছাড়া আর কোনো নির্বাচনে যাবো না। আমরা সরকারবিরোধী আন্দোলনে রয়েছি। এককভাবে কর্মসূচি পালন করছি। আমাদের দাবি একটাই নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দিতে হবে। সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। আরও কঠোর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা।

ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ফয়জুল্লাহ বলেন, ইসলামী ঐক্যজোটের একটি নিজস্ব বলয় রয়েছে। এটি একটি নির্বাচনমুখী দল। আগামী নির্বাচন হবে, কীভাবে হবে এসব বিষয়গুলো আমাদের শূরা কমিটি পর্যবেক্ষণ করছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এই মুহূর্তে আমাদের কাজ সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা। তৃণমূল পর্যায়ে যে সাংগঠনিক পরিধি তা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা কাজ করছি। মূলত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক চাই। সেই রকম নির্বাচন হলে ইসলামী ঐক্যজোট অবশ্যই বিবেচনা করবে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য।

১১ বছরে একক ঠিকাদারের দরপত্রে ৬০ হাজার কোটি টাকার কার্যাদেশ

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : কেবল একজন ঠিকাদার অংশ নিয়েছিলেন, এমন দরপত্রের মাধ্যমে গত ১১ বছরে ৬০ হাজার ৬৯ কোটি টাকার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছিল। ই-জিপি ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব দরপত্রের প্রতিটিতে একজন ঠিকাদার অংশ নিয়েছিলেন এবং সেই ঠিকাদারই কাজ পেয়েছিলেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) মনে করছে, এ ধরনের চর্চায় দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ে।

গতকাল টিআইবি'র ধানমণ্ডিস্থ কার্যালয়ে 'বাংলাদেশে ই-সরকারি ক্রয়: প্রতিযোগিতামূলক চর্চার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২০২৩)' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত ৯৯ শতাংশের দরপত্র মূল্য ২৫ কোটি টাকার নিচে। অথাৎ বড় চুক্তিমূল্যের দরপত্র এখনো পুরোপুরি এ প্রক্রিয়ার আওতায় আসেনি। অন্যদিকে শীর্ষ ৫ শতাংশ ঠিকাদারের কাজের হিস্যা প্রতি বছরই বাড়ছে, গড়ে প্রায় ৩০ ভাগ কাজের নিয়ন্ত্রণই এসব ঠিকাদারের হাতে বলছে টিআইবি।

বাংলাদেশে অনলাইনভিত্তিক সরকারি ক্রয়কার্য (ই-জিপি) বাস্তবায়নের বয়স প্রায় এক যুগ হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারি ই-ক্রয়কার্যের ৯৬ ভাগের বেশি কেনাকাটা হয় দু'টি ক্রয় পদ্ধতিতে। এর একটি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি, অন্যটি সীমিত দরপত্র পদ্ধতি। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৫৩ ভাগ এবং ৪৩ ভাগ কেনাকাটা হয়েছে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে। ই-ক্রয়কার্যে সবার শীর্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ (মোট কার্যাদেশের ৪৪ শতাংশ এবং চুক্তি মূল্যের ৪১ শতাংশ)। ই-কেনাকাটার ৯৩ শতাংশ (মোট কার্যাদেশ) আর মূল্যের দিক থেকে ৯৭ শতাংশ মূলত ১০টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী ই-ক্রয় কার্যের ৭০ শতাংশ এখনও পাচ্ছেন স্থানীয় ঠিকাদাররা। মাত্র ৩০ শতাংশ কাজ পাচ্ছেন স্থানীয় নন এমন ঠিকাদার। দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ঠিকাদারের আধিপত্য ইঙ্গিত করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য যোগসাজশ এবং গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BANGLADESH AIRLINES BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS KUWAIT Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN
FAKHRUL ISLAM
SAYED HASAN
SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের

যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয় ভয় দেখান মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীর গায়ে আঘাত করলে পালটা আঘাত করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, কোনো অবস্থায়ই কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর কেরানীগঞ্জে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কারও কাছে মাথা নত করবে না। বিএনপি কীভাবে ঢাকা দখল করে, তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি আমারা। লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে আওয়ামী লীগ সারা দেশ দখল করবে। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা কেউ শোনে না জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মির্জা ফখরুল এখন ধমক দিয়ে নিষেধাজ্ঞার কথা বলেন। নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র আর নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখান মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞায় ভেনিজুয়েলার সরকারের পতন হয়নি। চেষ্টা করেও পালটা সরকার বসাতে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের নিষেধাজ্ঞায় সুদানের দুই জেনারেলের যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। আপনাদের নিষেধাজ্ঞায় সোমালিয়ায় প্রতি মিনিটে একজন মানুষ না খেয়ে মরছে, সেটা তো বন্ধ করতে পারেননি। ভেনিজুয়েলা, গ্যাবন, সুদান কেউ শোনেনি। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাও প্রথম সারির মোড়ল অনেক দেশ মানে না। আপনারা রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেননি।

সেতুমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ চলবে সংবিধান অনুযায়ী। এদেশ কোনো দেশের নিষেধাজ্ঞা মানে না। একাত্তরে আমাদের হারাতে পারেনি, আজও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে শেখ হাসিনাকে থামানো যাবে না। আমরা কারও নিষেধাজ্ঞা পরোয়া করি না। আমরা পরোয়া করি আমাদের সংবিধান। আমরা চলব আমাদের সংবিধান অনুযায়ী। আমরা কোনো দেশের নিষেধাজ্ঞা

মানি না।

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে বিএনপি নিজেরাই রাজনীতি করছে মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য যে কথা বলছে, তার চেয়ে বেশি রাজনীতি করেছে। বিএনপি খালেদা জিয়াকে নিয়ে রাজনীতি করতে চেয়েছে। সেটাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলেন, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব যতদিন আছে, ততদিন আমরা লড়ে যাব। এই বীরের দেশে বীর জনতা কারও কাছে মাথা নত করবে না।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বারবার আসতে পারব না, ভোটের জন্য তৈরি হয়ে যান। ভোট জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। বারবার আসব না, আপনারাই শেখ হাসিনার হয়ে জনগণের কাছে যাবেন। নৌকার হয়ে শেখ হাসিনার জন্য ভোট চাইবেন। শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলবেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশের মানুষ বিএনপিকে ক্ষমা করবে না। মির্জা আব্বাস ঝিনাইদহের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছেন আজ নাকি চাঁদরাত, চাঁদরাতের আনন্দ। কিছু লোকজন দেখে মির্জা আব্বাস আপ্লুত হয়ে চাঁদরাতের স্বপ্ন দেখছেন। ক্ষমতার ময়ূরসিংহাসন মনে মনে দেখছেন। মির্জা আব্বাস সাহেব যত চাঁদরাত দেখুন, আপনাদের এই স্বপ্ন, রঙিন বেলুনের মতো অচিরেই চুপসে যাবে। ক্ষমতার মুখ আপনারা দেখবেন না।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজীর আহমদ। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুণ। সমাবেশে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদসহ স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন।

MORTGAGE SERVICE
আমরা সব ধরনের মর্গেজ করে থাকি

- আপনি কি বেনিফিটে ?
- আপনার কি ইনকাম কম ?
- বাড়ী কিনতে পারেছেন না ?
- আপনি কি কাউন্সিলের বাড়ি কিনতে চান ?

কোন সমস্যা নাই
১০০% গ্যারান্টি সহকারে মর্গেজ করে থাকি

- First Time Buyer
- Council Right to Buy
- Auction Finance
- Self Employed Mortgages
- Help with Income Issues Mortgages

যোগাযোগ:
Reza Islam
07493 185 115
Unit - 222a, 2nd Floor, Bow Business Centre
153-159 Bow Road, London E3 2SE

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

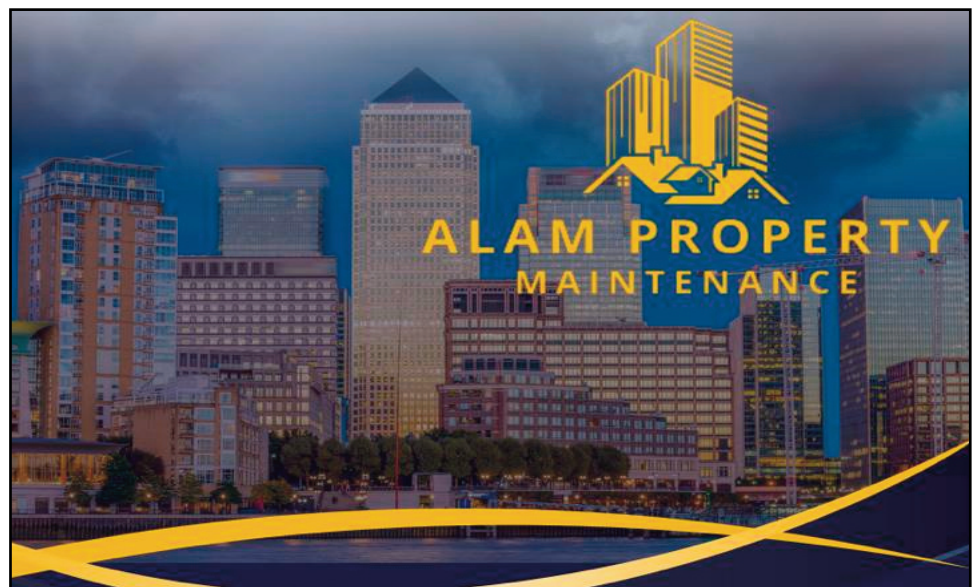

- Plumbing, Heating & Gas Services
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing, Guttering & Locksmith
- Garden Paving, Fencing & Flooring
- Architectural Design & Planning
- Electrical & Lighting Solutions
- Loft, Extension & Carpentry
- Painting & Decorating
- Lock Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Leak & Blockage Repairs
- Gas & Electric Certificates

Your 24/7 Home Solution

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

Elevate your home today!

alampropertymaintenance.com
07957148101

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

ডিসি-ইউএনওদের নতুন গাড়ি
নির্বাচনের আগে কেন এই উপঢৌকন

বৈদেশিক মুদ্রার মজুত যখন উদ্বেগজনক হারে কমে আসছে, বাজারে ডলার-সংকট তীব্র, তখন নির্বাচন সামনে রেখে ডিসি-ইউএনওদের জন্য নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

২১ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, ডিসি ও ইউএনওদের জন্য ২৬১টি নতুন গাড়ি কিনতে ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি প্রস্তাবে গত ২৭ আগস্ট অনুমোদন দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। ৬৪ জেলার মধ্যে ৬১ জেলার ডিসিরা পাবেন নতুন গাড়ি। আর ইউএনওদের জন্য কেনা হচ্ছে ২০০টি গাড়ি। শর্ত শিথিল করে তাঁদের ২৭০০ সিসির (ইঞ্জিনক্ষমতা) গাড়ি দেওয়া হচ্ছে, যা গ্রেড-১ ও ২ (সচিব ও অতিরিক্ত সচিব) পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রাধিকার।

যেখানে ডলার-সংকটের কারণে চিকিৎসা সরঞ্জামসহ অনেক অতি আবশ্যকীয় পণ্য আমদানি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভর্তুকি কমাতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের দাম দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে, সেখানে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে নতুন গাড়ি কেনার কী যুক্তি থাকতে পারে?

কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সরকারি দপ্তরে সব ধরনের যানবাহন কেনা বন্ধ থাকবে বলে গত জুলাইয়ে পরিপত্র জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয়। পরিপত্রে বলা হয়েছিল, ১০ বছরের পুরোনো গাড়ি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে। গাড়ি কেনা বন্ধের কথা জানিয়ে ২০২০ সালের জুলাইয়ে এবং ২০২২ সালের জুলাইয়ে দুটি পরিপত্র জারি করেছিল অর্থ বিভাগ। এখন তারাই সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল।

যেখানে বাজেটে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গাড়ি কেনাকাটায় ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ৩৮০ কোটি টাকা খরচ করার অনুমোদন দিল অর্থ বিভাগ। তাহলে বাজেট প্রণয়নের দরকারটা কী। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচন সামনে রেখে সরকার এসব দামি গাড়ি ডিসি-ইউএনওদের উপঢৌকন হিসেবে দিতে দিল বলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন। গত মাসে প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগে পাঠানোর সময়ই আমরা আপত্তি জানিয়েছিলাম। বাস্তবতা হলো, সরকারের নীতিনির্ধারকেরা যেটি চান না, তা যতই অত্যাবশ্যকীয় হোক, সময়মতো কার্যকর হয় না। আর তাঁরা যেটি চান, আবশ্যকীয় না হওয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যসংখ্যা এবং ভারত ও পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সংখ্যা মিলিয়ে দেখলেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সরকারের দাবি, বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে হাঁটছে। অথচ এক বেলা বৃষ্টি হলে দেড় কোটি মানুষের ঢাকা শহরের জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। পানিনিষ্কাশনের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। একদিকে টাকার সংকটের কারণে সরকার কয়েকটি খাতে ভর্তুকির অর্থ যথাসময়ে দিতে পারছে না, জ্বালানি খাতে ভর্তুকি তুলে দেওয়া হয়েছে, সার, বিদ্যুৎ ও পানির দাম দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি কেবল স্ববিরোধী নয়, আত্মঘাতীও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান যথার্থই বলেছেন, 'এখন ডলার-সংকট চলছে। এই সময়ে গাড়ি কেনা অগ্রাধিকারে থাকা উচিত নয়।' যে কাজটি করা উচিত নয়, সেটাই সরকার করে থাকে। আর যেটি করা উচিত, সেটা করে না। সরকার যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে ডিসি-ইউএনওদের জন্য যে গাড়ি কিনছে, সেই অর্থ তো আকাশ থেকে আসবে না, মাটি থেকেও গজাবে না। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থেই এর জোগান দিতে হবে।

এমন ডিসি ও ওসি দিয়ে কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

প্রতি পাঁচ বছর পর নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলেই মাঠের রাজনীতি গরম হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের দাবিদাওয়া তুলতে থাকে রাজনৈতিক দলগুলো। বিশেষ করে বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের দিক থেকেই চাপটা আসে বেশি। এই দুটি দলের আন্দোলনের কারণেই ১৯৯১ সালে সুষ্ঠু ভোট পেয়েছিল দেশ। আর বহুদলীয় গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কেন নির্বাচন কমিশনের মুখ্য ও শক্তিশালী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন, তা নিয়ে তখনো মানুষের মধ্যে কোনো আলোচনা ছিল না।

সত্যি বলতে ১৯৭৩ সালে প্রথম নির্বাচন থেকে ১৯৯১ সালের পঞ্চম নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন মানুষের চোখের আড়ালেই থেকেছে। ওই সময় পর্যন্ত কমিশন নিয়ে তেমন কোনো তর্কবিতর্ক ছিল না। ১৯৯১ সালে সুষ্ঠু ভোটের পর নির্বাচন কমিশন প্রথমবারের মতো আলোচনা-সমালোচনার মুখে পড়ে ১৯৯৪ সালের ২৪ মার্চে মাগুরা-২ আসনের বিতর্কিত উপনির্বাচনের কারণে। কমিশনের নিষ্ক্রিয়তায় নির্বাচনের নামে প্রহসন দেখেছিল মানুষ। এই আস্থাহীনতা জারি থাকে পরবর্তী বেশ কিছু বছর। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এ দেশের রাজনীতিতে কেবল সংকটেরই সৃষ্টি করেছে। এর জের আমাদের এখনো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

মাগুরায় সরকারি দলের হামবড়া ভাবের কাছে নির্বাচন কমিশনের অসহায় আত্মসমর্পণ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির জন্ম দেয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরের তিনটি নির্বাচন অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলেও নানা রাজনৈতিক বিতর্কের মুখে ওই ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। দেশ আবারও দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে ফিরে যায়। এই ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যরা পরবর্তী সংসদ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকেন। এরপর দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দুটি নির্বাচনই দেশে ও বিদেশে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। প্রশ্ন ওঠে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন আসলে কতটা কর্মক্ষম।

নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিতর্ক ও আস্থাহীনতা ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে জরুরি অবস্থার অন্যতম অনুঘটক। পরের বছর অধিকতর গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের পর কমিশনের ওপর মানুষের আস্থা ফিরে আসে। সেই আস্থা তলানিতে ঠেকে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে। নির্বাচন কমিশন নিয়ে অব্যাহত রাজনৈতিক মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বের কারণে যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে, তা থেকে কমিশন কিছুতেই বের হতে পারছে না।

নির্বাচন সামনে রেখে কমিশন কী ভূমিকা রাখে, তা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে এখন। যদিও বর্তমান নির্বাচন কমিশন আগামী নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার আশাবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে। তারা সবার সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনার পথ খোলা রেখেছে। প্রথম দিকের বেশ কিছু সংলাপের পরও মনে হচ্ছে যে কমিশন আলোচনা অব্যাহত রাখতে চায়। তবে আলোচনা থেকে যা বেরিয়ে আসছে, তার কতটা নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করবে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। কমিশন এসব সুপারিশের প্রেক্ষাপটে কীভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়, তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর কমিশন 'আগামী নির্বাচনে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা' শিরোনামে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। ওই কর্মশালায় আমি ছাড়া আটজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন। আর ছিলেন একজন বাদে পূর্ণ কমিশন ও কমিশনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। ওই দিনের আলোচনায় প্রায় সবাই কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যার জায়গাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সবার কথায় এটা পরিষ্কার যে সরকারের একটি গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আশ্বাস সংসদের বাইরে থাকা বিরোধী দলের নির্বাচনে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি। এটা এক বড় উদ্বেগের বিষয়। কারণ, দলটির কমপক্ষে ৩৭-৪০ শতাংশ ভোট রয়েছে এবং তারা তিনবার সরকার গঠন করেছে। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটা বড় অংশ রাজনৈতিক চক্করের মধ্যে পড়ে গেছেন। এসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর দলীয় সরকার এবং দলের প্রতি গভীর আনুগত্য রয়েছে। তাঁরা ভুলে যান বা প্রায় মনে রাখেন না যে তাঁরা কোনো দল বা সরকারের সমর্থক হতে পারেন না, তাঁরা রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। কাজেই কোনো দলীয় সরকারের সমর্থকদের মতো রাজনৈতিক বক্তব্য তাঁরা দিতে পারেন না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আরেকটা প্রশ্ন ওঠে। কমিশন আইনগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে আনতে পারে না। কিন্তু সততার সঙ্গে তারা কী কোনো একটা ভূমিকা রাখতে পারে না? নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমি নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জগুলো কী এবং কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে কিছু সুপারিশ করেছি। আমার মতে,

> নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটা বড় অংশ রাজনৈতিক চক্করের মধ্যে পড়ে গেছেন। এসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর দলীয় সরকার এবং দলের প্রতি গভীর আনুগত্য রয়েছে।

নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ও জটিল চ্যালেঞ্জ হলো মাঠপর্যায়ে সরকারি জনবল নিয়োগ এবং তাদের দিয়ে একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটা বড় অংশ রাজনৈতিক চক্করের মধ্যে পড়ে গেছেন। এসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর দলীয় সরকার এবং দলের প্রতি গভীর আনুগত্য রয়েছে। তাঁরা ভুলে যান বা প্রায় মনে রাখেন না যে তাঁরা কোনো দল বা সরকারের সমর্থক হতে পারেন না, তাঁরা রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। কাজেই কোনো দলীয় সরকারের সমর্থকদের মতো রাজনৈতিক বক্তব্য তাঁরা দিতে পারেন না। এমন বক্তব্য সরকারি বিধিবিধান পরিপন্থী, বিশেষ করে নির্বাচন সামনে রেখে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ প্রবণতা প্রায়ই দেখছি আমরা। ইদানীং প্রশাসন ও পুলিশের অনেক কর্মকর্তাই রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন। যার হালের উদাহরণ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার ডেপুটি কমিশনারের (ডিসি) বক্তব্য। এ ধরনের কর্মকর্তাদের ওপরই নির্ভর করবে ওই জেলার গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন। নির্বাচন সামনে রেখে তিনি যেভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে শুধু নির্বাচন কমিশনই নয়, সরকারও বিব্রত হয়েছে। হয়তো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবাই একরকম নন। তবে কয়েক মাস আগে নির্বাচন কমিশনের ডাকা এক সভায় কয়েকজন জেলা প্রশাসকের আচরণ ছিল অগ্রহণযোগ্য।

সাধারণত এ পর্যন্ত সব নির্বাচনেই ডিসিরাই রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে আসছেন। নির্বাচন কমিশন যদি ভিন্ন কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তবে আগামী নির্বাচনেও হয়তো এঁদের দায়িত্বেই মাঠপর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কমিশন চাইলে এক জেলায় আইনানুগভাবে একাধিক রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারে, তেমনি তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়ার অধিকারও নির্বাচন কমিশনের রয়েছে।

আমার সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম সুপারিশ ছিল মাঠপর্যায়ে যেন নির্বাচন কমিশনের সুদৃঢ় কর্তৃত্ব বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করা। এর সঙ্গে আরও কিছু সুপারিশ ছিল, যার সব কটিই কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত এবং আইনানুগ। আমার সুপারিশের সঙ্গে উপস্থিত অন্য বক্তারা দ্বিমত করেননি। তবে মাঠপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের কেউ কেউ যে আগামী নির্বাচন ঘিরে বিভিন্নমুখী বক্তব্য দিচ্ছেন, বক্তারা তার নিন্দা করেন। একই সঙ্গে বক্তারা নির্বাচন কমিশনকে তাদের আইনানুগ ও নৈতিক ক্ষমতার কথা যথাযথ মন্ত্রণালয়ে অবহিত করার পরামর্শ দেন।

ওই দিনের আলোচনা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কমিশন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকতে চিঠি দিয়েছে। নিশ্চয়ই এ পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের জন্য সহায়ক হবে। ইতিমধ্যেই সরকার কমিশনের বিধি আমলে নিয়ে একজন কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করেছে।

বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ অবশ্যই রয়েছে। অতীতে আর কোনো কমিশনকে এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়নি। এরপরও আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই যে অতীতের ভুলত্রুটি শুধরে কমিশন তার দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করবে। এমন প্রত্যাশা প্রধান নির্বাচন কমিশনারেরও।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন : নির্বাচন বিশ্লেষক, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং এসআইপিজির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এনএসইউ)

লন্ডনে এনআরবিস রোল ইন বাংলাদেশী পলিটিক্স শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনে 'এনআরবি'স রোল ইন বাংলাদেশী পলিটিক্স' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক সিলেট-৩ নির্বাচনী আসনের সম্ভাব্য এমপি পদপ্রার্থী, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ মনির হোসাইন বলেছেন, যার জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সেই মহান পুরুষ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি। স্বরণ করছি যুক্তরাজ্য থেকে যে সকল প্রবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, সেই দেশপ্রেমিকদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং যারা মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করণের পেছনে মূল চালিকাই হল বৈদেশিক মুদ্রা। বাংলাদেশের প্রবাসীরা তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির সব টুকু সঞ্চয় পাঠিয়েদেন জন্মভূমিতে। আর সেই অর্থেই গড়ে উঠে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ দেশের প্রবাসীদের অর্থে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ জয়ের অর্থনৈতিক সাহস পেয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যুক্তরাজ্য (লন্ডন) সফর করে তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে গেছেন।

সাবেক এই ভিপি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু অকুণ্ঠ চিত্তে সব সময় প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসীদের প্রতি এতটাই কৃতজ্ঞ যে তিনি দলের সেক্রেটারী বানিয়েছিলেন একজন প্রজ্ঞা, যোগ্য সৎ ও মেধাবী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে। মনির হোসাইন বলেন, গ্লোবাল রাজনীতিতে বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক সম্ভাবনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ।আর সে কারণে আমাদের দেশের রাজনীতিতে প্রবাসের রাজনীতি,অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন, ব্যবসা, সামাজিক কার্যক্রমে যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের অংশগ্রহন

এতটা জরুরী। আন্তর্জাতিক পরিম-লে যে কোনো ইস্যুতে কাজ করার মতো ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজকে একজন শেখ হাসিনা শক্তভাবে দেশের হাল ধরেছেন কিন্তু পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় তাকে কতটুকু কঠিন অবস্থায় যেতে হচ্ছে সেটাও আপনারা দেখছেন।

সাবেক ছাত্রনেতা মনির হোসাইন বলেন, এ দেশের রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্রের পলিসি ম্যাকিংয়ে কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের মেধাকে কাজে লাগান লোভ,লালসা এবং সকল প্রকার মোহের উর্ধ্বে উঠে।আমরা যারা দেশে রাজনীতি করেছি তারা জনগণের হৃদয়ের চাওয়া বুঝি।তারা কি চান আমরা সেটা বুঝেই তাদের সাথে কাজ করেছি। প্রবাসেও শিক্ষা গ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি রাজনীতির নৈতিকতার যে পাঠটি রয়েছে সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি দেশের ছাত্র সমাজের মনের চাওয়া, গণরাজনীতিতে জনগণের চাওয়া এবং খেটে খাওয়া মানুষগুলো কি চায় সেটা বুঝার সুযোগ পেয়েছি।এখন জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ পেলে আমি আমার এলাকার পরিবেশ পরিবর্তন ভূমিকা রাখতে পারবো । মনির হোসাইন বলেন, রাজনীতি কোনো পেশী শক্তির কাজ নয়। রাজনীতি গণমানুষের অধিকারকে অধিকারকে মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধু সেই কাজটি করেছেন। কারো রক্ত চক্ষুকে ভয় করেননি। জনগণের ইচ্ছেকে সব কিছুর উর্ধ্বে মূল্যায়ন করেছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক সিনিয়র সাংবাদিক লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী। সাংবাদিক মিসবাহ জামাল ও আহাদ চৌধুরী বাবুর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফ্রেন্ডস অব কনজারভেটিভ এর চেয়ারপার্সন মুকিম আহমে, সাবেক স্পীকার আব্দুল মুকিত ওবিই, কাউন্সিলার ইকবাল হোসাইন, কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাহাস পাশা, প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সুরেন্সের ডাইরেক্টর জাকারিয়া আহমদ, যুক্তরাজ্য জাতীয় চার নেতা পরিষদের সভাপতি এডভোকেট ফারুক আহমদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক আলীমুজ্জামান, লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, বালাগঞ্জ-ওসমানী নগর উপজেলা সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মাসুদ আহমদ, মনির হোসাইনের সহধর্মীনি শাকিলা চৌধুরী, মো: সামির হোসাইন, সর্ব ইউরোপিয়ান বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ইমরান হোসেন চৌধুরী, আব্দুল করিম পীর হাবীব পরিষদ, আব্দুল কাদির, খালেদ চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ তুফা, মাহফুজ মনির, তানিয়া তুফা, রেদওয়ান খান, নাসরিন চৌধুরীসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক।

মতবিনিময় সভায় সাবেক ভিপি ও আওয়ামীলীগ নেতা মুহাম্মদ মনির হোসাইন আরো বলেন, অনেকেই বলেন রাজনীতিতে সুশিক্ষিত মানুষ আস্তে চান না বলেই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, একশ্রেণীর সমাজ শত্রু মুখোশ পালটে রাজনীতির অন্দর মহলে প্রবেশ করে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তে তাদের নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করছে, টেন্ডারবাজি করছে। জনগণের সেবকের পরিবর্তে শোষকের পরিণত হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের অন্তরকে বুঝেন এবং সেটার মূল্যয়ন করেন।

তিনি বলেন, মরহুম হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী বিদেশে পড়াশুনা করেছেন, কূটনৈতিক হিসেবে দাপটের সাথে দেশের জন্য কাজ করেছেন, সেই মানুষকে শেখ হাসিনা মূল্যায়ন করেছেন। আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মতো খ্যাতিমান মানুষকে সম্মান দিয়েছেন। সৈয়দ আশরাফ সাহেবের মতো মানুষকে সম্মান দিয়েছেন। কারণ শেখ হাসিনা জানেন প্রবাসের অভিজ্ঞতার সাথে দেশপ্রেমের চেতনার ধারকদের মূল্যয়ন করলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ হাসিনার স্বপ্ন কখনো বৃথা যাবে না।

তিনি কেন সিলেট-৩ আসনে নির্বাচন করতে চান উল্লেখ করে বলেন, আমি মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও সিলেট ল'কলেজের নির্বাচিত ভিপি ছিলাম। ছাত্র রাজনীতি করার কারণে বাবা-মা, ভাই বোনের সাথে ব্রিটেন আসিনি।দেশে কঠিন সময়ে ছাত্র সমাজের পাশে থেকেছি।ছাত্র নেতা থাকাকালীন এলাকার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ব্রিটেনে উচ্চ শিক্ষা, কাজের পাশাপাশি দেশের স্বার্থে পলিসি পর্যায়ে কাজ করেছি।পদ্মা সেতু নিয়ে প্রোপাগান্ডা চালানোর সময় এই ব্রিটেনে এর সম্ভাব্যতা ও অর্থনৈতিক বিপ্লব কি হতে পারে সেটাকে তুলে সেমিনার করেছি এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে এর পেপারওয়ার্ক পাঠিয়েছি। আর এসবের মূল কারণই ছিল আমার দেশের উন্নতিকে তুলে ধরা। একজন বড় মাপের রাজনীতিবিদ, স্মার্ট প্রধানমন্ত্রী যেখানে আছেন সেখানে আমার মতি সত্যিকারের তৃণমূলের একজন রাজনৈতিক কর্মী মূল্যায়ন পাবে বলে আমার আস্থা রয়েছে। সভায় বক্তারা দেশে-বিদেশে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মনির হোসাইনের মতো যোগ্য প্রার্থীকে মূল্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

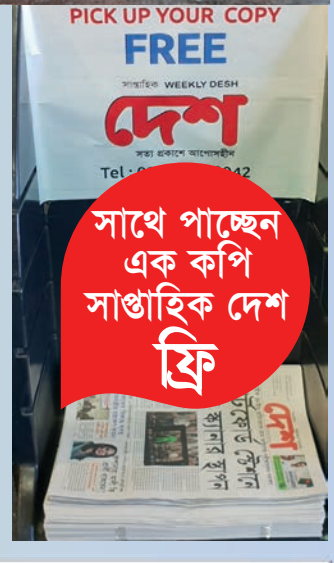

17 ZAMAN BROTHERS 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যুক্তরাজ্যে রাইটস অব দ্যা পিপলের গভীর উদ্বেগ

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন রাইটস অব দ্যা পিপলের উদ্যোগে গত সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা ও মুক্তি এবং জামায়াতের আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান সহ রাজনৈতিক নেতাকর্মীর মুক্তি ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় সংগঠনটি বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

সংগঠনের সভাপতি আসাদুজ্জামান সাফির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিক। তিনি দেশের গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের, মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজ যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে তার দলের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা সৈয়দ জুলকারনাইন জুম্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপি সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি নূরুল ইসলাম মাসুদ,সহ সভাপতি ইমরান আহমদ, সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ আলামিন, সহ সাধারণ সম্পাদক রোহান তারিক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান খান, প্রচার সম্পাদক মিলাদুর রহমান লিটন, অর্থ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান ভূঁইয়া, সহ-দপ্তর সম্পাদক মোঃ সোয়েব ইসলাম, মানবাধিকার কর্মী ইকবাল হুসাইন।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জুবায়ের আহমেদ সিদ্দিকী সুইট, সোহেল আহমেদ, মোঃ জুমেল হোসাইন, মারুফ উদ্দিন, আশরাফ চৌধুরী শুভ, মোঃ বিপ্লব মাহমুদ, আব্দুর রহমান, মাহবুব আলম তারেক, মামুনুর রশিদ, হামিদ মিয়া, মোঃ তাজুল ইসলাম, ফরহাদ আহমদ এমন, ফাহমিদ আহমদ, দিলোয়ার করিম সাজু, মোঃ সালাহ উদ্দিন গাজী, মোহাম্মদ আলী, হামীম আক্তার আলো, জুবায়ের আহমদ, তোফায়েল আহমদ, মোঃ আব্দুল জলিল, জুবায়েদ আহমদ, জাওয়াদুল হাসনাত, আনিসুর রহমান, রিজভী উদ্দিন আহমেদ, মোঃ জাহেদুল ইসলাম, সঞ্জয় মল্লিক, মোঃ সমশির উদ্দিন, ইমরান আহমদ, সালমান মনসুর, জুয়েল, মোঃ ইরফানুল হক রাব্বি, মোঃ আশিক সরকার, তানভীর উর রশিদ, মুকিবুর রহমান নিলয়, শাহ আলম, ফরহাদ হোসাইন, নাসির আহমেদ, সানি, এহসান রহমান, জেবরুল আমিন, আদনান চৌধুরী, মোঃ শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাউন্ডটেকের ষষ্ঠ গোল্ডকাপে ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

বৃটেনের জনপ্রিয় ও প্রাচীন ক্যারম ক্লাব সাউন্ডটেক ক্যারম ক্লাব ইউকে আয়োজিত ষষ্ঠ ক্যারম গোলডকাপে ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায় ক্লাবের নিজস্ব ভবনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়।

এতে সাউন্ডেক ক্যারম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহমান খান সুজার পরিচালনায় ও অন্যতম উদ্যোক্তা মোঃ সোনাহর আলী রিংকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন ব্যুরো অব টাওয়ার হ্যামলেট'স কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলর জাহেদ বক্ত চৌধুরী।

প্রধান বক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন লন্ডন এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে চেয়ারম্যান সাংবাদিক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিল এর সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর শাফি আহমেদ, পোপলার ক্যারম একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুমন আহমদ, ক্যারম জগতে বারবার চ্যাম্পিয়ন মাজহারুল ইসলাম মুন্না প্রমুখ। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন রাশেদ আলী তালুকদার।

বিশাল ক্যারম প্রেমি দর্শকের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত ফাইনাল খেলায় ফারুক ও রাসু কে ২-০ গেইমে পরাজিত করে লিটন ও দিপু জুটি ষষ্ঠ আসরের গোলডকাপ বিজয়ী হন। খেলায় অংশ গ্রহণকারি সকল প্লেয়ার ও বিজয়ীদেরঅভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানানো হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে

প্রতি বছর এত বড় ক্যারম টুর্নামেন্ট আয়োজন করে যাচ্ছেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান খান সুজা। তিনি স্টেন্ডিং ক্যারামকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী এমন কোন খেলোয়াড় নেই যে এই সাউন্ডটেক এ খেলেননি। উক্ত গোলডকাপে প্রথম থেকে চতুর্থস্থান পর্যন্ত নগদ অর্থ ও সেরা ট্রফি প্রদান করা হয়। যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। আর যারা আজকের এই খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তাদের এক বছরের জন্য হোলডিং ট্রফি ২১ কারেন গোলড। যার বাজার মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকার উপরে।

সাউন্ডটেক ক্যারম ক্লাব ইউকে নতুন কার্যকরী কমিটি ও সকল অতিথিরা ক্লাবের কর্ণদার আব্দুর রহমান খান সুজার প্রসংশা করেন ও তাকে ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি
হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)
1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

দারুল ইফতাহ ফতোয়া বোর্ড ইউকে
কমিউনিটির সেবায় ২৬ বছর
আমাদের সেবা সমুহ
- তালাক, খোলা ও বিবাহ বিচ্ছেদ সার্টিফিকেট
- মুসলিম ম্যারেজ ব্যুরো
- মুসলিম ম্যারেজ সার্টিফিকেট
- শাহাদাহ গ্রহণের সার্টিফিকেট
- সকল প্রকার এটাস্টেশন সার্ভিস

যোগাযোগ :
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
(ইমাম, মুসলিম মিনস্টার অব রিলিজিয়ন ও চ্যাপলেন)
Mob: 07951 225 409
(Appointment only: 6pm-9pm)

উৎসবমুখর পরিবেশে গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

বুধবারীবাজার ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন, পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়ন রানার্সআপ

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টে ইউকের উদ্যোগে চতুর্থবারের মতো গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্ব লন্ডনের মাইল অ্যান্ড স্টেডিয়ামে এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ ম্যাচে পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বুধবারীবাজার ইউনিয়ন। এ খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল বাছির। তৃতীয়স্থান নির্ধারনী খেলায় গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়নকে হারিয়ে তৃতীয়স্থান অর্জন করে ভাদেশ্বর ইউনিয়ন। এ খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মো হাবিবুর রহমান।

টুর্নামেন্টে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। টুর্নামেন্টে গোলাপগঞ্জের ১১টি ইউনিয়ন এবং পৌরসভাসহ ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। সকাল ১১টার দিকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান। উদ্বোধনী ম্যাচে ভাদেশ্বর ইউনিয়ন বনাম লক্ষীপাশা ইউনিয়ন টিম অংশগ্রহণ করে।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কমিউনিটিতে এরকম টুর্নামেন্টের জন্য আয়োজকদের প্রশংসা করে এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা এগুলোর মধ্যে দিয়ে মানুষের যেমন মেধা বিকশিত হয়, ঠিক তেমনি আত্মবিশ্বাস বাড়ে। দেশের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে, দায়িত্ববোধ বাড়ে, কর্তব্যবোধ বাড়ে।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহানের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু ও জয়েন সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিনের পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ। তিনি

সুষ্ঠু এবং সফল ভাবে টুর্নামেন্ট পরিচালনা এবং সমাপ্ত করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, প্রবীণ মুরব্বী আতাউর রহমান আঙুর মিয়া, ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদ হোসেন টিপু, টুর্নামেন্টের রেফারি এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির, সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি মাসুক আহমদ ও মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এবং মকলু মিয়া, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকে'র সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আলম, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, টুর্নামেন্টের রেফারি হাবিবুর রহমান, মো কামরুজ জামান, রোমান আহমদ চৌধুরী এবং অলি আহমদ, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের ইসি এবং বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া, আতিকুর রহমান শাফার, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এবং সালেহ আহমদ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মো হাবিবুর রহমান, ইয়ুথ সেক্রেটারি অলি আহমদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কালচারাল সেক্রেটারি মুফিজুর রহমান চৌধুরী, এডুকেশন সেক্রেটারি আব্দুল বাছিত, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, ইসি মেম্বার মুহিবুল হক, বোর্ড মেম্বার সুহেল আহমদ চৌধুরী, মোস্তাক আহমদ হেলাল, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শামীম আহমদ, আমির হোসেন, সুহেল আহমদ, মো মুকিতুর রহমান মুকিত প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন টিম বুধবারীবাজার ইউনিয়নের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ সুলতান হায়দার জসিম এবং এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নজরুল ইসলাম। রানার্সআপ পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুহেল আহমদ চৌধুরী এবং এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দেলওয়ার হোসেন। তৃতীয়স্থান অধিকারী দল ভাদেশ্বর ইউনিয়ন ম্যানেজার ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান আহমদ এবং এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য হলেন, ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান, ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং সালেহ আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু, ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম, স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান এবং ইয়ুথ সেক্রেটারি অলি আহমদ।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ১২ টিমের ম্যানেজার এবং এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, গোলাপগঞ্জ পৌরসভার মোহাম্মদ শামীম আহমদ এবং মোহাম্মদ সাজন, বাঘা ইউনিয়নের ইসা জাকির এবং ফরহাদ আহমদ, গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের মুফিজুর রহমান চৌধুরী একলিল এবং মামুনুর রশীদ মাছুম, ফুলবাড়ী ইউনিয়নের মো সামাদ চৌধুরী এবং মুরাদ চৌধুরী, লক্ষিপাশা ইউনিয়ন আব্দুল বাছিত এবং তাজ মাহমুদ, বুধবারীবাজার ইউনিয়নের মোহাম্মদ সুলতান হায়দার জসিম এবং নজরুল ইসলাম, ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের মোহাম্মদ শামীম আহমদ এবং মো: মুকিতুর রহমান মুকিত, লক্ষনাবন্দ ইউনিয়নের মো মোস্তাক আহমদ হেলাল এবং আবুল কালাম আজাদ, ভাদেশ্বর ইউনিয়নের মোহাম্মদ সুলতান আহমদ এবং মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নের সুহেল আহমদ চৌধুরী এবং দেলোয়ার হোসেন, বাদেপাশা ইউনিয়নের মো হাবিবুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন আহমদ এবং শরিফগঞ্জ ইউনিয়নের মুহিবুল হক ও মো নাছির উদ্দিন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এর স্পন্সর ছিল বার্কলেস ব্যাংক এবং মনজিল এন্ড কোম্পানি। কো-স্পন্সর গ্লোব মটরস, ভেন্টেজ এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সানরাইজ, পেটেপ, রহিমস ক্যাশ এন্ড ক্যারি, ইউরো মটরস, প্রোটো মটরস, ড্রিমস ব্যাংকুইটিং, মেরিগোলড সার্ভিস এবং স্পাইস হাট। এসময় টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন পেটেপ এর সাহেদ উদ্দিন এবং তফাজ্জুল হোসেন। অনুষ্ঠানে সকল স্পন্সরকে ক্রেস্ট দেয়া হয়।

টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন বুধবারীবাজার ইউনিয়ন, রানার্সআপ পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়ন এবং তৃতীয়স্থান অধিকারী ভাদেশ্বর ইউনিয়ন এবং ফাইনাল খেলায় সর্বোচ্চ গোলদাতা সাহিল আহমদ এবং বেস্ট গোলকিপার আমিনুর রহমানকে ট্রফি দেয়া হয়। এছাড়াও খেলায় অংশগ্রহণকারী সকল টিমের খেলোয়াড়, ম্যানেজার, রেফারিকে মেডেল দেয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
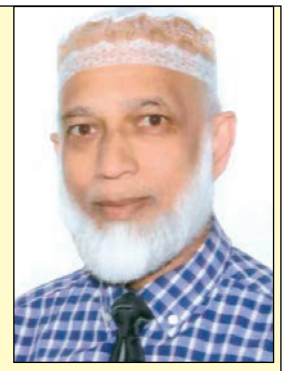
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের শ্বশুর হাজী রইচ আলীর মৃত্যুতে বিএনপির গভীর শোক

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের শ্বশুর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও

প্রবীণ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব হাজী মোঃ রইচ আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

এক শোকবার্তায় কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ বলেন, হাজী মোঃ রইচ আলীর মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি সকলের কাছে একজন সৎ, সজ্জন, ধার্মিক ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। একজন আদর্শবান পিতা হিসাবে তিনি মেধা ও শ্রম দিয়ে তার সন্তানদের সুশিক্ষিত ও সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজেকে সর্বদা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছিলেন যা এলাকাবাসী চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।

শোকবার্তায় কয়ছর এম আহমেদ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য বিএনপির মিলাদ ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেইন জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করে জিয়া পরিবারের জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়ার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা সহ বিশ্বের মুসলিম উম্মার জন্য শান্তি কামনা করা হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমামবৃন্দ।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক সম্পাদক এম এ কাইয়ুম, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও মালয়েশ্যা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব,

আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, তাজুল ইসলাম, শেখ শামসুদ্দিন শামিম, আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, সাবেক সহসভাপতি আক্তার হোসেন, হাজী আঙ্গুর মিয়া, উপদেষ্টা ফিরোজ চৌধুরী, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, গুলজার আহমেদ, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ড. মুজিবুর রহমান, হাসনাত কবির রিপন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক এমদাদ হোসেন টিপু, সহসাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আহমেদ, বাবুল চৌধুরী, আব্দুল বাসিত বাদশা, সালেহ আহমেদ জিলান, এডভোকেট খলিলুর রহমান, সহ দপ্তর সেলিম আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ, মোশাহিদ আলী তালুকদার, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম লিটন, নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সভাপতি হাজী সেলিম, নিউহাম বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, কেন্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম রুলু, কেন্দ্রীয় জাসাসের সাবেক সহসভাপতি এম এ সালাম, জাসাস ইউরোপের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সদস্য ও যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান, কেন্দ্রীয় যুবদলের সদস্য বাবর চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সদস্য এ জে লিমন, যুক্তরাজ্য বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস শহীদ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সহপ্রচার সম্পাদক মইনুল ইসলাম, লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা আব্দুর রব, আলহাজ্ব মাস্টার আমির উদ্দি?ন, এম এ তাহের, তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমদ, ময়নুল ইসলাম, জহিরুল হক জামান, মোঃ শাহনেওয়াজ, জমির আলী, আমির হোসেন, আশিক বক্স, শরিফুল ইসলাম তুহিন, শেরওয়ান আলী, আলী উজ্জল, আবদুল হক শাওন, আরাফাত রহমান, রোহান তারিক, তোতা মিয়া, ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, নুরুল আমিন, মোঃ ফয়সল আকন্দ, যুব দলের সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাসিত, বাকি বিল্লা জালাল, আক্তার হোসেন শাহিন, শানুর মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক নুরুল আলী রিপন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তাফা, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি শাহ জামাল, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শিমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, আজিম উদ্দিন, আব্দুস সামাদ রাজ,আমিরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

এক্সাম্পল, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের নো ক্লেম বোনাস প্লাস ক্লিন লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ৩০-৪০ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার পেমেন্ট প্লাস পেপার ওয়ার্ক প্লাস সার্টিফিকেট যোগাযোগ সরাসরি মেইন ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সাথে, ব্রোকার এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান ইন্সুরেন্স পেমেন্ট এমাউন্ট থেকে আপটু ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে ডিরেক্ট ডেবিটের মাধ্যমে কম খরচে ইন্সুরেন্স করিয়ে দিয়ে থাকি।

(We do not help CAB/TRADE INSURANCE)

Serving for last 10 years

TO GET A QUOTE Please call (Mon-Sat 9-8 pm)
Mr. Ali on 07950 417 360 /020 8123 0430 Fax: 020 7806 0776
Email:e3cheapcarinsurancebroker1@hotmail.co.uk
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
http://sites.google.com/e3cheapcarinsurancebroker

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?

Get registered & Send money online from anywhere within the UK

SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate

www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC

Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223

Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair

Specialist in Immigration Law

MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

আঞ্জুমানে আল ইসলাহর সংবাদ সম্মেলন

বার্মিংহামে ঈদে মিলাদুন্নবীর র‍্যালি ও আলোচনা সফল করা আহ্বান

রাজু আহমেদ, বার্মিংহ্যাম : মাহে রবিউল আউয়াল মহানবী (সাঃ) এর আগমনের মাস। বিশ্বব্যাপী নবীপ্রেমিকেরা নানা আয়োজনের

মাধ্যমে এ মাসটি উদযাপন করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় আঞ্জুমানে আল ইসলাহ বার্মিংহাম শাখা আয়োজন করেছে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও রসুল (সাঃ) এর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল।

গত ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ বার্মিংহাম শাখা এই তথ্য জানিয়েছে। আগামী ৮ অক্টোবর বার্মিংহামে অনুষ্ঠিতব্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা সফল করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে সর্বস্তরের জনগণকে অংশগ্রহণের জন্য আয়োজকরা আবেদন আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ মালটিপার্পাস সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বার্মিংহাম শাখার সভাপতি বদরুল হক খান। পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এমডি শামিম আল মামুন (রুমেল)।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে আল ইসলাহ, যুক্তরাজ্য শাখার জয়েন সেক্রেটারী, ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা কাদির আল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব নাসির আহমদ, আঞ্জুমানে আল ইসলাহ, যুক্তরাজ্য এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আখতার হোসেন জাহেদ, সংগঠনের যুক্তরাজ্যে শাখার উপদেষ্টা এমদাদ হোসেন, বার্মিংহাম শাখার সহ সভাপতি মাওলানা আতিকুর রহমান, মিডল্যান্ড শাখার সেক্রেটারী মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী প্রমুখ। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী মাওলানা হাবিবুর রহমান, নাত পরিবেশন করেন ক্বারী মাওলানা আবুল খায়ের। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারী আব্দুল কুদ্দুস রাজু,বাংলা প্রেসক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডস এর সভাপতি, বাংলা ভয়েস সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ, বার্মিংহাম প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী, এটিএন বাংলার বার্মিংহাম প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম, আঞ্জুমানে আল ইসলাহ স্যান্ডওয়েল শাখার সেক্রেটারী হাফিজ আলী হোসেন বাবুল।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, র‍্যালি শুরু হবে বাংলাদেশ মালটিপার্পাসসেন্টার থেকে সকাল ১১টার সময়। রসুল স. এর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচান সভা অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ মালটিপার্পাস সেন্টারে। রসুলপ্রেম প্রদর্শন করতেই এই র‍্যালির আয়োজন। তাই মানবতার মুক্তিরদূত মহানবী (সাঃ) এর প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা প্রদর্শন করতে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি র‍্যালিতে অংশ নেয়ার জন্য আবেদন জানান সংবাদ সম্মেলনের আয়োজকরা। এই আয়োজনে সহযোগি হিসেবে থাকবে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ মিডল্যান্ডস শাখা।

রোশনারা আলী এমপির সাথে নর্থ ইয়র্কশারের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

সারওয়ার হোসেইন : ব্রিটেনের শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার বাংলাদেশী বংশদ্ভুত ব্রিটিশ এমপি রোশনারা আলীর যুক্তরাজ্যের নর্থ ইয়র্কশায়ারের কিথলি আগমন উপলক্ষে স্থানীয় লেবার পার্টির উদ্যোগে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দরা মতবিনিময় সভা করেছেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার এই সভা হয়। এতে বিভিন্ন স্তরের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল নর্থের সমর্থনে, লেবার পার্টির সাবেক এমপি জন গ্রোগন এর উপস্থাপনায় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন হাজী ফয়জুল ইসলাম, কাউন্সিলর আশরাফ মিয়া, জালাল শেখ, ইয়ারুন নেসা, আব্দুল মতিন, আব্দুস শহীদ, হুমায়ূন আহমেদ।

মতবিনিময় সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর নেছার আলী, হাজী আব্দুল হান্নান, হাজী তৈমুছ আলী, মাসুক আহমদ, জয়নুল আবেদীন বাবুল, নূরে আলম রব্বানী, সারওয়ার হোসেইন, হাজী কবির আহমদ,হাজী শামসুল হক, ফুলজার মিয়া, রুবেল আহমদ, আব্দুল মাতিন, শামীম আহমদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে রুশনারা আলী এমপি লেবার পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন সফলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে আমাদের গরিব- মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। কনজারভেটিভ সরকার আমাদের জন্য মঙ্গল জনক তেমন কিছু বয়ে আনতে পারেনি। ঘরের রেন্ট, গ্যাস বিল- ইলেকট্রিক বিল, প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রয় সীমার বাহিরে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে যাবে। আগামী নির্বাচনে লেবার পার্টিকে বিজয়ী করার জন্য তিনি বাংলাদেশী ও পাকিস্তানি কমিউনিটির সকলকে এক যুগে কাজ করার আহ্বান জানান।

লন্ডন মহানগর বিএনপির প্রস্তুতি সভায় বক্তারা

শেখ হাসিনার পতনের দাবীতে মানুষ আজ জেগে উঠেছে

শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লন্ডন আগমন প্রতিরোধ করার লক্ষে লন্ডন মহানগর বিএনপির উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে লন্ডন মহানগর

বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিক তার বক্তব্যে বলেন, অবৈধ প্রধানমন্ত্রী হাসিনার পতনের লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশের মানুষ সহ বিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশীরা আজ জেগে উঠেছে। দেশের সম্পদ নিয়ে আজকে বিদেশে প্রচার করছে গুম হত্যা নির্যাতনের মাধ্যমে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার সকল পথ যখন বন্ধ হয়ে এসেছে তখন মাদার অব ডেমোক্রেসি খ্যাত এই যুক্তরাজ্যে হাসিনাকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা আমাদের সহ সকলের নাগরিক দায়িত্ব। তাই আমরা প্রবাসী বাংলাদেশী হিসাবে এই আন্দোলনে সকল বাংলাদেশীদেকে শরিক আন্দোলনে হওয়ার আহ্বান করছি।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নবনির্বাচিত সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ 'যেখানে হাসিনা সেখানে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে আগামী ১ ও ২ সেপ্টেম্বর যে ডেমোস্টেশনের কর্মসূচি যুক্তরাজ্য বিএনপি কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে, তা সফল করার জন্য কমিউনিটিসহ সকল মতের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাই আসুন, যুক্তরাজ্য ফ্যাসিস্ট অবৈধ প্রধানমন্ত্রীকে এই লন্ডনে প্রতিরোধ করে তার পতন ত্বরান্বিত করি।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ দপ্তর সম্পাদক (সহ সাধারণ সম্পাদক) সেলিম আহমদ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুর রব, তপু শেখ, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, রোমান আহমেদ চৌধুরী, মাহবুব হাসান সাকিব, সহ-সাধারণ সম্পাদক তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল হক জামান, কফিল হায়দার, প্রচার সম্পাদক মোঃ মঈনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুক, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রবিউল আলম, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক নুরুল ইসলাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মহসিন আহমদ, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মিসবা উদ্দিন, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, সহ তথ্য সম্পাদক সহ মোমিন মিয়া, বিএনপি নেতা আবু ইউসুফ তালুকার, মাস্টার নুরুল ইসলাম মধু, মোমিন ভুঁইয়া কাজল, মোঃ শমসের আকবর পলাশ, শেখ খালেদ আহমদ মিনহাজ, মামুন ইসলাম, ইরাক চৌধুরী, মুজুরুল ইসলাম জিন্নাহ, শরিফুল ইসলাম তুহিন, আছাব আলী, আরিফুল ইসলাম উজ্জল, ফজলে রহমান পিনাক, মুজিবুর রহমান, আব্দুল হক শাওন, শেরওয়ান আলী, সাহেদ আহমদ, বাচ্চু মিয়া, মো পারভেজ মিয়া সুজা, সুমন শিকদার, কামাল হোসেন, তারেক উদ্দিন, সালমান উদ্দিন, হালিমুল ইসলাম হালিম, সুয়েব আহমেদ, মোঃ আনিসুর রহমান, আঃ সবুর তালুকদার, শরিফুল আলম সোহাগ, মোঃ রাকিব, জাহাঙ্গীর খান, মোঃ আসিফ সরকার, মোঃ কবির হোসেন, মামুদ পারভেজ, রোহান তারিক, ফরহাদ আহমদ, কামরল হাসান ভুইয়া, সাইফুর রহমান, জাহিদুল ইসলাম, সৈয়দ আহমদ, রফিক আহমদ, জাহেদুল ইসলাম, মোঃ আল রায়হান, মামুন ইসলাম, তানভীর আহমদ, মনির হোসেন প্রমুখ। সভায় বিএনপি চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মিছির আলী স্মরণে নাগরিক শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

রাজু আহমেদ, বার্মিংহাম : প্রবাসে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মিছির আলী স্মরণে বার্মিংহাম কমিউনিটির পক্ষ থেকে এক নাগরিক শোকসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হাজী কবির উদ্দিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাহবুব আলম চৌধুরী মাখন।

সভায় বার্মিংহাম এসিসটেন্ট হাইকমিশণনর কাউন্সেলর স্বর্ণালী চন্দ যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ হাইকমিশনার মুনা তাসনীম এর শোকবার্তা পাঠ করে শোনান। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা রশিদ আহমদ।

এতে মুক্তিযোদ্ধা এম এ হামিদ, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ড. আব্দুল খালিক, কমিউনিটি নেতা ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, হিফজুর রহমান খান, শাহ রোকন আহমদ, নুরুল ইসলাম কিছলু, কামাল আহমদ, নাসির আহমদ শ্যামল, হবিবুর রহমান, আজাদ আবুল কালাম, আব্দুল কাদির আবুল, আশিক মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মিছির আলীর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

পৃথিবীর শীতলতম শহরের তাপমাত্রা -৪০, কীভাবে বাঁচে মানুষ?

বিশ্ব উষ্ণায়নের চক্করে পড়ে শীত কি আর এখান আসে সেভাবে? গত পাঁচ দশকের মধ্যে উষ্ণতম মকর সংক্রান্তির সাক্ষী হতে হয়েছে ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে। এই তো অবস্থা! এর মধ্যে দাঁড়িয়ে কনকনে শীতের কথা ভেবে মনটা আনচান করলে কী করবেন? 'হযবরল'-তে সুকুমার রায় বলেছিলেন, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পারো।" তবে, তিব্বত যতই অসামান্য সৌন্দর্যের খনি হোক, ঠান্ডায় মজে যেতেই যদি হয়, আপনার গন্তব্য হওয়া উচিত রাশিয়ার ইয়াকুৎস্ক। হ্যাঁ, বিশ্বের শীতলতম শহর এটাই! -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও সেখানে দিব্যি থাকেন মানুষ!

বয়সে মোটেও নতুন নয় এই শহর। ১৬৩২ সালে এর পত্তন হয়েছিল। সাইবেরিয়ার ইয়াকুতিয়া প্রদেশের রাজধানী এই শহরের জনসংখ্যাও কিন্তু নেহাত কম নয়। রীতিমতো সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি! বছরে অন্তত ৭ মাস, মোটামুটি অক্টোবর থেকে এপ্রিল- এই সময়টায় এখানে শৈত্যের ছোবলে নিশ্বাস নেয়াই যেন দায়। তার মধ্যে অন্তত তিন মাস তাপমাত্রা পৌঁছে যায় -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবুও মানুষের জীবন এখানে রঙিন ও স্বতঃস্ফূর্ত। যদিও এর চেয়েও ঠান্ডায় বসবাসের নজির রয়েছে।

ইয়াকুৎস্কের পূর্বে ৫০০ মাইল দূরত্বে একটা গ্রামে তাপমাত্রা নেমে যায় -৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও। ওই গ্রামের বাসিন্দারাই পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু ইয়াকুৎস্কের নজিরও তাহলে হেলাফেলার নয়। সবচেয়ে বড় কথা গ্রামটিতে মেরেকেটে শ'পাঁচেক বাসিন্দা। সেখানে ইয়াকুৎস্কে লাখ লাখ মানুষ।

ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। ভয়ানক ঠান্ডায় বাইরে কিছুক্ষণ থাকলে যেখানে গোঁফ-দাড়ি-ভুরু পর্যন্ত জমে সাদা হয়ে যায়, সেখানে মানুষ থাকে কী করে? ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ সবচেয়ে কনকনে অবস্থাতেও এখানে বন্ধ হয় না দোকান! একেক সময় দিনের পরদিন ধরে সূর্যের দেখা মেলে না। কখনও বা সকালে সাড়ে দশটায় সকাল হয়। তিনটের মধ্যে রাত নেমে যায়। তারপর ক্রমশ অন্ধকারে আরও ঠান্ডায় ডুবে যায় শহরটা। পাখির চোখে দেখলে মনে হবে তুষারে ঢাকা নিঃসীম প্রেতপুরী।

এরকম সময়েও দিব্যি রাস্তায় ঘুরে বেড়ান মানুষ। নতুন বছরের উপহার কিনতে দোকানে দোকানে ভিড় জমান। আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে পার্টিও করেন। অথচ সেই সময় বরফ এতটাই কঠিন হয়ে যায়, ড্রিল মেশিনেও তাকে কাটা মুশকিল! যদিও স্কুল-টুল বন্ধ থাকে। যেমন এখন রয়েছে। এটা হয়তো কয়েক মাসও চলতে পারে। তবে অনলাইনে পড়াশোনা চলে। যদিও শোনা যাচ্ছে, অভিভাবকরা নাকি দাবি তুলছেন, স্কুল খুলে দেওয়া হোক। তারা ছেলেমেয়েদের এমন প্রতিকূল আবহাওয়াতেও স্কুলে পাঠাতে রাজি!

ঠিক কতটা প্রতিকূল থাকে আবহাওয়া? সেটা একবার ভেবে দেখা দরকার। একে তো পানীয় জল বলে কিছু নেই। সব বরফ। সুতরাং তেষ্টা মেটানোর উপায়, জমাট নদী থেকে পাত্র ভরতি বরফ নিয়ে এসে তা গরম করে গলিয়ে পান করা হয়। পথেঘাটে হাঁটার চ্যালেঞ্জটা বোধহয় আরও বেশি। বাইরে মিনিট দশেকের বেশি থাকলেই মুশকিল। শরীর ক্লান্তিতে ভরে যেতে থাকে। আর মিনিট বিশেক পেরোলেই মুখের পেশি থেকে আঙুল- সব অসাড় হয়ে যায়। তাই কোনোভাবেই সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টার বেশি কেউ বাইরে থাকেন না। চারপাশে বরফের ছাই। তবু পরিবহণ ব্যাপারটা ইয়াকুৎস্কে ভালোই। তবু এই শহরে মানুষ বাস-টাসে উঠতে খুব একটা চান না। কারণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাসের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা মানেই শীতের তীব্র কামড় সহ্য করা। তাই বেশিরভাগ মানুষই ট্যাক্সিতে যাতায়াত করেন। আর যাদের নিজেদের গাড়ি রয়েছে, তারা গাড়িটাই মুড়ে রাখেন কম্বলে! রাস্তায় হাঁটাচলাও কম কঠিন নয়, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের পক্ষে। কেননা লাগাতার বরফের ফলে পথঘাট পিছল হয়ে থাকে। অসাবধান হলেই আছাড়। আর তার ফলে হাড় ভাঙা।

এখানকার বাড়িগুলোকে ঠান্ডার কামড় থেকে টিকিয়ে রাখাও কম চ্যালেঞ্জের নয়। আর তাই সেগুলো তৈরি হয় স্টিলের বুনিয়াদের উপরে। এগুলির নিচের দিকে বাতাস চলাচল করে। যা পারমাফ্রস্টকে গলতে বাধা দেয়। তবে জল ও গ্যাসের লাইন থাকে মাটির উপরে। এখানে বলে নেয়া দরকার পারমাফ্রস্ট কী! পারমাফ্রস্ট হল মাটির গভীরে অবস্থিত হিমায়িত মাটির স্তর।

যাই হোক, এহেন ইয়াকুৎস্কের মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকেন উৎসবের মেজাজে। দিন ফুরোলেই তারা জড়ো হন পাব বা নাইট ক্লাবে। সেখানে নাচ-গান-হুল্লোড়ে জীবনের ওমে তাতিয়ে রাখেন নিজেদের। শহরজুড়ে নানা রেস্তোরাঁ, শপিংমল, দোকান-বাজার। বাইরে তখন অন্ধকার শীতের কামড়, বরফের ধোঁয়ামাখা কুয়াশা। আকাশে জ্বলতে থাকে আদিম নক্ষত্ররা। যাকে সাইবেরিয়ার মানুষ ডাকে 'তারার ফিসফিস' বলে।

কিন্তু বাইরের শৈত্য কি আর কেবল বাইরে থাকে? তা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতরেও। ফলে সেখানেও প্রাণধারণ করাই দায়। তাই ঘর উষ্ণ রাখতে গ্যাসোলিন, ব্যাটারি সবই কাজে লাগে। আর এর জন্য খরচ রীতিমতো আকাশছোঁয়া। শীতের দিনে গ্যাসোলিনের দাম তিনগুণ হয়ে যায়! পানীয় ও খাবারের দামও চলে যেতে থাকে হাতের বাইরে। তবে সে নিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের ততটা মাথাব্যথা নেই। কেননা এখানে অধিকাংশ মানুষেরই পকেট গরম। আসলে সোনা, ইউরেনিয়াম ও হীরার খনির কারণে উপার্জন বেশ ভালো। তাই শহর ছেড়ে যেতে কেউই খুব একটা রাজি নয়। বরং এমন প্রবল শৈত্য সত্ত্বেও জনসংখ্যা কিন্তু বাড়তির দিকেই। যা থেকে একটা জিনিস অবশ্য বোঝা যায়। শরীরের গরমের চেয়েও টাকার গরম বেশি! সূত্র : ডেইলি-বাংলাদেশ

চুরি করতে ২৩৫০ মিটার উপরে

চুরি করতে পাতলা একটি ইস্পাতের তারের ওপর দিয়ে গিরিসংকট অতিক্রম করে ২ হাজার ৩৫০ মিটার উচ্চতায় আরোহণ করেছে একদল চোর। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে সুইজারল্যান্ডে। স্থানীয় একটি ক্লাবের কালেকশন বক্স চুরির জন্য এমন ঝুঁকি নিয়েছে তারা।

বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানায়, লিউকারবাদ গ্রামের ওপরের জেমি পাসে সুইজারল্যান্ডের দীর্ঘতম সংরক্ষিত পর্বতারোহণের ওই পথ দেখাশোনা করে ক্লাবটি। আর অনুদান বাক্সটি যেখানে ছিল সেখানে শুধু অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরাই উঠতে পারে। পথটিতে খাড়া পাথরের সঙ্গে আটকানো সিঁড়ি এবং পাতলা ইস্পাতের তারের ওপর দিয়ে গিরিসঙ্কট পার হতে হয়।

ক্লাবটি তাদের ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট দিয়েছে। পোস্টে ক্লাবটি বলে, এরা কী ধরনের মানুষ? ক্লাইম্বিং ক্লাব কোনো বেতন ছাড়াই ভায়া ফেরাতা দেখাশোনা করে। আমরা কিছু চাই না। আর এখন এরা এ পথের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ মেটানোর জন্য রাখা অনুদানের অর্থ চুরি করেছে। পর্বতারোহী ক্লাব জানায়, অনুদান বাক্সটি ভাঙা ও খালি অবস্থায় পাওয়া গেছে। চোরেরা যে কেবল ভালো পর্বতারোহী সেটিই নয়, তারা পর্বতারোহণে যেসব জিনিসপত্র লাগে সেগুলোও সঙ্গে নিয়েছিল। এমনকি অনুদান বাক্স ভাঙার যন্ত্রপাতিও ছিল তাদের কাছে।

ঠিক কী পরিমাণ অর্থ চুরি গেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ক্লাবটি। তবে ক্লাবটির সদস্য রিচার্ড ওয়েরলেন বিবিসিকে বলেন, চুরি যাওয়া অর্থের অঙ্ক আনুমানিক ৪০০ থেকে ৫০০ সুইস ফ্রাঙ্ক (৪৫০-৫৬০ ডলার)। সূত্র: কালবেলা

মাছের বদলে বড়শিতে মিলল কয়েক কোটি টাকার কোকেন

আটলান্টিক মহাসাগরে মাছ ধরার জন্য বড়শি ফেলে মিলেছে কয়েক কোটি টাকার কোকেন। শুনতে অবাক লাগলেও এমটাই ঘটেছে এক ব্যক্তির সঙ্গে। গত বুধবার (৯ আগস্ট) সিএসবি নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ফ্লোরিডার টামপা শহরের মেয়র জেন কাস্টর গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে আটলান্টিক মহাসগরে যান। এ সময় তিনি সঙ্গে বড়শি নেন। অবসরযাপনকালে তিনি সাগরে মাছ ধরার জন্য বড়শি ফেলেন। তবে তার বড়শিতে মাছের বদলে বিশালাকৃতির একটি কার্টুন উঠে আসে।

সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মেয়রের বড়শিতে উঠে আসা কার্টুনটি ছিল কোকোনের। যেখানে ৭০ পাউন্ড কোকেন ছিল। যার বাজারমূল্য প্রায় ১১ লাখ ডলার। যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২ কোটি টাকার সমান।

ক্যাস্টর জানান, তিনি এর আগে টামপা শহরের পুলিশ প্রধান ছিলেন। কোকেনের কার্টুন দেখে তিনি জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখেন। এরপর তিনি পুলিশে জানান। পুলিশ এসে কার্টুনটি উদ্ধার করে।

সিএসবি নিউজ জানিয়েছে, উদ্ধারের পর এসব কোকেন ফেডোরেল কর্মকর্তারা জব্দ করেছেন। মিয়ামির চিফ পেট্রল এজেন্ট ওয়ালটারস্লাটার এক টুইটবার্তায় জানান, জুলাইয়ে তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিরা ৭০ পাউন্ড কোকেন জব্দ করেছে। একটি মাছ ধরার বোটের থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে এগুলো জব্দ করা হয়েছে।

তিনি জানান, জব্দকৃত এ কোকের দাম প্রায় ১১ লাখ ডলার। যা বাংলাদেশি টাকায় ১২ কোটি টাকার সমান। সূত্র : কালবেলা

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী আবিষ্কার!

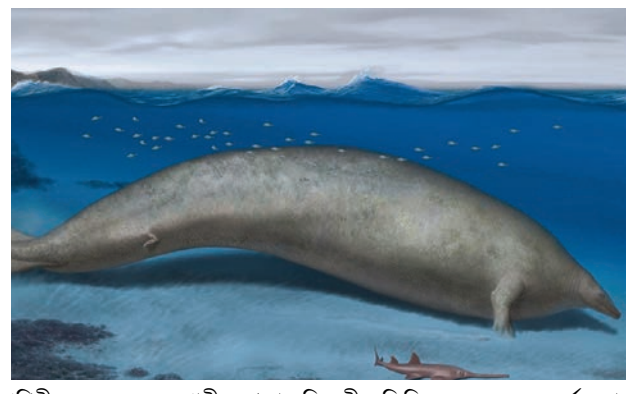

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণীর খেতাব ছিল নীল তিমির। তবে সে রেকর্ড এবার ভঙ্গ হতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা নীল তিমির চেয়ে বড় প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। খবর আনদোলুর।

আনাদোলুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার (২ আগস্ট) দ্য রয়েল বেলজিয়ান ইনস্টিটিউট অব ন্যাচারাল সায়েন্স (আরবিআইএনএস) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী আবিষ্কারের দাবি করেছেন। এটি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এটিই বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণী।

আরবিআইএনএস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নতুন আবিষ্কার হওয়া এ প্রাণীটির নাম পেরুকেটাস তিমি। প্রাণীটি ৩৯ মিলিয়ন বছর আগে থেকে পেরুর উপকূলে বসবাস করে আসছে। নীল তিমির চেয়ে এটিকে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রাণী হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে।

আরবিআইএনএসের জীবাশ্মবিদ অলিভার লামবার্ট বলেন, নীল তিমির ওজন ১০০ থেকে ১৯০ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে নতুন আবিষ্কৃত এ সামুদ্রিক প্রাণীটির ওজন ৮৫ থেকে ৩৪০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

প্রাণীটি নিয়ে ২০০৬ সালে পেরুর ইকা উপত্যকায় গবেষণা শুরু হয়। দীর্ঘ গবেষণার পর এটিকে সবচেয়ে বড় প্রাণী হিসেবে ঘোষণা দিল আরবিআইএনএস। সূত্র : কালবেলা

লন্ডন মহানগর জমিয়তের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম লন্ডন মহানগর শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠানটি সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লন্ডনের লিমেডিসন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জনাকীর্ণ এ অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রাহমান।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নব নির্বাচিত সেক্রেটারী মাওলানা মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন ও নবগঠিত লন্ডন মহানগর শাখার দায়িত্বশীলদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম, খেলাফত মজলিস ইউকের সভাপতি মাওলানা ছাদিকুর রাহমান, মাজাহিরুল উলূম লন্ডন এর প্রিন্সিপাল মাওলানা শায়খ ইমদাদুর রাহমান আল মাদানী, ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ,জমিয়তে উলামা ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগর শাখার সাবেক সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, ইউকে জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ,লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইলিয়াছ,বাংলাদেশ থেকে আগত জমিয়ত নেতা মাওলানা অলিউর রহমান।

সভায় বক্তারা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে শতাব্দীর প্রাচীনতম ইসলামী সংগঠন আখ্যায়িত করে এ-কে অনুসরণীয় পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া আমানত হিসেবে সবাইকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও যোগোপযোগী কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে জমিয়তে উলামার দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রজ্ঞাবান কর্মীদের গভীর অনুভূতির সাথে উপলব্ধি করতে হবে যে গণস্তরে অত্যন্ত সুস্থির, প্রবল ও বহুমাত্রিক শক্তি সঞ্চয় করা জমিয়তের জন্য সাফল্যের সোপান। বৃহত্তর ও সুগঠিত ঐক্যের জন্য জমিয়ত কে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, প্রশাসনের বলয়ে এবং কূটনীতির ময়দানে পরিস্থিতিকে আনুকূল্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গতিশীল ভূমিকা পালনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি হাতে নেয়া জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের বড় দায়িত্ব। সময়ের এসব অনিবার্য দাবি পূরণের জন্য জমিয়তের কার্যক্রম সর্বত্র গতিশীল করার কোন বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে আগামী ১৫ অক্টোবর রবিবার বিকাল ছয়টার সময় লন্ডনের ফোর্ডস্কয়ার মসজিদের তৃতীয় তলার সেমিনার হলে অনুষ্ঠিতব্য জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের কাউন্সিল অধিবেশনকে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির মাধ্যমে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মাস্টার আমীর উদ্দিন,কবি আবু সুফিয়ান চৌধুরী,নিউহাম জমিয়তের সহ-সভাপতি মাস্টার আব্দুর রউফ, ইউকে জমিয়তের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ জিয়াউদ্দিন, ইউকে জমিয়তের প্রচার সম্পাদক ও লন্ডন মহানগর শাখার জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা নাজমুল হাসান, হাকনী জমিয়তের সেক্রেটারি হাফিজ রাশিদ আহমাদ, টাওয়ার হামলেট্স শাখা জমিয়তের সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান, ওয়েস্ট লন্ডন জমিয়তের সেক্রেটারি মাওলানা শামসুল ইসলাম, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নিজাম উদ্দিন সিদ্দিকী, লন্ডন মহানগর জমিয়তের প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল হাই,হাকনী জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সহকারী প্রচার সম্পাদক হোসাইন আহমদ, হাকনী জমিয়তের সহ সেক্রেটারি সৈয়দ সানোয়ার হোসেন , হাকনী জমিয়তের দায়িত্বশীল হাফেজ সোহান, জমিয়ত নেতা সৈয়দ আল আমিন, ইকবাল হোসাইন, মাহফুজ হাসান, ইমরান আহমদ, ফুয়াদ আহমদ, সাজিদুর রহমান,আনোয়ার হোসেন শাহান,ছাদিকুর রহমান,মিসবাহ উদ্দিন,রাসেল আহমদ, সৈয়দ খলিল আহমদ,ইফতিখার হোসেন,আব্দুল মুহাইমিন কোরেশী, সৈয়দ আনার মিয়া প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের দ্বি-বার্ষিক সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

রানু মিয়া প্রেসিডেন্ট, শামীম আহমদ সেক্রেটারি

মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রাখার শপথ নিয়ে, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও অন্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্য দিয়ে শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের দ্বি-বার্ষিক সাধারন সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমী হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। দুই পর্বের অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল ওদুদ দীপকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ওয়াসেক আহমদের পরিচালনায় সভায় কর্ম তৎপরতার ও আর্থিক রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে থেকে তিলাওয়াত করেন প্রফেসর আব্দুল হাই।

দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন পরিচালনা করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম আবু তাহের চৌধুরী। নির্বাচনে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল না থাকায় আগামী দুই বছরের জন্য সমঝোতার ভিত্তিতে গঠিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম আবু তাহের চৌধুরী। নির্বাচন কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ছোটন ও নির্বাচন কমিশনার ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ লিয়াকত আলী।

আগামী ২০২৩-২৫ সালের জন্য শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি হয়েছেন মোহাম্মদ রানু মিয়া, সহ সভাপতি সৈয়দ ওয়াসেক আহমদ, সাধারন সম্পাদক শামীম আহমদ, ট্রেজারার আশফাক হোসেন রুপক, জয়েন্ট সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর আলম, জয়েন্ট ট্রেজারার শাহ তফজ্জুল হক,

নির্বাহী সদস্য আব্দুল অদুদ দিপক, মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম, শাহ আলি আহমেদ মিয়া, সৈয়দ সাজিদ উদ্দিন, শাহ জুলফিকার আলি, সালেহ আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ সেলিম, মোহাম্মদ গনি, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান দিলু, সৈয়দ মুরাদ আলি ও আলিমুল হোসেন।

সভার শেষ পর্যায়ে বৃটেন সফররত বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ডঃ রেজা কিবরিয়া সভায় উপস্থিত হন এবং নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে সংগঠনের কাজের ভূয়শী প্রশংসা করেন। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার আবুল কালাম, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মঈন চৌধুরী, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবু সুফিয়ান, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান মুহিব, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক জয়নাল আবেদিন, অন্যতম উপদেস্টা আবুল কালাম আজাদ ছোটন, ট্রাস্টের সাবেক সহ সভাপতি মোঃ আব্দুল হাই, মোজাহিদ আলী, শামীম আহমেদ, হামিদুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন, তোফায়েল আহমেদ, আলী আহমদ মিয়া, হাবিবুল হক পারুল, প্রমুখ। অনুষ্ঠানে লন্ডন ছাড়াও বৃটেন বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক ট্রাষ্টি অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, প্রকৃত দেশপ্রেমিক তারাই যারা প্রবাসে থেকেও মাতৃভূমির ভালোবাসায় সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষের পাশে সহায়তার হাত প্রসারিত করে নিজের শ্রমের অর্থ ও মেধা দিয়ে সাহায্য করেন। নিজেদের জীবনকে যারা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত রাখেন পৃথিবীতে কিছু পাওয়ার আশা না করেই। বক্তারা শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, এ ট্রাস্টের কার্যক্রম মানবতার কল্যাণের জন্য, দেশের অসহায় চিকিৎসা বঞ্চিত মানুষের সুচিকিৎসার জন্য, প্রকৃত মেধাবী আগামী প্রজন্মের জন্য এবং শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া আমাদের জন্ম মাঠির মানুষের জন্য। বক্তারা বলেন, দল মতের উর্ধ্বে উঠে আমরা মানুষের জন্য কিছু করে যেতে চাই। আমরা ভালো কাজ করলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম উৎসাহিত হবে, শেঁকড়ের সাথে তাদের বন্ধন শক্ত হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বিএলএ ইউকের সামার ট্রিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন বাংলাদেশ আইন সমিতি (বিএলএ) ইউকের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সামার ট্রিপের আয়োজন করা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার এই সামার ট্রিপের আয়োজন করা হয়। এবার সংগঠনের সদস্যরা ঘুরতে গিয়েছিলেন আইল অব ওয়াইট। তবে এবারের আয়োজনটি ছিল খানিকটা ভিন্ন রকমের। আগের সামার ট্রিপের চেয়ে এবার ছিল বড় পরিসরে। সংগঠনের সদস্য এবং তাদের পরিবার মিলে দুটি বাসের ১০৯ টি আসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

আয়োজনের সিংহভাগ ব্যয় বহন করেও সংগঠনটির তিনবারের সভাপতি

এডভোকেট শাহ আলম সরকার স্বাস্থ্যগত কারণে ট্রিপে শরীক হতে পারেননি। তবে সংগঠনের সেক্রেটারি ব্যারিষ্টার হারুনুর রশিদের দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলে সভাপতির অভাব তেমনটা অনুভূত হয়নি। ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার নাজির উদ্দীন চৌধুরী বাবর, বিএলএ ইউকের প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিষ্টার এম কিউ হাসান এবং ব্যারিষ্টার নিজামুল হকের উপস্থিতি ছিলো অন্যতম আকর্ষণ। প্রাক্তন সেক্রেটারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার কামরুল হাসান, এডভোকেট শিবলী সাদিক এবং ব্যারিষ্টার মনির চৌধুরী।

জানা গেছে, ২০২০ থেকে স্থবির এই সংগঠনটি ২০২২-২০২৩ সেশনে হঠাৎ বেশ সরব হয়ে উঠেছে এবং এ পরিবর্তনের পেছনে অগ্রজদের পাশাপাশি অনুজদের ভূমিকাও ছিল মুখ্য। সামার ট্রিপেও অনুজরা তার স্বাক্ষর রেখেছে। লন্ডন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার এ যাত্রা ডে-ট্রিপের জন্য অসম্ভব মনে হলেও এবারের তরুণ কার্যকরী কমিটির বলিষ্ঠ পরিকল্পনার কারণে এটি সম্ভব হয়ে উঠেছে। ট্রেজারার এডভোকেট মুজাহিদুল ইসলামের দক্ষ এবং মেধাবী ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ছিল বলতে গেলে স্বার্থকতার মূল রহস্য।

এডভোকেট জুবাইদা আঁখির সহযোগিতায় সহ-সভাপতি এডভোকেট মাহমুদা চৌধুরীর ব্যতিক্রমী এবং সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট পরিবেশনার ফলে অনুষ্ঠানটি শুরু থেকেই জমে উঠেছিল। এর পরপরই বিএলএ ইউকে পারফরমাররা মেতে উঠেন সুরে আর ছন্দে এবং সমগ্র যাত্রাটিকে করে তোলেন নান্দনিক। চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করেন ব্যারিস্টার এমকিউ হাসান এবং ব্যারিষ্টার মিজানুর রহমান। ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট নাজির উদ্দীন চৌধুরী, এসবিবিএস এর প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিষ্টার এহসানুল হক, এডভোকেট খাদিজা আহম্মেদ বন্যা, এডভোকেট কবির, ব্যারিষ্টার চঞ্চল এবং ব্যারিষ্টার বেলায়েত হোসেনের রসালো কৌতুক আর ব্যারিষ্টার নিজামুল হক, ব্যারিষ্টার এমকিউ হাসান, ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার তানিয়া, সেক্রেটারি যুগল ব্যারিষ্টার হারুন এবং নাসরিন, ব্যারিস্টার মনির চৌধুরী, মিসেস শামীমা, মিসেস সিম্বা, এডভোকেট সোনিয়া এবং এডভোকেট সবুজের গানে বাসগুলি মুখরিত থাকে সমগ্র যাত্রাব্যাপি। সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও দুপুরের আয়েশি-ভোজনের সিদ্ধান্তটা ছিল সত্যি সাহসী। পাশাপাশি, জয়েন্ট সেক্রেটারি ব্যারিষ্টার আশিকুর রহমান, এডভোকেট হামিম এবং এডভোকেট জয়দেব এর অনবদ্য রেফল ড্র সঞ্চালনা এবং এন্টারটেইনমেন্ট বক্সের অনর্গল স্তুতি কাব্য অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে গিয়েছে অন্য মাত্রায়।

ব্যারিষ্টার আশিক এবং এডভোকেট মুজাহিদ বাচ্চাদের কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং ব্যারিষ্টার নাজির উদ্দীন চৌধুরী বাবর, ব্যারিষ্টার এমকিউ হাসান এবং ব্যারিষ্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমানকে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরী করা হয় যারা এই কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। ১০ বছরের অধিক বয়সীদের কুইজ প্রতিযোগিতায় মেগহান এবং আডরিড যৌথভাবে এওয়ার্ড পায়। আর ১০ বছরের নিচের কুইজ প্রতিযোগিতায় রাজধান এবং আরিসা যৌথভাবে এওয়ার্ড পায়। বন্যা , মুনা, আফরোজাসহ অন্যান্য সবাই পুরস্কার বিতরন করেন। ভেন্টনর বিচে বিএলএ ইউকের সদস্যরা ইংলিশ চ্যানেলে স্নান করেন। 'সুইমিং ফর ক্যাম্পেইনার' এর ব্যারিষ্টার এমকিউ হাসানের ইংলিশ চ্যানেলে সুইমিং সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিষ্টার নিজামুল হক এবং ব্যারিষ্টার মিজানুর রহমান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দুবাইয়ে ঝুঁকছেন ব্যবসায়ীরা

এমন তথ্য জানা গেছে। বৈধ অনুমতি না থাকলেও ইউএই'র দুবাই, শারজাহ, আবুধাবি, আজমানসহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশিরা নিজের ও অন্যের নামে ভিলা, ফ্ল্যাট, ছোট হোটেল, তারকা হোটেলসহ নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন। তবে এসব বিনিয়োগে নিজেদের আড়াল করে রাখছেন অনেকেই। এজন্য তারা বাংলাদেশের পরিবর্তে আলবেনিয়া, সাইপ্রাসসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব ব্যবহার করেন বলে জানা গেছে। অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ইউরোপ-আমেরিকায় বৈধভাবে বিনিয়োগ করলেও অনেক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ফলে বিনিয়োগকারীরা ঝামেলা এড়াতে ওইসব দেশে এখন বিনিয়োগ করতে কিছুটা অনীহা দেখান। সেইদিক থেকে দুবাই বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। এখানে খুব বেশি ঝামেলা পোহাতে হয় না। তাই অনেকেই দুবাইকে বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তবে বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ বা কোম্পানি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি অবাক করছে বলে মনে করেন তিনি। অর্থাৎ দেশ থেকে টাকা পাচার হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তবে সবাই যে পাচার করছেন এমন না। অনেক বাংলাদেশি অন্য দেশ থেকে অর্থ এনেও বিনিয়োগ করতে পারেন। আবার যারা চাকরির উদ্দেশ্যে দুবাই গেছেন তারাও অর্থ জমিয়ে বিনিয়োগ করেছেন।
দুবাই চেম্বার জানিয়েছে, ২০২৩ সালের প্রথম ৬ মাসে ৩০ হাজার ১৪৬ নতুন প্রতিষ্ঠান যোগ দিয়েছে। তালিকার শীর্ষে আছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। এরপর আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও পাকিস্তান। গত জুনের শেষ পর্যন্ত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ২২.৩ শতাংশ ছিল ভারতীয়। গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৬ হাজার ৭১৭টি নতুন ভারতীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান দুবাই চেম্বারের সদস্যপদের জন্য চুক্তিসই করেছে। আগের বছরের একই সময়ের ৪ হাজার ৮৪৫ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই সংখ্যা ৩৯ শতাংশ বেশি। পাকিস্তান থেকে ৩ হাজার ৩৯৫টি নতুন প্রতিষ্ঠান দুবাই চেম্বারে যোগ দিয়েছে। এর সংখ্যা ৫৯ শতাংশ বেড়েছে। দুবাই চেম্বারে নিবন্ধিত মোট পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৩১৫টি। এ ছাড়া মিশর, যুক্তরাজ্য ও চীনের প্রতিষ্ঠানগুলো দুবাই চেম্বারের নতুন সদস্যদের তালিকায় শীর্ষে আছে। জর্ডান ও লেবাননের প্রতিষ্ঠানগুলোও শীর্ষ নতুন সদস্যের মধ্যে আছে উল্লেখ করে দুবাই চেম্বার জানায়, ৪২.৪ শতাংশ নতুন প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য ও মেরামত খাতে নিযুক্ত আছে। ৩০.৮ শতাংশ আছে আবাসন, ভাড়া ও ব্যবসায়িক পরিষেবা খাতে। নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলো ৭.২ শতাংশ নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে। পরিবহন, স্টোরেজ ও টেলিযোগাযোগ খাত আছে চতুর্থ অবস্থানে। বছরের প্রথমার্ধে চেম্বারে যোগ দেয়া নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এগুলোর অবদান ৬.৩ শতাংশ।
দুবাই চেম্বার অব কমার্সের ওয়েবসাইটে জানানো হয়, চেম্বারের সাড়ে তিন লাখের বেশি সদস্য কোম্পানি চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ১৩ হাজার ৭০০ কোটি দিরহাম বা ৩ হাজার ৭২৯ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি ও পুনরায় রপ্তানি করেছে।
দুবাই চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ আলী রাশেদ লুতাহ গণমাধ্যমকে জানান, ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে নতুন চেম্বার সদস্যদের সংখ্যা ৪৩ শতাংশ বেড়েছে। তিনি বলেন, চেম্বারে যোগ দেয়া নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা দুবাইয়ের ব্যবসায়িক পরিবেশের গতিশীলতার পাশাপাশি আমিরাতের বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষমতা প্রকাশ করে। দুবাই চেম্বার বলেছে, চলতি বছরের প্রথমার্ধে নতুন সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় জাপানের প্রতিষ্ঠানও আছে। পূর্ব- এশিয়ার সমৃদ্ধ এই দেশটির প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫৩ শতাংশ বেড়ে ৬০-এ পৌঁছেছে।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান গণমাধ্যমকে বলেন, ১১ হাজার বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি দুবাই চেম্বারের সদস্য হওয়ার তথ্যই বলছে, দেশটিতে অর্থ পাচার বাড়ছে। পাচারকৃত অর্থ দিয়েই ইউএইতে বাংলাদেশিদের সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠছে। তবে শ্রমিক হিসেবে দেশটিতে গিয়ে বৈধভাবে আয় করে পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগ করেছে, এমন শ্রেণিও আছে। সরকার আগ্রহী হলে সহজেই ইউএই সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই তালিকা সংগ্রহ করতে পারবে।
বিত্তবান বিদেশিদের আকৃষ্ট করতে ২০১৯ সালে গোলডেন ভিসা চালু করে ইউএই। ২০ লাখ ডলারের সমপরিমাণ অর্থসম্পদের মালিকানা থাকলেই এ ভিসার জন্য আবেদন করা যায়। বাড়ি কেনার লেনদেনের ৭০ শতাংশ করা যাচ্ছে নগদ অর্থে। এ সুযোগ দেয়ার পরই দুবাইয়ে বাংলাদেশিসহ অনেক দেশের নাগরিকের সম্পদ কেনার পরিমাণ হু হু করে বাড়তে থাকে।
অর্থ পাচার রোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুসন্ধান করা উচিত, কারা দুবাই চেম্বারের সদস্য হয়েছেন। বেআইনিভাবে অর্থ মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে নিয়ে গেলে অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কারণ, তাদের কারণে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

যুক্তরাজ্যে সিগারেট নিষিদ্ধ হতে পারে

একটি আইনের মতোই ধূমপানবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়ার দিকে নজর দিচ্ছেন সুনাক। নিউজিল্যান্ডের সেই আইনের অধীনে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্মগ্রহণকারী সকলের কাছে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করা রয়েছে।
ব্রিটিশ সরকারের একজন মুখপাত্র এ বিষয়ে রয়টার্সকে ইমেইলে বলেছেন, আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে ধূমপানমুক্ত দেশ হওয়ার যে উচ্চাকাঙ্খা রয়েছে তা পূরণ করতে চাই এবং এই কারণে আরও বেশি লোককে ধূমপান ত্যাগ করতে উৎসাহিত করতে চাই। আর এই কারণেই আমরা ইতোমধ্যে ধূমপানের হার কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি।
ওই মুখপাত্র আরও বলেন, ধূমপান নিরুৎসাহিত করতে বিনামূল্যে ভ্যাপ কিট দেওয়া হবে। এছাড়া গর্ভবতী নারীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখতে ভাউচার স্কিম দেওয়া হবে। এছাড়া আরও নানা পদক্ষেপ রয়েছে। অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের ওই মুখপাত্র দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনের বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করতে চাননি।
ব্রিটেনে আগামী বছর জাতীয় নির্বাচন হতে পারে এবং বিবেচনাধীন এসব নীতিগুলো সেই নির্বাচনের আগে সুনাকের দলের নতুন ভোক্তা-কেন্দ্রিক উদ্যোগের অংশ বলেও গার্ডিয়ানের রিপোর্টে বলা হয়েছে।
এর আগে গত মে মাসে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, খুচরা বিক্রেতারা শিশুদের হাতে বিনামূল্যে ই-সিগারেটের নমুনা দিলে তা কঠোর হাতে দমন করা হবে।
এছাড়া গত জুলাই মাসে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য উভয় ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ২০২৪ সালের মধ্যে একক-ব্যবহারযোগ্য ভ্যাপ বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারেরর প্রতি আহ্বান জানায় ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের কাউন্সিলগুলো।

বিএনপি সভাপতিকে প্রধানমন্ত্রীর চায়ের দাওয়াত অতঃপর ...

তিনি প্রধানমন্ত্রীর চায়ের দাওয়াতে অংশ নেবেন।
গত বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে টাইম টেলিভিশন নামে স্থানীয় এক গণমাধ্যমকে এ কথা জানান যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান।
ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। তিনি আমাকে একটা নির্দেশনা দিলেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি মালিক সাহেবকে স্বাগত জানানোর জন্য এবং আপ্যায়ন করার। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক আমি কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে দেখা করে সেই দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি। আমি বলেছি, আপনাকে (যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক) আমি চা খাওয়াতে চাই। কারণ, প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছেন। আপনিও আমাদের অতিথি।
জবাবে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক বলেন, চা খাওয়ার দাওয়াত আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু একটি আবদারও রয়েছে। আমার নেত্রী মুমূর্ষু অবস্থায়। আপনি কি প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি আবেদন পারবেন যে, আমার নেত্রীকে (বেগম খালেদা জিয়া) বিদেশে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা উনি (প্রধানমন্ত্রী) করে দিতে পারেন কিনা।
ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, উনি (এম এ মালিক) বলেছেন প্রধানমন্ত্রী রাজি হলে আমার সঙ্গে এক জায়গায় বসে চা খাবেন। এটাই আলাপ হয়েছে। এখানে কোনো নাটকীয়তা নাই। ইতিমধ্যে এই প্রস্তাব আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন প্রধানমন্ত্রী কী করবেন সেই বিষয়টি তিনি আমাকেও জানাতে পারেন অথবা উনি যার মাধ্যমে আমাকে নির্দেশনা দিয়েছেন তাকেও জানাতে পারেন।
এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি আমার কাছে এসেছিলেন। উনাকে শেখ হাসিনা বলেছেন, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। উনি চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন। আমি স্বাগত জানিয়েছি। তবে বলেছি, আমাদের নেত্রী অসুস্থ। উনার সুস্থতার জন্য বিদেশে আসা দরকার। উনি যদি নেত্রীকে বিদেশে পাঠানোর ঘোষণা দেন, তাহলে আমরা উনার সঙ্গে চা খেতে রাজি।
প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফরকে কেন্দ্র করে জ্যাকসন হাইটসে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। এ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি নেতা-কর্মীরা। সেই বিক্ষোভে অংশ নেন এম এ মালিক।

আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা নেই

করোনার কারণে বিশ্বে মন্দা অবস্থা বিরাজ করলেও বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বিভিন্ন ত্যাগের মতবিনিময়ে আওয়ামীলীগের জন্ম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্য ও ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। মহিব চৌধুরী, সৈয়দ নাহাস পাশা, শফিকুল ইসলাম, দিলু নাসের ও এনআরবি'স রোল ইন বাংলাদেশী পলিটিক্স এর সহযোগিতায় লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবে এ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
মন্ত্রী আরও বলেন, এই সরকার প্রথম ব্রিটিশ আইন পরিবর্তন করে নতুন ভূমি আইন করেছে। অনলাইনের মাধ্যমে আপনি যাতে ঘরে বসে জমি সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সকলে এর প্রশংসা করছেন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সাংবাদিক লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী। কবি ও লেখক দিলু নাসেরের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আশিকুন নবী চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি রহমত আলী, প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ছালেহ আহমদ, সিলেট-৩ আসনের সম্ভাব্য এমপি পদপ্রার্থী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও আইনজীবী মোহাম্মদ মনির হোসেন, সাংবাদিক সৈয়দ মনসুর উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম, আমিরুল চৌধুরী, ডাঃ এ রুয়াব উদ্দিন, আকবর হোসেন, সৈয়দ জামিল, আহাদ চৌধুরী বাবু, এম এ কাইয়ুম, সুয়েব কবির, জাকির হোসেন কয়েস, রেজাউল করিম মৃধা, খালেদ মাসুদ রনি, রাশিদ আব্দুল হান্নান, সারওয়ার হোসেন, আহমেদ চৌধুরীসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। ভিসানীতি আমাদের কিছু করতে পারবে না। ভিসানীতি আমাদের নির্বাচন কমিশনের আইন নয়। প্রতিটা দেশের নিজস্ব পলিসি থাকে, তাঁদেরও (আমেরিকার) পলিসি রয়েছে। তবে ইউরোপের পলিসি ভিন্ন, তারা হয়তো অন্যদিকে করবে।
বিএনপির চেয়ারপার্সনকে বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে তিনি বলেন, দেশের আইন সবাইকে মানতে হবে। সরকার এব্যাপারে খুবই আন্তরিক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, উনি (খালেদা জিয়া) এখন জেলে থাকার কথা ছিলো। কিন্তু তাকে বাসায় থাকার সুযোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশে যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, কে নির্বাচনে আসবে আর কে আসবে না এটা তাদের নিজস্ব বিষয়। সরকার সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন করতে চায়, তবে ওকে মানবোনা। এ থাকতে পারবে। এসব কথা শুনে নির্বাচনতো আর বন্ধ রাখা যাবে না। ৯০ দিনের ভিতরে নির্বাচন দিতে হবে।
মহিব চৌধুরী বলেন, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী সুনামগঞ্জে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন, আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো দুর্নীতির কথা শুনতে পাইনি। তিনি ক্লিন ইমেজের মানুষ, বাংলাদেশে তাঁর মতো ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করলে দেশ আরো এগিয়ে যাবে।

বন্ধ হয়ে গেছে আরও ২০০০ ক্ষুদ্র ব্যবসা

অনুসারে, গত ৮ বছরের মধ্যে এ প্রথম এত দোকান খালি পড়ে থাকছে।
গত দুই বছর বেশ সফলভাবেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল যুক্তরাজ্যের এ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো। মহামারির সময় মানুষ কেনাকাটার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেছে নিয়েছিল। সরকারও ভাড়া এবং বাণিজ্যের বিভিন্ন খাতে প্রণোদনা দিয়েছিল।
লোকাল ডেটা কোম্পানির (এলডিসি) গবেষণা বলছে, এ বছরের প্রথমার্ধে যুক্তরাজ্যের মূল সড়কের পাশে, শপিংমল ও খুচরা বিক্রির মোট ১ হাজার ৯১৫টি দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। যেখানে গত বছর একই সময়ে চালু হওয়া দোকানের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩৩৫টি এবং ২০২১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৮০৪টি।
এলডিসির তথ্য অনুসারে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কেশসজ্জা (হেয়ার ড্রেসার) ব্যবসা। বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় ৩৮৯টি কেশসজ্জার দোকান। মূল্যস্ফীতির শিকার হয়েছে রিয়েল এস্টেট এজেন্সি, পানশালা, মাছ ও খুচরা দোকান, ফুল বিক্রেতা, কসাইখানা, সংবাদ সংস্থা এবং গাড়ির ডিলারশিপগুলো।
ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সরবরাহ খরচ বৃদ্ধি এবং কোভিড কালে নেওয়া ঋণ পরিশোধের চাপের কারণেও স্বাধীন ছোট ব্যবসাগুলো হিমশিম খাচ্ছে। তবে সস্তার পণ্য এবং অফিস থেকে ফিরতি পথে কেনা যায় এমন পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় নাপিত, বিউটি সেলুন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকানের সংখ্যা ও পরিসর বাড়ছে। বিদ্যালয় এবং সামাজিকীকরণ সেবার চাহিদাও বেড়েছে। এ ছাড়া স্বাধীন ভেপ শপ (ই-সিগারেট) এবং হেলথ ক্লাবের ব্যবসাও বাড়ছে।
অর্থনৈতিক মন্দার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ইংল্যান্ডের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে ও ইয়র্কশায়ারে। তবে বৃহত্তর লন্ডনের বেশিরভাগ অঞ্চলই এর আওতার বাইরে রয়েছে।
এলডিসির বাণিজ্যিক পরিচালক লুসি স্টেইনটন বলেন, 'এ বছরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশে আমাদের স্বাধীন ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে, কেশসজ্জা ও পানশালার মতো ব্যবসাগুলো এ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।'
লুসি বলেন, 'মুনাফার হার ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় ধস নেমেছে। যার ফলে এস্টেট এজেন্টের সংখ্যা দিনদিন কমে আসছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের (সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনসহ) দোকানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এর সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না পত্রিকার এজেন্টরা।'
লুসি বলেন, 'মহামারির সময় চালু হওয়া ক্ষুদ্র এ ব্যবসাগুলো বর্তমানের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার মতো অর্থ সঞ্চয় করতে পারেনি। কারণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে ভোক্তারা এখন তেমন খরচ করেন না। আর তাঁদের ব্যবসাও বেশি দিনের নয়। সরকারি প্রণোদনার পরিমাণ কমে আসার কারণে ক্ষুদ্র এ উদ্যোক্তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।'
ক্ষুদ্র বাণিজ্য সংঘের প্রধান মার্টিন ম্যাকট্যাগ বলেন, 'মহামারির সময় আমরা নতুন অনেক ব্যবসা সমৃদ্ধ হতে দেখেছি। মহামারির মতো দুঃসময়ে এটি এক আশার আলো হিসেবে দেখা দিয়েছিল। হুট করেই মানুষ তাঁদের দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পেয়েছিল। তবে, দুঃখজনকভাবে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এ ব্যবসাগুলো এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'
যুক্তরাজ্যে চলতি বছরের প্রথমার্ধে মোট ২ হাজার চেইন স্টোর বন্ধ হয়ে গেছে। আগের বছর বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানের সংখ্যাও একই পরিমাণ ছিল। বর্তমানে বন্ধ দোকানের সংখ্যা গত বছরের চেয়ে ৪ হাজার বেশি। সে হিসাবে দোকানঘর খালি পড়ে থাকার হার গত বছরের ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৩ দশমিক ৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

বিচারপতি খায়রুল হক এখন লন্ডনে

হজের পুরো আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার আগেই দেশে চলে আসেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি এখন লন্ডনে অবস্থান করছেন।
প্রধান বিচারপতি থাকাকালে ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী বাতিল করে রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি খায়রুল হক। এই রায়ের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় বলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়। এরপর দুটি নির্বাচন হয়েছে কার্যত ক্ষমতাসীন দলের অধীনে। এই কারণে চলমান রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।
গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়া বা এর সঙ্গে জড়িত এমন ব্যক্তিদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ধাপের ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর বিচারপতি খায়রুল হকের নামও আসছে নানা মাধ্যমে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারা ভিসা নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন তা প্রকাশ করা হয়নি।
গোপনীয় নীতির কারণে তারা কোনো তালিকাও প্রকাশ করবে না। এ কারণে সুনির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না কারা এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়েছেন। তবে নানা সূত্র এবং মাধ্যমে অনেকের নামের সঙ্গে বিচারপতি খায়রুল হকের নামও আসছে। তিনি ভিসা নিষেধাজ্ঞায় পড়ে থাকতে পারেন-এমনটি বলা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কথা বলেন সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক।
নিজের নামও ভিসা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছে এমন তথ্য প্রচার হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নাম ভিসা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছে এমনটিও প্রচার করা হচ্ছে। আসলে এটি বিরোধী দলগুলোর প্রচারণা হয়ে থাকতে পারে। সূত্র : মানবজমিন

নৌকায় ভোট চেয়ে রোষানলে বিএনপি নেতা

সিলেট প্রতিনিধি: হবিগঞ্জের মাধবপুরে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলীর উন্নয়ন সভায় বিএনপি নেতা চেয়ারম্যান মীর খোরশেদ আলমের নৌকায় ভোট চাওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিএনপি নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে- এ মুহূর্তে দল সরকারকে হঠানোর লক্ষ্যে মাঠে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্বশীল পদে থেকে নৌকায় ভোট চাওয়ায় তারা হতাশ হয়েছেন।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার উপজেলার আদাঐর ইউনিয়নের হালুয়াপাড়া গ্রামে ১

কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি রাস্তার কাজের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধবপুর-চুনারুঘাট আসনের সংসদ সদস্য বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও বিএনপির সভাপতি মীর খোরশেদ আলম। তার বক্তব্যে তিনি বলেন, বিমান প্রতিমন্ত্রী একজন সৎ ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক নেতা। তিনি মন্ত্রী হওয়ার পর এলাকায় প্রতিপক্ষের কোনো রাজনৈতিক নেতাকে মামলা দিয়ে হয়রানি করেননি। এছাড়া তিনি তার নির্বাচনি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়নসহ এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। তার বক্তব্যে পরিশেষে বিমান প্রতিমন্ত্রীর জন্য এলাকাবাসীর কাছে নৌকার ভোট কামনা করেন। এ ধরনের বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিএনপি নেতারা হতাশা ব্যক্ত করেন।

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন জানান, একজন মন্ত্রীর উন্নয়ন সভায় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান যেতে পারেন। এতে দোষের কিছু না। তবে বিএনপির দায়িত্বশীল পদ থেকে নৌকার জন্য ভোট চাওয়াটা সঠিক হয়নি।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হামিদুর রহমান হামদু বলেন, মীর খোরশেদ আলম যে কাজটি করেছেন তা দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থি। দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা চিন্তা ভাবনা চলছে।

আদাঐর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম বলেন, সরকারের উন্নয়ন কর্মকা– একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে চেয়ারম্যান যা বলেছে সত্য কথা বলেছে। বিএনপি তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলে এটি অন্যায় হবে।

কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে অশোভন আচরণ সিলেটে বিএনপির ২ নেতা বহিষ্কার

সিলেট প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে অশোভন আচরণের অভিযোগে সিলেট বিএনপির দুই নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। তারা দুজনই বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে আলোচিত। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

সাময়িক বহিষ্কৃত দুই নেতা হলেন- মহানগর বিএনপির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাহী সদস্য ও মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক সালেহ আহমদ খসরু ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর দিনার খান ওরফে হাসু।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুই নেতার অশোভন আচরণ আলিয়া মাঠের সমাবেশকে বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে ওই দুই নেতাকে দলের সবপর্যায়ের পদ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম

হোসাইন বলেন, সাময়িক বহিষ্কৃতদের আগামী ৭ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। সাময়িক বহিষ্কারের এ চিঠির অনুলিপি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর কাছে পাঠানো হয়েছে।

রোববার রাতে দেওয়া দলীয় বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, গত বৃহস্পতিবার ভৈরব থেকে শুরু হওয়া বিএনপির রোডমার্চের আগের রাত সাড়ে ১১টার দিকে কেন্দ্রীয় নেতা ও রোডমার্চের দলনেতা ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঙ্গে তারা বেয়াদবি করেন। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠ পরিদর্শনকালে তারা এমন আচরণ করেন।

কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সিলেটে গৃহবধূ খুন

সিলেট প্রতিনিধি: কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সিলেট মহানগরের ছড়ারপার এলাকায় ছুরিকাঘাতে এক গৃহবধূকে খুন করেছেন মাদকাসক্ত এক যুবক। গত

রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে ছড়ারপার এলাকার জাহাঙ্গির মিয়ার কলোনিতে এ ঘটনা ঘটে। এসময় ওই গৃহবধূর স্বামীকেও ছুরিকাঘাত করেন অভিযুক্ত যুবক।

খুন হওয়া গৃহবধূর নাম জেসমিন বেগম (২২)। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানার কাহেতেরটেকী গ্রামের আরিফ মিয়ার স্ত্রী। তাদের পরিবার ছড়ারপার এলাকার জাহাঙ্গির মিয়ার কলোনিতে ভাড়া থাকে।

অভিযুক্ত যুবক মোঃ শাহারুখ আহম্মেদ তারুল (২৪) সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানার কলাহাটি গ্রামের মোঃ রাজা মিয়ার ছেলে। তিনি জেসমিনের স্বামী আরিফের খালাতো ভাই। ঘটনার পর কোতোয়ালি থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে তারুলকে আটক করেছে।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) উপ-কমিশনার (উত্তর) আজবাহার আলী শেখ (পিপিএম) খুনের বিষয়টি জানিয়েছেন।

জকিগঞ্জ পৌর নির্বাচনে মামলার রায়

দুই ভোটে হেরে মামলা, আড়াই বছর পর আদালতে ৪ ভোটে জয়ী

সিলেট প্রতিনিধি: ট্রাইব্যুনালের রায়ে নির্বাচনের ২ বছর পর সিলেটের জকিগঞ্জ পৌরসভায় মেয়র পদে বিজয়ী হলেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ফারুক আহমদ। নির্বাচনে বিজয়ী এই প্রার্থীকে মাত্র দুই ভোট পরাজিত দেখানো হয়েছিল।

গত বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) নির্বাচনী মামলার এই রায় ঘোষণা করেন সিলেট যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত ও নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারক আরিফুজ্জামান। পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে আদালতের ওয়েবসাইটে রায়ের তথ্য প্রকাশ হয়।

সূত্র জানায়, নির্বাচনে ফলাফলে কারচুপির অভিযোগে করা মামলা চলাকালে উভয়পক্ষের আইনজীবীদের উপস্থিতিতে কয়েক দফায় আদালতে ভোট পুনরায় গণনা করা হয়। এতে স্বতন্ত্র মেয়রপ্রার্থী ফারুক আহমদের বৈধ ভোট হয় ২ হাজার ৭১টি এবং আব্দুল আহাদের বৈধ ভোট হয় ২ হাজার ৬৭টি। বৃহস্পতিবার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে বিজ্ঞ বিচারক রায় ঘোষণা করেন।

বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিনিয়র আইনজীবী গোলাম রব্বানী চৌধুরী ও দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনাল সিলেটের পিপি অ্যাডভোকেট আলী মর্তুজা কিবরিয়া। বিবাদী পক্ষে পরিচালনা করেন সিনিয়র আইনজীবী সামসুল হক।

ফারুক আহমদের আইনজীবী আলী মর্তুজা কিবরিয়া রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আলোচিত এ মামলা দীর্ঘদিন চলার পর ভোট পুনরায় গণনার আদেশ হয়। কয়েক দফায় গণনা শেষে ফারুক আহমদ ৪ ভোটে বিজয় হন। বৃহস্পতিবার মামলার রায় প্রকাশিত হয়েছে। রায়ে ন্যায় বিচার পেয়েছি।

মামলায় ভোটের ফলে বিজয়ী ফারুক আহমদ বলেন, আদালত যে মানুষের শেষ ভরসাস্থল, তা প্রমাণ হলো। রায়ে জনগণের বিজয় হয়েছে। ন্যায় বিচার পেয়েছি। আর ন্যায় বিচার পেতেই আইনি লড়াই চালিয়ে গেছি। এ জন্য আইনজীবিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এ বিষয়ে জানতে জকিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আব্দুল আহাদের মোবাইলে ফোন দিলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়। তার আইনজীবী সামসুল হক বলেন, আব্দুল আহাদের বিরুদ্ধে রায় গেলে পরবর্তী করণীয় তিনি ঠিক করবেন। প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যাবেন। রায় প্রকাশের বিষয়ে তিনি অবগত নন।

২০২১ সালের ৩০ জানুয়ারি জকিগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটের ফলাফলে নারিকেল গাছ প্রতীকের আব্দুল আহাদ ২ হাজার ৮৩ ভোট পান এবং জম মার্কার ফারুক আহমদ পেয়েছিলেন ২ হাজার ৮১ ভোট। মাত্র ২ ভোটে ফেল দেখানোয় কারচুপির অভিযোগ তুলেন প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ফারুক আহমদ।

তিনি জকিগঞ্জ সরকারি কলেজ কেন্দ্র, মধুদত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইডিয়াল কেজি স্কুল কেছরী, মাইজকান্দি মাদ্রাসা কেন্দ্র ও জকিগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল কেন্দ্রের ভোট পুনরায় গণনার জন্য ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেছিলেন।

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ৩ বছর, বিচারকাজে নেই গতি

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া নারীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনায় এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে বিচারকাজ শুরু হয়নি। এঘটনায় দুটি মামলা ৩০ দিনের মধ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বদলির ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বরং এই আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। ফলে দুই মামলার বিচার কার্যক্রম থমকে আছে।

২০২০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিকালে দক্ষিণ সুরমার এক যুবক তার নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে ঘুরতে এসেছিলেন। সন্ধ্যার পর কলেজের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান করছিলেন তারা। এ সময় কয়েকজন যুবক তাদের ঘিরে ধরে। একপর্যায়ে তাদের জোরপূর্বক জিম্মি করে গাড়িতে তুলে কলেজের ছাত্রাবাসের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তারা।

পরে জানা যায়, ধর্ষণকারী ওই যুবকরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। ওই ঘটনায় গত বছরের জানুয়ারিতে ধর্ষণ মামলার ও চলতি বছরের মে মাসে চাঁদাবাজির মামলার অভিযোগ গঠন করা হলেও এখন পর্যন্ত সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুই হয়নি।

ধর্ষণের মামলা দুটি বর্তমানে সিলেটের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আছে। ২০২২ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ মামলা বদলির আদেশ দিয়েছিলেন। চলতি বছরের ২৬ জুন আপিল বিভাগের আইনজীবী হরিদাস পালের স্বাক্ষরিত চিঠিতে বাদীপক্ষের আইনজীবীকে লিভ টু আপিল

করার বিষয়ে জানানো হয়। তবে লিভ টু আপিলের এখনো শুনানি হয়নি।

বাদীপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনার বিচার কার্যক্রম দীর্ঘসূত্রতার দিকে যাচ্ছে। সে সুযোগে আসামিরা জামিনে বের হতে পারেন, শঙ্কা আছে ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়েও।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শহিদুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'মামলা দুটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বদলির জন্য হাইকোর্ট বিভাগ আদেশ দেওয়ার পর রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে লিভ টু আপিল করল কোন স্বার্থে? কার স্বার্থে? ন্যায়বিচারের পক্ষে না বিপক্ষে, সেটা আমরা বুঝতে অপারগ।'

তিনি আরও বলেন, এর মধ্যে উচ্চ আদালতের এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে সরকারের পক্ষে 'অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড' হরিপদ পাল কর্তৃক লিভ টু আপিল করা হয় বলে মামলার বাদিকে নোটিশ করা হয়। ওই নোটিশ প্রায় দুই মাস আগে হস্তগত হয়েছে। এরপর থেকে মামলাটি স্থানান্তরপ্রক্রিয়া থমকে গেছে। এমন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সরকারপক্ষ এ মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে বিলম্বিত করতে চাচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

আদালত সূত্র জানায়, ২০২০ সালের ৩ ডিসেম্বর ছাত্রলীগের আট নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করে মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা ও মহানগর পুলিশের শাহপরান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য।

গণধর্ষণের ঘটনায় সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার চান্দাইপাড়ার তাহিদ মিয়ার ছেলে সাইফুর রহমান (২৮), হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাগুনীপাড়ার শাহ জাহাঙ্গীর মিয়ার ছেলে শাহ মো. মাহবুবুর রহমান রনি (২৫), সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার উমেদনগরের মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে তারেকুল ইসলাম তারেক (২৮), জকিগঞ্জের আটগ্রামের মৃত অমলেন্দু লস্কর ওরফে কানু লস্করের ছেলে অর্জুন লস্কর (২৬), দিরাই উপজেলার বড়নগদীপুরের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৫), কানাইঘাট উপজেলার লামা দলইকান্দির (গাছবাড়ী) সালিক আহমদের ছেলে মাহফুজুর রহমান মাসুম (২৫), সিলেট নগরীর গোলাপবাগ আবাসিক এলাকার (বাসা নম্বর-৭৬) মৃত সোনা মিয়ার ছেলে আইনুদ্দিন ওরফে আইনুল (২৬) ও বিয়ানীবাজার উপজেলার নটেশ্বর গ্রামের মৃত ফয়জুল ইসলামের ছেলে মিজবাউল ইসলাম রাজনকে (২৭) অভিযুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হয়।

ভারতে কানাডার নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : ভারতে বসবাসকারী কানাডার নাগরিকদের সতর্ক করেছে জাস্টিন ট্রুডো সরকার। প্রবাসী কানাডিয়ানদের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দিয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। সেখানে নাগরিকদের ভারতে সাবধানে এবং

সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে বলেছে কানাডা সরকার।

খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের প্রভাব পড়েছে ভারত এবং কানাডার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে। গত কয়েক দিনে একাধিক ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কের অবনতির ইঙ্গিত মিলেছে। ভারতে সমাজমাধ্যমে কানাডাবাসীর প্রতি 'নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি' ফুটে উঠেছে বলে দাবি করা হয়েছে। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভারতে প্রবাসী কানাডিয়ানদের সতর্ক করেছে ট্রুডো সরকার।

কানাডার পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে ওই দেশের নাগরিকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, "কানাডা এবং ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের সাপেক্ষে সমাজমাধ্যমে কানাডার প্রতি কিছু 'নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি' চোখে পড়েছে। কোথাও কোথাও আন্দোলন, বিক্ষোভের ডাকও দেয়া হচ্ছে। দয়া করে সাবধানে থাকুন, সতর্ক থাকুন।"

উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য অনুরূপ একটি পরামর্শমূলক বিবৃতি জারি করেছিল ভারত সরকারও। কানাডায় ভারতীয় নাগরিক, বিশেষত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। তাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল। গত সপ্তাহে কানাডার নাগরিকদের ভিসা দেয়াও বন্ধ করে দিয়েছে ভারত।

গত জুন মাসে কানাডার শিখ নেতা নিজ্জরকে আততায়ীরা গুলি করে খুন করে। তদন্তের পর এই ঘটনায় 'ভারতীয় এজেন্ট'দের হাত আছে বলে হাউস অফ কমন্সে প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেন ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো। কানাডার এক ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কারও করা হয়। এর পরেই ভারত-কানাডার সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। ভারত সরকার কানাডার অভিযোগ উড়িয়ে দেয় এবং এর কড়া বিরোধিতা করে। ভারতে কানাডার এক কূটনীতিককেও পদচ্যুত করে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয় নয়াদিল্লি। ভারতের পালটা অভিযোগ, এ দেশে নিষিদ্ধ খলিস্তানি সংগঠনের সদস্যদের কানাডায় নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে।

কানাডা-ভারত দ্বন্দ্বের প্রভাব যুক্তরাজ্যেও স্পষ্ট

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জারের (৪৫) হত্যাকান্ডে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারত-কানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক। দুই দেশের দ্বন্দ্বের মাশুল গুনছেন সাধারণ শিখ জনগন। শুধুমাত্র পাঞ্জাবে বা নিজ দেশে নয়, প্রবাসী শিখরাও এখন তটস্থ। ঘরে বাইরে সর্বত্রই পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ। প্রতিনিয়ত জীবনের ভয়ও করছে অনেকে। নিরাপত্তাহীনতায় দিন পার করছে কেউ কেউ।

সোমবার রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিখ হত্যাকাণ্ডে হতাশায় পড়েছেন কানাডা নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা শিখ ছাত্ররা। ভিসা জটিলতায় পড়েছেন মহাবিপদে। কানাডায় যেতে ইচ্ছুক এমনই একজন ছাত্র গুরসিমরান সিং (১৯)। তিনি বলেন, "আমরা এখন ভয় পাচ্ছি কানাডা স্টুডেন্ট ভিসা দিবে কিনা বা ভারত সরকার নতুন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে কিনা।"

সন্দীপ সিং (৩১) নামে একজন বলেন, "তরুণদের জন্য মোদি সরকার 'ভয়ের পরিবেশ' তৈরী করেছে। এখন আমরা যদি কোনো আন্দোলন করি তবে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের পাঠাবে না। কারণ তারা ভয় পায় তাদেরসন্তানদের নিজ্জরের মতোই পরিণতি হবে।"

নিজ্জর হত্যা বিতর্কের মাঝেই কানাডার খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। প্রবাসে বসবাসকারী অনেক ভারতীয়ই 'ওভারসিস সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া' কার্ডধারী। অর্থাৎ, তারা ভারতের প্রবাসী নাগরিক। কানাডাতেও এমন বহু প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক আছেন। তবে খালিস্তানপন্থী সভা এবং কার্যকলাপে

যোগ দেওয়ায় এমন ১২ জনের ওসিআই কার্ডের বৈধতা বাতিল করছে ভারত।

এদিকে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দেয়, যাদের ইতোমধ্যে ভিসা আছে, তাদের ছাড়া নতুন করে কানাডার নাগরিকদের জন্য ভারতে আসার ভিসা পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

খালিস্তানি নেতা হত্যায় কানাডা-ভারত দ্বন্দ্বের প্রভাব যুক্তরাজ্যেও স্পষ্ট। ব্রিটিশ শিখরা দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে নানা চাপ অনুভব করছে। কেননা ভারত সরকার প্রকাশ্যে দাবি করেছে, যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষ শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে চরমপন্থা নির্মূল করতে করবে। গুরপ্রীত জোহল নামে একজন আইনজীবী নিজের তিক্ত অতিতের কথা স্মরণ করেন।

তিনি বলেছেন, ছয় বছর আগে গুরপ্রীতের ভাই জগতার একজন সুপরিচিত খলিস্থানপন্থী অধিকার কর্মীকে বিয়ে করতে ভারতে গিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের রামি মান্ডি শহর থেকে তার ভাইকে একটি অপরিচিত গাড়িতে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর থেকেই তিনি ভারতের কারাগারে আছেন। তাকে নির্যাতন করা হয়েছে এবং স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বাধ্য করে সই করানো হয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো তার নাগরিকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, যেখানে যুক্তরাজ্য সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্রিটিশ শিখ সংগঠনগুলো এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিবিসি।

পোল্যান্ডের সেনা আধুনিকীকরণে দুইশ' কোটি ডলার ঋণ দেবে আমেরিকা

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : সাবেক সোভিয়েত জমানার সমরাস্ত্র বাতিল করে আধুনিক অস্ত্র চায় ন্যাটো জোটভুক্ত দেশ পোল্যান্ড। এজন্য দেশটিকে দুইশ' কোটি ডলার ঋণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছে, "পোল্যান্ড আমাদের একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। দেশটির নিরাপত্তা ন্যাটোর পূর্বপ্রান্তের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য জরুরি।"

পোল্যান্ডের সঙ্গে বেলারুশের দীর্ঘ সীমান্ত আছে। বেলারুশ আবার রাশিয়ার বন্ধু দেশ। তাদের নিয়ে ন্যাটো ও ইইউ খুবই চিন্তিত।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে জানিয়েছে, "প্রতিবেশী ইউক্রেনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে পোল্যান্ড কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে। তাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাহায্য ইউক্রেনে পৌঁছেছে।"

রাশিয়ার আগ্রাসনের পর পোল্যান্ড ইউক্রেনকে তাদের যুদ্ধবিমান দিয়েছে, কামান ও গোলাবারুদ দিয়েছে। এবার তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও জোরদার করতে চাইছে।

সাবেক সোভিয়েত আমলের অস্ত্রই তারা ইউক্রেনকে দিয়েছে। এখন তারা আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমরাস্ত্র কিনতে চাইছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পোল্যান্ড যাতে আমেরিকা থেকে অস্ত্র কিনতে পারে, সেজন্য বাইডেন প্রশাসন তাদের ঋণ দিচ্ছে।

পোল্যান্ড এই বছর তাদের জিডিপি'র চার শতাংশ অস্ত্র কেনার জন্য খরচ করতে চাইছে।

এদিকে, খাদ্যশস্য নিয়ে পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেছে। পোল্যান্ড জানিয়েছে, তাদের কৃষকদের স্বার্থে তারা ইউক্রেনের ফসল পোল্যান্ডের বাজারে বিক্রি করতে চায় না। এই নিয়ে ইউক্রেন বিরূপ মন্তব্য করায় পোল্যান্ড জানিয়ে দিয়েছে, তারা আর ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে কোনো সাহায্য করবে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পোল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী দল ভোটের আগে এই মনোভাব নিয়েছে। পোল্যান্ডের পক্ষ থেকে যা দেওয়ার ছিল, তারা তা পুরোটাই দিয়ে দিয়েছে।

আমেরিকা এই ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বোঝাতে চাইছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন জয় পেলে পোল্যান্ডের সুবিধা হবে।

রাশিয়া-চীনের ১৬ প্রতিষ্ঠানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : আবারও বিভিন্ন দেশের মোট ২৮টি প্রতিষ্ঠানের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর আয়তায় রয়েছে ১১টি চীনা ও পাঁচটি রুশ প্রতিষ্ঠান।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার জন্য ড্রোন তৈরিতে ব্যবহৃত খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি করে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। ফলে তাদের কাছে প্রযুক্তি রফতানি করতে পারবে না মার্কিন সরবরাহকারীরা।

রয়টার্স জানিয়েছে, সোমবার চীন, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ও জামার্নির প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এক বিবৃতিতে মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রফতানি নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান অ্যালান এস্তেভেজ বলেছেন, যারা ইউক্রেনে পুতিনের অবৈধ ও অনৈতিক যুদ্ধে সরঞ্জাম সরবরাহ ও সমর্থন করবে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও অর্থপূর্ণ ব্যবস্থা নিতে আমরা কোনো দ্বিধা করবো না।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, চীনের এশিয়া প্যাসিফিক লিংকস লিমিটেড এও রাশিয়ার এসএমটি-আইলজিকসহ নয়টি কোম্পানি রাশিয়ার মেইন ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেট অব দ্য জেনারেল স্টাফের (জিআরইউ) জন্য ড্রোন যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিল।

তদন্তে দেখা গেছে, হংকংভিত্তিক রপ্তানিকারক এশিয়া প্যাসিফিক লিংকস লিমিটেড রাশিয়ার ড্রোন সরবরাহকারীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমদানি সংস্থা এসএমটি আইলজিকের সঙ্গে এই ফার্মটি গত মে মাসে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য ছিল।

সংঘাতপ্রবণ শীর্ষ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র

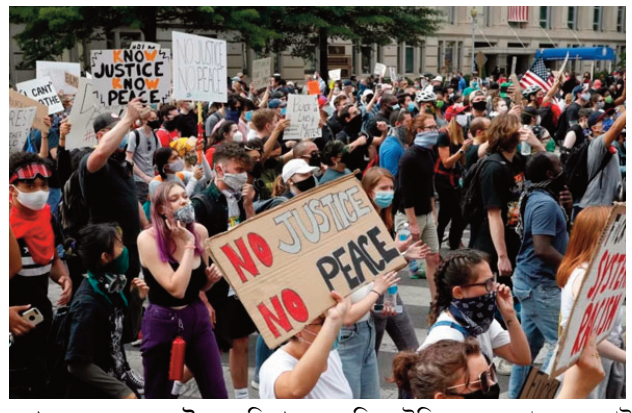

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের সবচেয়ে সংঘাতপ্রবণ ৫০টি দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। যেখানে একমাত্র পশ্চিমা দেশ হিসাবে আছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বজুড়ে গত এক বছরে রাজনৈতিক সহিংসতার মাত্রা নির্ধারণ করেছে এমন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

সম্প্রতি গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্ট (এসিএলইডি)। শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকা।

এসিএলইডি হলো যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তালিকা প্রণয়ন বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের এই তালিকায় আসার অন্যতম কারণ হিসাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটিতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সহিংসতা এবং উগ্র ডানপন্থি গোষ্ঠীগুলোর বিস্তার লাভকে উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ২২তম আর যুক্তরাষ্ট্রকে রাখা হয়েছে সবার নিচে। যুক্তরাষ্ট্রকে রাখা হয়েছে অশান্ত পর্যায়ের দেশের কাতারে।

এসিএলইডি ২০২২ সালের জুলাই থেকে এ বছরের জুলাই পর্যন্ত বিশ্বের ২৪০টির বেশি দেশ এবং অঞ্চল থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে। এ সময়ের মধ্যে সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সহিংসতার ১ লাখ ৩৯ হাজারের বেশি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। এ সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি।

বেশিরভাগ দেশই কমপক্ষে একটি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। তবে এই ৫০টি দেশকে উচ্চ মাত্রার সংঘাতের কারণে 'চরম', 'উচ্চ' ও 'অশান্ত' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সশস্ত্র গোষ্ঠী রয়েছে মিয়ানমারে। দেশটি 'চরম' পর্যায়ভুক্ত হয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এরপরই রয়েছে সিরিয়া ও মেক্সিকো। লিবিয়া, ঘানা, চাদসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার ১৯টি দেশও আছে এ তালিকায়। এসিএলইডির যোগাযোগ বিভাগের প্রধান স্যাম জোনস বলেন, এই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রমাণ করে, রাজনৈতিক সহিংসতা শুধু দরিদ্র বা অগণতান্ত্রিক দেশেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়।

খালিস্তানিদের যে কারণে এড়াতে পারেন না ট্রুডো

মার্ক জুর্গেনসমেয়ার

কানাডার মাটিতে একজন শিখ নেতার হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে ভারত ও কানাডার মধ্যে পালটাপালটি কূটনীতিক বহিষ্কারের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলছে। শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের পেছনে নরেন্দ্র মোদির সরকারের হাত থাকার 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' পাওয়া গেছে বলে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো দাবি করার পরই এই সংকট ঘনীভূত হয়।

ভারতের পাঞ্জাবকে শিখদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা নিজ্জরকে গত ১৮ জুন ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একটি সংস্কৃতি কেন্দ্রের বাইরে গুলি করে হত্যা করা হয়। খালিস্তান আন্দোলনের বিষয়টি দীর্ঘদিন আলোচনার বাইরে থাকলেও নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের জের ধরে এই প্রসঙ্গ পূর্ণমাত্রায় ফিরে এসেছে।

'খালিস্তান' অর্থ 'পবিত্রভূমি'। শিখ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'খালসা' বলা হয়। এটিও 'খালিস্তান' নামকরণের পেছনের একটি কারণ। উত্তর ভারতের এক কোটি ৮০ লাখ শিখের আবাসভূমি পাঞ্জাবকে শিখ সম্প্রদায় স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে দেখতে চায়। ভারতের বাইরে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বাস করা ৮০ লাখ শিখও এই দাবিকে সমর্থন করে যাচ্ছেন।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্র করার ধারণা নিয়ে দেশ ভাগ করার অনেক আগে থেকেই শিখ সম্প্রদায় নিজেদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলন করে আসছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, মুসলমানদের জন্য যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, সেভাবে তাঁদের জন্যও 'শিখিস্তান' কিংবা 'খালিস্তান' নামের একটি ভূখণ্ড দেওয়া হোক।

যেহেতু পাঞ্জাবেই তাদের মূল আবাস, সেহেতু সেখানেই তাঁরা তাঁদের সেই স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতের দিক থেকে এই ধারণার বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়ছিল। সে সময় পাঞ্জাবকে এমনভাবে দুই ভাগ করা হয়েছিল যাতে তার এক ভাগ পাকিস্তানে পড়ে আর এক ভাগ ভারতে পড়ে। এর ফলে শিখদের অখণ্ডতাকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল।

কিন্তু শিখরা তাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও দাবির জায়গা থেকে সরেননি। কারণ তাঁদের কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হলো, শিখদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শ একে অপরের পরিপূরক। তাঁদের বিগত পাঁচ শ বছরের ইতিহাসে তাঁরা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ঔপনিবেশিক আমলে তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন।

১৯৬০-এর দশকে শিখ আন্দোলনের পুনর্জাগরণ হয় এবং তারা পাঞ্জাব রাজ্যের সীমানা পুনরায় নির্ধারণ করে সেটিকে অখণ্ড পাঞ্জাব হিসেবে গড়ে তুলে সেখানে তাঁদের জন্য আলাদা রাজ্য গঠনের দাবি তোলেন। তাঁদের আন্দোলন আংশিক সফল হয়েছিল এবং তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার পাঞ্জাবি সুবা গঠন করেছিল।

পাঞ্জাবি সুবার সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল পাঞ্জাবি ভাষাভাষীদের (যাদের বেশির ভাগই ছিল শিখ সম্প্রদায়ের) বসতি এলাকার ভিত্তিতে। পুনর্গঠিত পাঞ্জাবে এখন যারা বাস করেন তাঁদের ৫৮ শতাংশ শিখ সম্প্রদায়ের।

১৯৮০ এর দশকে ভারত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 'খালিস্তান' রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে শিখদের নতুন আন্দোলন শুরু হয়। ওই সময় অনেক শিখ নেতা সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত হন কারণ তাঁরা শিখদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র চাচ্ছিলেন। শিখ সংখ্যাগুরু ভারতীয় রাজ্য তাঁদের চাওয়া ছিল না।

ওই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে শিখ মিলিশিয়াদের সংঘাতে কয়েক হাজার প্রাণহানি ঘটেছিল। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে অপারেশন ব্লু স্টার পরিচালনা করা হয়। সেই অভিযানে খালিস্তান আন্দোলনের শীর্ষ নেতা জারনেইল সিং বিন্দারানওয়ালেসহ বহু শিখ নেতা নিহত হন।

এই ঘটনায় শিখদের ক্ষোভ চূড়ান্ত মাত্রায় রূপ নেয়। এর কিছুদিন পরই ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর দুই শিখ দেহরক্ষী গুলি করে হত্যা করেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে শিখদের আন্দোলন কার্যক্রম আবার ঘনীভূত হচ্ছে এবং ভারত সরকার আবার ১৯৮০ এর দশকের মতো সহিংসতা ফিরে আসার শঙ্কা করছে।

সেই ধরনের সমস্যা যাতে মহিরুহ হওয়ার আগে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া যায়, সে কারণে নরেন্দ্র মোদি আন্দোলনকে দানা পাকানোর আগেই শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

প্রশ্ন হলো, খালিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক কী?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আবার অতীতে ফিরতে হবে। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের জের ধরে ১৯৯০ এর দশকে ভারত সরকার শিখ সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক অভিযান চালানোর পর শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা পালিয়ে কানাডায় চলে যান।

সেখানে থাকা প্রবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা খালিস্তান আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে খালিস্তানিদের স্বাগত জানান। আগে থেকেই ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও অন্টারিও এলাকায় শিখদের বাস ছিল। ভারত থেকে নতুন করে পালিয়ে যাওয়া শিখদের উপস্থিতি সেখানে খালিস্তান আন্দোলনকে নতুন করে উজ্জীবিত করে।

শিখরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সুবিধার বিবেচনায় কানাডা এসেছিলেন তা নয়। কানাডায় বাস করে অবাধে রাজনৈতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকায় তাঁরা কানাডাকে নিরাপদ দেশ মনে করেছিল। ভারতে যেহেতু খালিস্তান আন্দোলন নিষিদ্ধ সেহেতু আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে তাঁরা কানাডার মাটিকে অধিকতর নিরাপদ মনে করেছেন। খালিস্তান গঠনের ধারণা নিয়ে বিশ্বের সবখানে ছড়িয়ে থাকা শিখ সম্প্রদায়ের লোক কানাডায় তৎপর আন্দোলনকর্মীদের সমর্থন দিয়ে আসছেন।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন জাগে। সেটি হলো, এই খালিস্তিনি আন্দোলনের প্রতি কানাডা সরকারের কোনো সহমর্মিতা আছে কি?

কানাডার মোট জনসংখ্যার ২.১ শতাংশ লোক শিখ সম্প্রদায়ের। তাঁরা ভারতে বসবাসরত শিখদের চেয়েও সংখ্যায় বেশি।

কানাডায় বসবাসরত এই শিখরা সে দেশের রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ভারতের মন্ত্রিসভায় যতজন শিখ আছেন তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিখ আছেন কানাডার মন্ত্রিসভায়।

জাস্টিন ট্রুডো যদিও ভারতের সরকারকে আশ্বস্ত করেছে, তাঁর সরকার যে কোনো সহিংসতার সাজা নিশ্চিত করবেন; পাশাপাশি তিনি কানাডাবাসীকেও আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর সরকার যে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে সম্মানের চোখে দেখবে এবং শিখদের তাঁদের দাবি দাওয়ার কথা বিনা বাধায় বলতে দেবেন।

তবে আশার কথা হলো, কানাডা ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক আছে। চীন ইস্যুতে এই দুই দেশের মধ্যে অভিন্ন কৌশলগত নীতি রয়েছে। তাই এই উত্তেজনাকর অবস্থা হয়তো খুব বেশি দিন থাকবে না।

কিন্তু নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার যেহেতু হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঘোর সমর্থক, সেহেতু তারা শিখদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে মনে করে।

সম্প্রতি ভারত সরকার জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়া অতিথিদের স্বাগতিক দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' উল্লেখ না করে 'ভারত' উল্লেখ করেছে।

এই 'ভারত' কথাটি মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। একই সঙ্গে এটি ভারতে বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোয় বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলেও মনে করা হয়।

কানাডায় শিখদের জনসংখ্যাধিক্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জাস্টিন ট্রুডো তাঁর দেশে বসবাসরত শিখদের হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করার অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

এটিই দুই দেশের সম্পর্ককে অনেকখানি তিক্ত করে তুলেছে। তবে আশার কথা হলো, কানাডা ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক আছে। চীন ইস্যুতে এই দুই দেশের মধ্যে অভিন্ন কৌশলগত নীতি রয়েছে। তাই এই উত্তেজনাকর অবস্থা হয়তো খুব বেশি দিন থাকবে না।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া : ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত: মার্ক জুর্গেনসমেয়ার ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান ও বৈশ্বিক পাঠ-এর একজন অধ্যাপক।

গেলাসের অর্ধেক ভরা ছিল, এখন গেলাসটা কই

আনিসুল হক

আপনি একজন আশাবাদী মানুষ। গেলাসের অর্ধেকটা ভরা আর অর্ধেকটা খালি থাকলে আপনি বলেন, অর্ধেকটায় পানি, বাকিটায় বাতাস। আর পুরোটা খালি হলে আপনি বলেন, বাহ্, একটা গেলাস প্রস্তুত, এটা এখন আমরা যেকোনো ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারব।

যেকোনো সংকটের মধ্যেও আপনি খুঁজে বের করেন ঘটনার কোনো একটা ভালো দিক। গুলি খেয়ে মানুষ মরে গেলেও আপনি বলেন, যাক, চোখটা তো বেঁচেছে! দেশে আলুর দাম বেড়ে গেছে। আপনি ভাবছেন, যাক, পচা আলু নিক্ষেপের ঘটনা তো ঘটবে না। ডিমের দাম বেড়ে গেলে আপনি হাঁপ ছাড়েন, আচ্ছা, তাহলে সেদ্ধ ডিম খেরাপির ঘটনা কমবে। পেঁয়াজের দাম বাড়লে আপনার ভাবনায় আসে, গোপাল ভাঁড় আর বলতে পারবেন না, ছেলে ভালো, তবে দোষ একটাই, শুধু পেঁয়াজ খায়।

আপনার মতো আশাবাদী মানুষ কিন্তু কোনো দুর্ঘটনার খবরও বলবেন আস্তে আস্তে। আমার ইনবক্সে একটা কৌতুক এসেছে। এটা আগে বলে নিই।

সরকারের একজন মুখপাত্র বললেন, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া দেশের সব খবরই ভালো। দেশের মানুষ পরম সুখে আছে। অর্থমন্ত্রী নিশ্চিন্তে আছেন, তাঁর ঘুম ঠিকঠাক হচ্ছে, এত ভালো চলছে দেশ যে, তাঁকে অফিসও করতে হয় না। বাইডেনের সঙ্গে সেলফি উঠে গেছে, শুধু তা-ই নয়, এখন আমেরিকার রাজধানীতে চলছে বাইডেনের সঙ্গে নৈশভোজ। দেশে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না, এলসি খোলা যাচ্ছে না, অভিবাসী শ্রমিকেরা বিদেশ যাবেন, দুটো ডলার কেনার জন্য হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, আলু-পেঁয়াজ-ডিমের দাম গেছে বেড়ে, তাতে কী, এসবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এরই মধ্যে ব্যাংক থেকে আজগুবি ঋণ, বন্ধ কারখানার জন্য ঋণ, ঠিকানাবিহীন বেনামা প্রতিষ্ঠানকে শত শত কোটি টাকা ঋণ দেওয়া চলছে। চলছে, চলবে, চলছে, চলবে...আসলে এ কটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই কটা ছাড়া দেশ ভালো আছে, মানুষ সুখে আছে।

এই কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দেশ ভালো আছে নিয়ে কৌতুকটা হলো:

কলকাতায় চাকরি করেন বাঙালি বাবু। থাকেন মেসে। বাড়ি গ্রামে। মাঝেমধ্যে বাড়ি যান। মাসে-দুই মাসে এক-আধবার। তো মাঝখানে বাবু বাড়ি যেতে পারেননি। বাড়ি থেকে লোক চলে এসেছে কলকাতার মেসে।

বাবু বললেন, কী রে? তুই এত সকাল সকাল। সারা রাত জার্নি করে এসেছিস, ব্যাপার কী? খবর ভালো তো?

বার্তাবাহক বলল, হ্যাঁ বাবু। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া খবর সব ভালো।

কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা? কী বিচ্ছিন্ন ঘটনা?

'তেমন কিছু নয় বাবু। ঘাবড়াবেন না। কোদালটা ভোঁতা হয়ে গেছে।'

'কোদাল ভোঁতা হয়েছে? কীভাবে?'

'আপনার প্রিয় ঘোড়াটাকে আপনি বলেছিলেন মারা গেলে মাটিতে পুঁততে। তা ঘোড়াটা মরে গেল। আমি কোদাল নিয়ে চললাম পাথুরে জমিতে। গর্ত খুঁড়তে। গেল ভেঙে কোদাল।'

'কিন্তু ঘোড়াটা স্বাস্থ্যবান ছিল। বয়সও তেমন নয়। মরল কী করে?'

'আরে আপনার প্রিয় ফজলি আমের গাছটা ওর ওপরে পড়ল যে!'

'সে কী! কীভাবে?'

'ওই যে আমি আমগাছটা কুড়াল দিয়ে কাটতে গেলাম।'

'তুই আমার প্রিয় আমগাছ কাটবি কেন?'

'আপনার মা যে বলে রেখেছেন, তিনি মারা গেলে আগুন যেন ওই আমগাছের কাঠ দিয়েই হয়!'

'মা আর নেই! কী বলিস। কী হয়েছিল!'

'নাতির শোক সামলাতে পারবেন কী করে। কত আদরের নাতি ছিল তার!'

'কী বলিস। আমার বুকের মানিক আর নেই!'

'কী করে বাঁচবে বলুন। দুগ্ধপোষ্য শিশু। মায়ের দুধ বিনা কি বাঁচতে পারে!'

'মানে! কী বলছিস।'

'হ্যাঁ। কী বলব! বউদি তো জমিদারের মাতাল ছেলেটার হাত ধরে ভেগে গেছে! দুধের শিশুটাকে কেউ এইভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে। সাত গ্রামে ঢিঢি পড়ে গেছে!'

এবার আমি আশাবাদের খবরটা দিই। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৫। আর মূল্যস্ফীতি কমবে। এ বছর মূল্যস্ফীতির হার গড়ে ৬ দশমিক ৬-এ নেমে আসতে পারে, গত অর্থবছরে যা ছিল ৯ শতাংশ। এই পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবির নতুন ডেভেলপমেন্ট আউটলুক।

এই আশার কথায় আপনার মতো আশাবাদী মানুষও কি আশা দেখছেন? দেশের মানুষ কষ্টে আছে, দেশে ডলারে আক্রা, ব্যাংক খালি করে ফাঁপা বানানো হচ্ছে, ডেঙ্গুতে মানুষ মারা যাচ্ছে কাতারে কাতারে, এবং বাজারে স্যালাইন নেই; এর মধ্যে কি আপনি কোনো আশার কথা বলতে পারছেন!

হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, এখন প্রকৃত আশাবাদীর পক্ষে আর কিছুই করার নেই, কেবল হতাশ হওয়া ছাড়া। আপনিও কি তা-ই বলবেন!

আশাবাদী বলবেন, গ্লাসটার অর্ধেক ভরা।

হতাশাবাদী বলবেন, গ্লাসটার অর্ধেক খালি।

বিশ্লেষক বলবেন, অর্ধেকটা নিয়ে গেছে ঋণখেলাপিরা, বাকিটা নিয়ে যাবে লুটেরারা।

পাবলিক কোনো গেলাস দেখে না। তস্কর গেলাসটুকুনও নিয়ে ভেগে গেছে। জনগণ হাঁ করে আকাশের মেঘ খুঁজছে, কখন বৃষ্টি আসবে।

কবি বলেছেন, মেঘ দেখে তোরা করিস নে ভয়, ভেতরে তার বৃষ্টি আছে।

আনিসুল হক : প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক

ইইউ পার্লামেন্টে প্রস্তাব ও নির্বাচনে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর বার্তা কী

২০১৮ সালে পরিবেশ না থাকা এবং সংঘাতের কারণ দেখিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠায়নি। নির্বচনের পরে কিছু সমালোচনা করেছে। বস্তুত ২০১৪ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ইইউ বাংলাদেশে একটি 'ডিপ্লোম্যাটিক ভ্যাকুয়াম' বা কূটনৈতিক-শূন্যতা বজায় রেখেছিল। 'ওয়ার অন টেরর' বা জঙ্গিবাদ প্রশ্নে ইইউ বাংলাদেশে ভারতীয় অবস্থানকে সমর্থন দিয়ে গেছে, এর সব সুফল আওয়ামী লীগ পেয়েছে। এবং বলা যায় এর সুযোগ নিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংকুচিত করা, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে পশ্চিমাদের 'দেখেও না দেখার ভান' করার অবস্থানকে কাজে লাগিয়েছে। তবে ২০২৪ সালের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর ভিন্ন তাৎপর্য আছে। কারণ, সামনে 'জিএসপি প্লাস ডিল' বা অগ্রাধিকার বাজার সুবিধা নিয়ে দর-কষাকষি চলছে।

২০১৪-২১ সময়কালে ইইউ বাংলাদেশের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ন, তৈরি পোশাকশিল্পে কাজের পরিবেশের উন্নয়ন, গ্রিন ফ্যাক্টরি, ওষুধশিল্প সম্প্রসারণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষাসহ বেশ কিছু আর্থসামাজিক খাতে কাজ করেছে। এ সময় দেশের বেশ কিছু ফ্যাক্টরিকে অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সের মানে উত্তীর্ণ করতে ভূমিকা রেখেছে, চাপ দিয়েছে তারা। সামান্য কিছু খাতে ব্যবসা করেছে, যেমন কারিগরি প্রযুক্তি বিক্রয়, সামরিক ক্রয়, স্যাটেলাইট ক্রয়, নতুন করে ১০টি এয়ারবাস অর্ডার।

তবে ২০১৮ নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমারা মেনে নেয়নি এবং এখনো সেই নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণই মনে করে। এশিয়ায় পশ্চিমাদের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ভারতের আগ্রহে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৮ সালে বিএনপি নিজেও নির্বাচনে গিয়েছে এবং সরকারের আশ্বাসে মনে করেছিল যে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে। এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতায় তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করে নির্বাচনে যাবে না বলেছে। বিরোধীদের ওপর গায়েবি মামলা ও বিচারিক হয়রানির ব্যাপারটাও ইইউর নজরে এসেছে। দেশের শীর্ষ পত্রিকা প্রথম আলো বলছে, বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭১টি মামলা রয়েছে, এসব মামলায় আসামির সংখ্যা ৪০ লাখের ওপরে। নাজুক মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক গণহয়রানির সংবাদ নিউইয়র্ক টাইমস -এ চলে গেছে বলে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইইউ পার্লামেন্টের ছয় সদস্য ভাইস প্রেসিডেন্টকে কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছেন, জোসেফ বোরেল সে চিঠির উত্তরও দিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের পরে ফ্রান্স ও জার্মানিও বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে। ইইউ ভাইস প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদ্বেগ জানিয়েছেন। সর্বশেষ অবস্থান হচ্ছে, ইইউ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ বিষয়ে একটি প্রস্তাবও পাস হয়েছে, অর্থাৎ ইইউ 'ডিপ্লোম্যাটিক মোশন' নিয়েছে।

ইইউ পার্লামেন্টের প্রস্তাবে মানবাধিকারসহ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি বাংলাদেশের জন্য ইইউর অবাধ বাজার সুবিধা 'এভরিথিং বাট আর্মস' (ইবিএ) ' অব্যাহত রাখা যৌক্তিক কি না, সেই প্রশ্নও স্পষ্টভাবে উঠেছে। 'ইবিএর অধীনে বাংলাদেশকে বাণিজ্যের যে শুল্কসুবিধা দেওয়া হয়, তা শর্তযুক্ত।' ইইউর ইবিএ সুবিধার সঙ্গে শ্রমিকের অধিকার, নারীর অধিকার, পরিবেশগত দূষণ-সম্পর্কিত বিষয়ও রয়েছে। মূলত যেসব দেশ মানবাধিকার, সুশাসন, দুর্নীতি দমন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আন্তর্জাতিক শর্ত মেনে চলে, তাদেরই কেবল এই সুবিধা দেওয়া হয়।

মানবাধিকার প্রশ্নে ইইউ পার্লামেন্টের প্রস্তাবের সরাসরি প্রভাব রপ্তানিকারকদের ওপর পড়ে থাকে। শ্রীলঙ্কায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রশ্নে ইইউ সুবিধাটি বন্ধ করে দিয়েছিল, যার দূরতম প্রভাব রয়েছে দেশটির সাম্প্রতিক চরম অর্থনৈতিক সংকটে, যেখানে দেশটির নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে হয়েছিল। কম্বোডিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় নির্বাচনের আগে শুল্ক-সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একইভাবে পাকিস্তানকে দেওয়া সুবিধাও ইইউ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেও এ ধরনের সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়।

বাংলাদেশের মোট পণ্যের ৪৮ শতাংশই যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে বলে দেশের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টের প্রস্তাবকে খুবই জোরালো সতর্ক সংকেত বলে উল্লেখ করেছেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য (১৭ সেপ্টেম্বর ২৩, সমকাল), এখানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, মানবাধিকারকর্মী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাজের নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি সরকারকে ২০২৪ সালের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার আহ্বানও তাদের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশকে সুষ্ঠু নির্বাচন ও মানবাধিকার প্রশ্নে উদ্যোগ নিতে হবে।

মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে ব্রাসেলসের ইইউর সদর দপ্তর ও ঢাকায় একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হলেও সরকারের মধ্যে 'ডিপ্লোম্যাটিক মোশন' নিয়ে বোঝাপড়ায় গভীর ঘাটতি আছে। সরকার মনে করছে, বিএনপির তৎপরতা এবং লবিস্ট নিয়োগের ফলে এসব হচ্ছে। বাস্তবে ইইউতে চাপ তৈরিতে অনেকগুলো পক্ষ কাজ করছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভূমিকাই এখানে মুখ্য। পাশাপাশি রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদক্ষেপ। অভিবাসী বাংলাদেশি ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপে অবস্থানরত বাংলাদেশি ফোরাম ব্রাসেলসে মিটিং করছেন। পাশাপাশি বিএনপিও টুকটাক সচল। এর বাইরে আছে, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার সূচক, ভি-ডেম ডেমোক্রেসি সূচক, আন্তর্জাতিক ওয়াচডগ গ্রুপ 'সিভিকাস মনিটর', জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার মতো বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন ও উদ্বেগ।

ইইউতে বাংলাদেশ বিষয়ে কার্যকর প্রভাব তৈরির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে বিএনপি সবচেয়ে ম্রিয়মাণ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো সবচেয়ে সচল। এ ক্ষেত্রে সরকার যদি মনে করে বিএনপি সব করছে এবং এ ধরনের ভুল হিসাব-নিকাশ বাংলাদেশের সুনাম ও ব্যবসার সমূহ ক্ষতি করবে। সরকার নির্বাচন সুষ্ঠু ও মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত করতে কাজ না করে উলটো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত দেশের দুই শীর্ষ মানবাধিকার কর্মীকে বিচারিক সাজা দিয়েছে। র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞায় বিএনপি ও নাগরিক সমাজের কোনো ভূমিকা কাজ করেছে এমন ভাবা চরম বোকামি। মূলত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রবল চাপে যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাবের ওপর দুটি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ইইউতেও এই চাপ অব্যাহত রয়েছে। সরকার এটা না বুঝে বিভিন্ন পর্যায়ে লবিস্ট নিয়োগ করে ডলার-সংকটের কালেও ডলার নষ্ট করে গেছে। বাস্তবতা হচ্ছে, অন্য কেউ কিছু না করলেও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রবল চাপে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা আসতে থাকবে।

পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শেখ হাসিনার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনে আস্থা হারানোর বার্তা দিয়েছে। তারা স্পষ্ট করে বলেছে, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নেই এবং বিষয়টি তারা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে। এর ফলে সরকারের পক্ষে এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) বা ইইউ জিএসপি বন্ধ হলে ইন্টারমিডিয়েট জিএসপি প্লাস নেগোসিয়েশনের সক্ষমতাও কমে যাবে।

ব্রাসেলসে ইইউ সদর দপ্তরে যে বা যারা বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন, তাঁদের আগ্রহের বিষয় যা-ই হোক, ইইউর দিকে থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু রাখা হয় চারটি–১. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরায় সচল করা; ২. গুম, খুন ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন; ৩. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তৈরি অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নাগরিক সমাজের সক্রিয়তার জন্য পরিসর বাড়ানো; ৪. শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়ন।

এটা দৃশ্যমান যে ইইউ সরকারের উন্নয়নের বয়ানকে গ্রহণ করছে না, বরং কিছু কিছু জায়গায় একে গালগল্প হিসেবে বিবেচনা করছে! বাংলাদেশের উন্নয়ন যে টেকসই নয়; বরং বৈষম্যপূর্ণ এবং পরিবেশবান্ধব নয়–সেই বার্তা পশ্চিমে পৌঁছে গেছে। কিছুদিন আগে জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার ঢাকায় এসে বলে গেছেন, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অগ্রগতি 'ভঙ্গুর'। ফলে ইইউর ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপ অফিস এবং এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসে ভিন্ন বার্তা পৌঁছে গেছে। বর্তমান সরকারের অধীনে সংবাদমাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থা এবং নাগরিক সমাজ স্বাধীনভাবে সক্রিয় থাকতে পারছে না–এই বার্তা এখন পশ্চিমের সবখানে পৌঁছে গেছে। এর সমাধান লবিস্টের পেছনে ডলার ব্যয় কিংবা দেনদরবার নয়, বরং গণতন্ত্রের পরিসর বাড়ানো এবং গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত করা।

বাংলাদেশে কোনো সচল ট্রেড ইউনিয়ন নেই। বাংলাদেশ বিগত দশকে ইইউকে ৫০ শতাংশ কারখানায় ট্রেড-ইউনিয়ন সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও ১ শতাংশ কারখানাতেও সেটি বাস্তবায়ন করেনি; বরং শ্রমিকদের যাঁরা ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ইইউ এসব ঘটনার বিস্তারিত জেনে গেছে এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো মানবাধিকার সংস্থা এসব নিয়ে বিশদ কাজ করে প্রতিবেদন দিয়েছে। ফলে পশ্চিমারা ২০১৮ সালে বাংলাদেশ প্রশ্নে যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি নিয়েছিল তেমন কোনো সুখকর পরিস্থিতি বর্তমান সরকারের জন্য নেই।

নির্বাচন, গুম, খুন ও নাগরিক সমাজের সক্রিয়তার পরিসরকে সংকুচিত করে ফেলার মতো ইস্যুগুলোর পাশাপাশি শ্রমিক অধিকারের বিষয়গুলো এই মুহূর্তে বাংলাদেশ-ইইউর আলোচনার মূল অ্যাজেন্ডা। সরকার হয়তো এসব থোড়াই কেয়ার করে জোর করে নির্বাচনের চেষ্টা চালিয়ে যাবে; কিন্তু দেশের রপ্তানি, ব্যবসা ও বিনিয়োগের ওপর এর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সবশেষে ইইউ পার্লামেন্টের প্রস্তাবে বিরোধীদের জন্য বার্তা কী? মার্কিন ভিসা নীতি কিংবা ইইউ পার্লামেন্টের উদ্যোগে বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চসহ বিরোধী দলের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিদেশনির্ভর করে ফেলার কোনো বার্তা নেই। ফলে বিদেশিদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা না করে দেশের ভেতরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে কার্যকর এবং লাগাতার শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন করা ছাড়া বিরোধীদের সামনে কোনো পথ নেই। বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে মানুষের চলমান সংকট সমাধানে তারা কী করবে, কতটা করবে–তা সাধারণ জনগণের কাছে পরিষ্কার নয়।

ভোটাধিকারের বাইরেও আন্দোলনের যৌক্তিকতা তৈরি করতে হবে, যেখানে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, যাপিত জীবনের কষ্ট, উচ্চ খাদ্যমূল্য এবং বেকারত্ব-সংকটের সমাধানকেন্দ্রিক সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকা জরুরি। প্রতিষ্ঠানগুলো যেহেতু অকার্যকর হয়ে গেছে তাই মানুষকে সম্পৃক্ত করা গণ-আন্দোলন ছাড়া গণতন্ত্র মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

জেলেনস্কির জন্য এটাই কি শেষ হাসি?

স্টিফেন ব্রায়েন

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর কয়েকটি সদস্য দেখতে চেয়েছিল, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সঙ্গে শান্তির পথে যেতে পারেন কি না। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা হাতছাড়া হয়েছে। ভলোদিমির জেলেনস্কি জাতিসংঘ ও ওয়াশিংটন সফরে গেছেন, যাতে যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার মতো সমর্থন তিনি আদায় করে নিতে পারেন। সুনির্দিষ্টভাবে এই সফরে মার্কিন কংগ্রেসে ইউক্রেনকে সামরিক খাতে নতুন করে সহায়তার জন্য যে ২৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে, সেটার যাতে অনুমোদন মেলে, সেই চেষ্টা করবেন।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে যেকোনো অর্থবিল পাস হয়। এ মুহূর্তে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এত বড় অঙ্কের অর্থ ছাড় করা কঠিন।

বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনের জন্য প্রতিশ্রুত সহায়তার ১৩ দশমিক ১ বিলিয়ন সামরিক সহায়তা, ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন মানবিক সহায়তা এবং ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছে।

কিয়েভ ছাড়ার আগমুহূর্তে জেলেনস্কি তাঁর ছয়জন উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করেন। এই পদক্ষেপ এটা প্রমাণ করে যে বাইডেন প্রশাসন খোলা হাতে ইউক্রেন সরকারকে যে সহায়তা দিয়ে চলেছে, তার একটা বড় অংশ গায়েব হয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেনকে দেওয়া সহায়তার ঠিকমতো ব্যয় হচ্ছে কি না, সেটা নিরীক্ষার পথ বন্ধ করে রেখেছে বাইডেন প্রশাসন।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে যেকোনো শান্তি প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো অস্ত্র-গোলাবারুদের ভান্ডার ফুরিয়ে আসার আগের ঘটনা। একই সঙ্গে পুতিনকে ছুড়ে ফেলার চেষ্টার আগের ঘটনা। ব্যর্থতার খেসারত হিসেবে ওয়াশিংটন ও ন্যাটো ইউক্রেনীয় বাহিনীকে অস্ত্র তুলে দিয়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চেয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভাঙার ক্ষেত্রে বিরাট কোনো সাফল্য আসেনি। ইউক্রেনের এরই মধ্যে তাদের কৌশলগত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মজুত বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। জাপোরিঝঝিয়া ফ্রন্টে ২৫তম এয়ার মোবাইল ও ৮২তম এয়ার অ্যাসলট–গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি ব্রিগেডের অনেক সৈন্য ও সরঞ্জাম খুইয়েছে। এ দুটি ব্রিগেডের বেশির ভাগ অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান দিয়েছিল ন্যাটো। তা সত্ত্বেও যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখাতে না পারায় তাদের প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে।

অন্যদিকে যুদ্ধ যদি নতুন ফ্রন্টে বিস্তার হয়, সেটা হবে ইউক্রেনের জন্য ভয়ংকর। তাদের এখন এমনিতেই জনবল ও সামরিক রসদের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। ইউক্রেনের বর্তমান সরকারের সেই চাপ নেওয়ার সক্ষমতা কতটা রয়েছে, সেটা কেউই জানে না। ইউক্রেনের কতজন সেনা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চাইবেন, সেটাও পরিষ্কার নয়।

ইউক্রেনের পা া আক্রমণ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, ততই তাদের জনবল ও সামরিক সরঞ্জাম দরকার পড়ছে। প্রতিবেদন বলছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী প্রতিদিন এক হাজারের বেশি সেনা হারাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর কয়েকটি সদস্যের এটা ভালো করে জানা উচিত যে ইউক্রেন যে সামরিক কৌশল নিয়েছে, সেটা আসলে কাজ করছে না। যদিও ন্যাটোর সরবরাহ করা গোয়েন্দা তথ্য ও অন্যান্য উপাত্তের ওপর ভিত্তি করেই সামরিক কৌশল প্রণয়ন করে ইউক্রেন।

যেকোনো দেশ কিংবা ব্যক্তি একটি শান্তি পরিকল্পনা দিতে পারে অথবা মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসতে পারে–এ ধরনের কয়েকটি প্রচেষ্টা প্রাথমিক পর্যায়েও আছে। ইউক্রেনের দিক থেকে কয়েকটি শর্ত আছে।

এক. ভলাদিমির পুতিনের সঙ্গে ইউক্রেন কোনো আলোচনায় যাবে না। তবে রাশিয়ার সঙ্গে তারা আলোচনা করতে পারে। ইউক্রেন সরকার এ বিষয়ে ফরমান জারি করেছে, যেখানে সই করেছেন জেলেনস্কি।

দুই. কোনো পরিস্থিতিতেই ইউক্রেন তাদের এক ইঞ্চি ভূমিও কারও কাছে ছেড়ে দেবে না। ক্রিমিয়া থেকে দনবাস–কোনো অঞ্চলই তারা ছাড় দেবে না। যদিও প্রথম পর্যায়ে ক্রিমিয়ার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় সম্মত ছিল কিয়েভ।

তিন. ইউক্রেনের দাবি হলো, রাশিয়ান সব সৈন্যকে ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়তে হবে। পুতিনসহ সব যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

চার. ন্যাটোর কাছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা অথবা সদস্যপদ চায় ইউক্রেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদও চায় কিয়েভ, কিন্তু মাঝপথেই সেটা থমকে আছে। যুক্তরাষ্ট্র কিয়েভের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য কাজ করছে দাবি করলেও বাস্তবে সেই প্রচেষ্টায় স্থবিরতা এসেছে।

এই ফাঁকে ইউক্রেন ন্যাটোর কাছে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ দূরপাল্লার অস্ত্র চেয়েছে, যাতে রাশিয়ার ভূখণ্ডে তারা হামলা চালাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমজিএম-১৪০ এটিএসএমএস ক্ষেপণাস্ত্র এবং জার্মানির কাছে টাওরাস ক্ষেপণাস্ত্র চেয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির কেউই এ ধরনের অস্ত্র দিতে এখন পর্যন্ত সাড়া দেয়নি। যাহোক, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ড ইউক্রেন যাতে রাশিয়ার অতি মূল্যবান স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালাতে পারে, সে জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ন্যুল্যান্ডের প্রচেষ্টা যদি জয়ী হয়, তাহলে এমজিএম-১৪০ এটিএসএমএস ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেন পাবে।

বাস্তবে সেটা ঘটলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাশিয়ার যে উদ্দেশ্য, তাতে প্রভাব ফেলবে। রাশিয়া এখন দনবাস, খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া অঞ্চল ও ক্রিমিয়াতে বেশির ভাগ লড়াই কেন্দ্রীভূত রেখেছে। কিন্তু রাশিয়ার নেতারা বারবার করে বলছেন, ইউক্রেনে সরকার পরিবর্তন, ওদেসাসহ অন্য শহরগুলোতে যুদ্ধের বিস্তার ঘটাতে। সেটা করতে হলে রাশিয়াকে সেনাবাহিনীতে আরও সেনা নিয়োগ দিতে হবে এবং নতুন নতুন অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরি করতে হবে।

অন্যদিকে যুদ্ধ যদি নতুন ফ্রন্টে বিস্তার হয়, সেটা হবে ইউক্রেনের জন্য ভয়ংকর। তাদের এখন এমনিতেই জনবল ও সামরিক রসদের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। ইউক্রেনের বর্তমান সরকারের সেই চাপ নেওয়ার সক্ষমতা কতটা রয়েছে, সেটা কেউই জানে না। ইউক্রেনের কতজন সেনা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চাইবেন, সেটাও পরিষ্কার নয়।

যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও অসন্তুষ্টি বাড়ছে। এই যুদ্ধ চীন ও রাশিয়ার মধ্যে নতুন করে মৈত্রী বাড়াচ্ছে এবং সামরিক রসদের ভান্ডার শূন্য করে দিচ্ছে। এতে এশিয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তাইওয়ানের প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করতে দেরি হচ্ছে।

মার্কিন কংগ্রেসকে মানিয়ে জেলেনস্কি যুদ্ধের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এটাই তাঁর জন্য হয়তো শেষ উল্লাস।

স্টিফেন ব্রায়েন : সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউট

ইস্ট লন্ডন মসজিদে শতশত নন মুসলিম নারী-পুরুষের পদচারণা

কাউন্সিলে ইন্টারফেইথ ফোরাম রয়েছে। এই ফোরামের মাধ্যমে আমরা সকল ধর্মের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কাজ করি। আমরা মনে করি, একসাথে কাজ করলে কমিউনিটিতে অনেক কিছু সমাধান করা যায় । অনেক ধরনের ইস্যু রয়েছে। ভিজিট মাই মস্ক বেশ কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে এবং দিনদিন বড় হচ্ছে। আমি মনে করি, এই ধরনের আয়োজন কমিউনিটিতে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কমিউনিটিকে একীভূত করে এবং একে অন্যের ধর্মের ব্যাপারে যে ভুল বুঝাবুঝি আছে তা দুর করতে সহযোগিতা করে।

ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের ভালো একটা সম্পর্ক রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে যেসব ি বষয়ে মতপার্থক্য আছে সেগুলো না দেখে যে বিষয়গুলোতে আমাদের মিল আছে সেগুলোতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। মানুষ হিসেবে আমরা মানুষের প্রতি কীভাবে ব্যবহার করতে পারি। কী করলে আমরা একে অপরের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারি, সেদিকেই আমাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ইস্ট লন্ডন মসজিদ হিসেবে আমরা চাই, কমিউনিটির সাথে আমাদের এমন একটি সম্পর্ক থাকবে যে, ওই সম্পর্কের কারণে নন-মুসলিমরা ইসলামকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখবে।। তাই আমরা আশা করবো, আমাদের কমিউনিটির মানুষ ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে অমুসলিমদের কাছে ইসলামকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

অন্যান্য মসজিদের মতোই ইস্ট লন্ডন মসজিদ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত খোলা ছিলো। এলএমসি'র গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছিলো ইসলামের নানা প্রদর্শনী। এবারের আয়োজনের প্রতিপাদ্য ছিলো ফেইথ এন্ড ফুড (ধর্ম ও খাবার)। প্রতিপাদ্যের ব্যাপারে মারিয়াম সেন্টারের প্রধান সুফিয়া আলম বলেন, খাবারের টেবিলে আমরা এক সাথে বসি। খাবার আমাদেরকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একত্রে বসায়। আমরা খাবারের জন্য সবকিছুর উর্দ্ধেওঠে একসাথে বসতে পারি। সেখানে পারস্পারিক আলোচনা করতে পারি।

এলএমসি গ্রাউণ্ডফ্লোরে প্রদর্শনীতে স্থান পায় বিভিন্ন ধরনের ফলমুল। যেমন তরমুজ, খাজুর, জয়তুন, আদা, রসুন, পিয়াজ ইত্যাদি। এগুলোর কথা পবিত্র কুরআনের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ফলমুল ও গাছগাছালির মাধ্যমে নন-মুসলিমদেরকে কুরআন বুঝানোর চেষ্টা করা হয়।

দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিলো নন-মুসলিমদেরকে মসজিদের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখানো, মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে ডুকমেন্টারি প্রদর্শন, জামাতে নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখানো, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রদর্শনী, চিলড্রেন এক্টিভিটি কর্ণার ও চা-কেক আপ্যায়ন।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন (এমসিবি) ভিজিট মাই মস্ক কর্মসূচি উদ্বোধন করে । প্রথম বছরই নন-মুসলিমদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। ওই বছর যুক্তরাজ্যের ২০টি মসজিদ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে । পরের বছর ২০১৬ সালে দ্বিতীয় অপেন ডে'তে অংশগ্রহণ করে ৮০টি মসজিদ। ২০১৭ সালে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দেড়-শতাধিক মসজিদ। এরপর ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সারাদেশের প্রায় ১৮০টি মসজিদে ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচি পালিত হয়। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ সালে ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হলেও ২০২১ সালে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। কোভিডের পর এই দ্বিতীয়বারের মতো মানুষের শারিরীক উপস্থিতিতে ভিজিট মাই মস্ক ওপেন ডে উদযাপিত হলো।

মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে চলছে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট

থেকেই দুই বছর পর পর ট্রাস্টের বোর্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করার বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৬ সালের নির্বাচনে আমরা নির্বাচিত হই এবং এই বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের পক্ষে আজ এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, আমরা আমাদের ট্রাস্টিসহ সংগঠনের শুভাকাঙ্খি ও সুধিজনদের জানাতে চাই যে, দীর্ঘদিন থেকেই বাংলাদেশে ট্রাস্টের নিবন্ধনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিলো। এরই অংশ হিসেবে আমাদের (২০১৪-১৬) নির্বাচনের পর বাংলাদেশে ট্রাস্টের নিবন্ধনের বিষয়টি বোর্ডের প্রথম এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আরো দুই/তিনটি বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরে ২০১৫ সালের ২২ নভেম্বর বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত এজিএম-এ উপস্থিত ট্রাস্টিদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ট্রাস্টের নিবন্ধনকে অনুমোদন প্রদান করা হয়। গৃহিত এই সিদ্ধান্ত মোতাবেকই আমরা (ট্রাস্টের চেয়ার এবং সেক্রেটারি) বাংলাদেশে গিয়ে আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী ট্রাস্ট এ্যাক্টের আওতায় আমাদের সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন সম্পন্ন করি। এতে চেয়ার সেক্রেটারি ছাড়াও ঐ সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানকারী আরো পাঁচজন ট্রাস্টি রেজিস্ট্রেশন সম্পাদনকারী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন।

নিবন্ধনের পর আমরা লক্ষ্য করি যে, আমাদের কিছুসংখ্যক ট্রাস্টি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি উল্লেখ করে বলা হয়, তারা এই বলে অভিমত প্রদান করেন যে, এটি বেআইনিভাবে করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি অনিয়মতান্ত্রিকভাবে দশ লাখ টাকা উত্তোলন করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছি।

এই বির্তক নিরসনকল্পে ৩ সদস্য বিশিষ্ট মেডিয়েশন কমিটি গঠন করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় আমরা দুইটি বিশেষ সাধারণ সভা করি। এর মাঝে ২০১৬ সালের ১৬ আগস্ট এসজিএম-এ বাংলাদেশ থেকে প্রদত্ত লিগ্যাল অপিনিয়ন এর ভিত্তিতে সমস্যার সাময়িক সুরাহা হয় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনে সবার অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

এরমাঝেই ২০১৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাস্টের বিজিএমে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে মতছির খান সভাপতি, মিছবাহ উদ্দিন সেক্রেটারি ও আজম খানকে ট্রেজারার করে ২০১৭-১৯ সালের জন্য বোর্ড অব কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, ঐ বিজিএমে ট্রাস্টের নিবন্ধন নিয়ে অযথা প্রোপাগান্ডা চালানো হয়।

নির্বাচনের পরও যথারীতি নিবন্ধনের বিষয়টি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয় এবং এটি সঠিক কি-না তা নিয়ে বোর্ড সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পর বিগত বোর্ড কমিটির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রথমে যুক্তরাজ্যে সলিসিটর নোটিশ প্রদান করে। এই নিয়ে বোর্ডে তীব্র বির্তকের পর তারা সেক্রেটারি মিছবাহ উদ্দিনকে সাসপেন্ড করা, নতুন সংবিধান অনুমোদনসহ সংবিধানের বিপরীতে কাজ করার চেষ্টা করা হয়। এই সমস্ত কারণে চারজন বোর্ড মেম্বার পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারীগণ হলেন যথাক্রমে ভাইস চেয়ার সাজ্জাদুর রহমান, সহকারী ট্রেজারার আবদুল ওদুদ সাহেল, বোর্ড অব মেম্বার মোঃ ফারুক মিয়া এবং মো. কবির মিয়া। পরে ২০১৯ সালের অক্টোবরে একটি ট্রাস্টি সভার মাধ্যমে বর্তমান কার্যকরী কমিটিকে বিভিন্ন সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা এবং দ্রুত নির্বাচন সম্পন্নের অনুরোধ জানানো হয়। এতেও কোনো কাজ না হওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে মিডিয়েশন কমিটির সর্বশেষ সভা গত ০৮/০৭/২০১৯ তারিখে ব্রিকলেন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় দুই পক্ষের ট্রাস্টি ও সাবেক সংসদ সদস্য জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মুহিবুর রহমান ও প্রধান মেডিয়েটর জনাব পংকি খান (মরহুম) উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপস এবং চারটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়।

এর কয়েক মাস পর হঠাৎ বর্তমান কমিটির চেয়ার জনাব মতছির খান সাবেক চেয়ার, সেক্রেটারিসহ দলিল সম্পাদনকারীদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নিবন্ধনটিকে অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিলের জন্য রিট দাখিল করেন। (রিট নং ৯৬৯১/২০১৯)। এর মাসখানেক পর বর্তমান কমিটির সম্পাদক মিছবা উদ্দিন নিবন্ধন বাতিলের আরজি জানিয়ে সিলেট জজকোর্টে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। (মামলা নং ৫১/২০)। এই মামলায় বাদি বিবাদিদের কাছ থেকে মামলার সমুদয় খরচ আদায়ের জন্যও আরজিতে উল্লেখ করেন। এখানেই শেষ নয়, এই দুই মামলার পাশাপাশি অবৈধভাবে ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন ও দশ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে বিভিন্ন মিডিয়ায় পূর্বের কমিটির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং একটি প্রেস কনফারেন্সও করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সংগঠনের নির্ধারিত মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও নির্বাচন না দিয়ে বর্তমান কমিটি বোর্ডের কার্যক্রম চালাচ্ছে। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করি যে, বিষয়টি আদালতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে বর্তমান কমিটি কোনো ট্রাস্টি মিটিং করে তার অনুমোদন গ্রহণ করেন নি। এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে, ইতোমধ্যেই (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে) তাদের মেয়াদ দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মামলার অজুহাত এবং এর পূর্বে কোভিডের অজুহাত দেখিয়ে তারা ৪ বছর পর্যন্ত নির্বাচন না দিয়ে বোর্ডের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, যদিও আমাদের ওপর দুই দুইটি মামলা, কিন্তু আমরা অনেক ধৈর্য্য সহকারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছি। ট্রাস্টের ক্ষতি হতে পারে এই কারণে কখনোই আমরা প্রতিবাদ করি নি। আমরা বিশ্বাস করি যে, ঐক্য এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানই একটি সংগঠনকে সাফল্যের শিখরে পৌছায়। সংগঠনে বিরোধ থাকতে পারে, মতের অমিল হতে পারে। তবে আমরা মনে করি ট্রাস্টিদের সাধারণ সভার মাধ্যমে যেকোনো বিরোধ নিরসন সম্ভব হবে।

মামলার রায় তাদের পক্ষে এসেছে উল্লেখ করে তারা বলেন, গত ০৪/০২/২০২২ ইংরেজি তারিখে ঢাকা হাইকোর্টে মামলার রায় আমাদের পক্ষে আসে ঐ সময়ে মামলার হিয়ারিং বা শুনানি থেকে বাদী মতছির খান তার মামলা প্রত্যাহার করেন। যদিও এটি কমিউনিটিতে হাই প্রোফাইল মামলা হিসেবেও স্বীকৃত তবুও কোনো সংবাদমাধ্যম (টিভি/নিউজ পেপারে) এই বিষয়টি প্রচার করি নি।

এদিকে সিলেট জজ কোর্টের মামলা তার আপন গতিতে চলতে থাকে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে বিগত ২৭/০৮/২৩ ইংরেজি জজকোর্টের মামলার রায়ও আমাদের পক্ষে আসে। রায়ে মহামান্য বিচারক ট্রাস্টের রেজিস্ট্রেশন আইনসম্মত হিসেবে উল্লেখ করে মামলাটি খারিজ করেন। উপরন্তু মাননীয় বিচারক মহোদয় এই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ট্রাস্ট বাংলাদেশে বৈধভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে বলে আইনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

গণমাধ্যমের মাধ্যমে আয়োজকরা সংগঠনের ট্রাস্টি ও বিশ্বনাথবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের অগ্রজরা বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট সৃষ্টির মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর সহযোগিতা করে আসছে। আমরা এই ধারাটি অব্যাহত রাখতে চাই। বিগত চার/পাঁচ বছরে আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনের কর্মযাত্রা নানা কারণে বিঘ্নিত হয়েছে, আমাদের প্রাণপ্রিয় ট্রাস্টের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এই সময়ে যে সকল ট্রাস্টি ও বোর্ডের চারজন সম্মানিত সদস্যসহ শুভাকাঙ্খিরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা সংগঠনের স্বার্থকে সব সময় বড় করে দেখেছি। আমাদের আর পেছনের পথে হাঁটা কিংবা হিংসাত্মক কাজে ফিরে তাকাবার সুযোগ নেই। আমরা সবাই অতীতকে ভুলে একমত হয়ে একযোগে প্রাণের এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমরা এক থাকলে সব প্রতিকূলতা জয় করা সম্ভব। একইসঙ্গে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিশ্বনাথবাসীর পক্ষ থেকে তারা বর্তমান কমিটির কাছে দ্রুত বোর্ডের পদত্যাগকারী চারজন সদস্যকে ডেকে নিয়ে ১৭ সদস্য একত্রিত হয়ে অনতিবিলম্বে ট্রাস্টের বিজিএমের তারিখ ঘোষণার অনুরোধ জানান।

সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে মৃত্যুহার চার গুণ বাড়ছে

এলাকায় মৃত্যুর হার ৫ শতাংশ এবং সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত এলাকায় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি যথাক্রমে ২ শতাংশ ও ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব।

গবেষকেরা জানান, 'সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, একটি দেশের অর্থনীতি জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যস্ফীতি ও আয় কমে যাওয়ার কারণে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষের মধ্যে বৈষম্য বাড়াবে।'সরকারের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বৈষম্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয় বলেও জানান গবেষকেরা।

এদিকে যুক্তরাজ্যের মূল্যস্ফীতি ১১ দশমিক ১ শতাংশ থেকে আগস্টে অপ্রত্যাশিতভাবে কমে ৬ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে আসে। তবে এটি জি-৭ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। করোনা মহামারি, লকডাউন, ব্রেক্সিট এবং রাশিয়া-ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে বলে মনে করা হয়।

সূত্র: ইনডিপেনডেন্ট

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

যুক্তরাজ্যে ৮ম 'ভিজিট মাই মস্ক' কর্মসূচি উদযাপিত

ইস্ট লন্ডন মসজিদে শতশত নন মুসলিম নারী-পুরুষের পদচারণা

নানা ধর্ম ও বর্ণের হাজার হাজার নন-মুসলিমের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যে ৮ম বারের মতো উদযাপিত হলো 'ভিজিট মাই মস্ক' কর্মসূচি। গত ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার যুক্তরাজ্যের দুই শতাধিক মসজিদ নন-মুসলিম নারী পুরুষ ও শিশু কিশোরদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। শনিবার ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মসজিদ শতশত মুসলিম-অমুসলিমদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। সারাদিনই দলে-দলে আসতে থাকেন খৃস্টান, ইহুদীসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ। তাঁরা মসজিদের ভেতর ঘুরে দেখেন। মসজিদ যে উপসনার স্থান, এখানে গোপনীয় কোনো কর্মকা– পরিচালিত হয়না-এ ধরনেরই একটি স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে ফিরে যান তারা।

দুপুরে এলএমসি গ্রাউন্ড ফ্লোরে দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। মারিয়াম সেন্টারের প্রধান সুফিয়া আলমের উপস্থাপনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া তালুকদার ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মাইয়ুম মিয়া তালুকদার বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস ——— পৃষ্ঠা ২৩

বিচারপতি খায়রুল হক এখন লন্ডনে

তাঁর রায়েই বাতিল হয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর: সাবেক প্রধান বিচারপতি ও আইন কমিশনের চেয়ারম্যান এবিএম খায়রুল হক এখন লন্ডনে। চিকিৎসার জন্য তিনি বেশ কিছুদিন ধরে লন্ডনে অবস্থান করছেন বলে আইন কমিশন সূত্র জানিয়েছে।

কমিশনের সচিব ড. আতোয়ার রহমান (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে বলেন, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক পবিত্র হজ করতে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। পরে ——— পৃষ্ঠা ১৮

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে চলছে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট

বিলেতের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নির্ধারিত মেয়াদ দুই বছর পার হলেও বর্তমান কমিটি নির্বাচন না দিয়ে বোর্ডের কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গ্রেটারেক্স স্ট্রিস্টে মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেছেন ট্রাস্টের সাবেক নেতৃবৃন্দ।

একই সঙ্গে তারা বোর্ডের পদত্যাগকারী চার সদস্যকে ডেকে ১৭ সদস্য মিলে দ্রুত বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের বিজিএমের তারিখ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মির্জা আসহাব বেগ ও সাবেক সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম, জেএমজি এয়ার কার্গোর চেয়ারম্যান মনির আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে ১৯৯৪ সালে লন্ডনে আমাদের অগ্রজ, প্রবীণ মুরব্বীদের প্রচেষ্টায় বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট গঠন করা হয়। যার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিলো বিশ্বনাথের গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে এলাকার শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করা। শুরু ——— পৃষ্ঠা ২৩

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS
ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স
সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

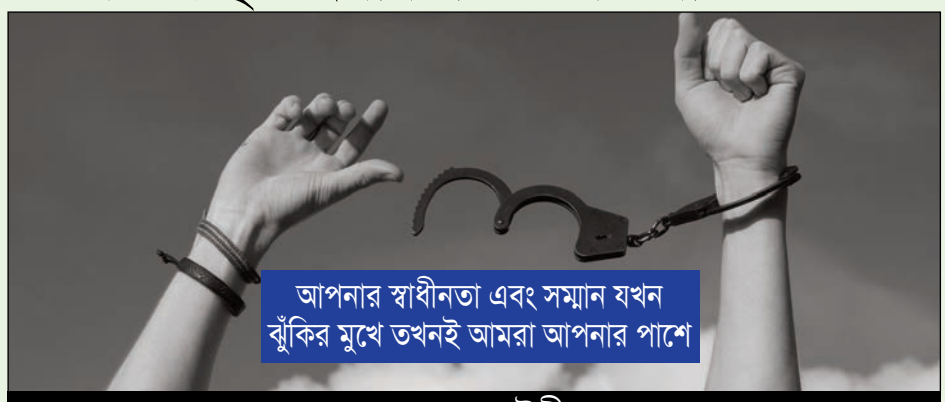

We have Legal Aid

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, **Tel: 0207 965 7314**
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

Jack ward
Legal Consultant
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk